বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোরের কথা

শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, বি, এ; বি, [illegible], এস,

বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্সের ভূতপূর্ব্ব হাবিলদার ও ১১।১৯ সংখ্যক

হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব লেফটেনাণ্ট

প্রণীত।

মূল্য বার আনা।

উৎসর্গ

অমরেন্দ্র নাথ চম্পাটি প্রমুখ আমার যে সহকর্ম্মীরা মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবন দান করিয়া বাঙ্গলা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে এই পুস্তক খানি উৎসর্গ করা হইল।

বালুরঘাট,
মার্চ্চ, ১৯৩৫।

প্রফুল্ল চন্দ্র সেন
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

মুখপত্র।

প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে পুস্তকটি প্রবন্ধাকারে মাসিক মানসী ও মর্ম্মবাণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিগত মহাসমরে যে বাঙ্গালা দেশের যুবকেরা যোগদান করিয়াছিল তাহা দেশের অনেকেই আজ জানেন না এবং এ বিষয় জানিতে আমার অল্পবয়স্ক বন্ধুরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন বলিয়া আজ এতদিন পর প্রবন্ধটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করিলাম।

বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্সের দলটি লুপ্ত হইবার পর, মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে, বাঙ্গালা দেশে ৪৯ সংখ্যক পদাতিকের দল গঠিত হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রায় পাঁচ সহস্র যুবক যোগদান করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় ৪৯ সংখ্যক বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করা হয় নাই এবং সেজন্য যুদ্ধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভীজ্ঞতা এক বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্সের যুবকেরাই লাভ করিয়াছিল বলিতে পারা যায়। বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স কোরের যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্য সম্বন্ধে কার্ণেল হেনেসির উক্তি পুস্তকের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।

মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী কতকগুলি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই সামরিক জীবন সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের ইহাই বলিতে চাই যে সিপাহীরা যোদ্ধা হইয়াই জন্মগ্রহণ করে না। তাহারাও সাধারণ জন সমাজে প্রতি-

পালিত ও বৰ্দ্ধীত হইয়া যৌবনে সমর বিভাগে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন সমাজের দোষগুণ সেই দেশের সামরিক বিভাগেও প্রতিফলিত হয়। কঠোর ডিসিপ্লিনের অস্তিত্বের জন্য সামরিক বিভাগে ভোগ বিলাস বা উচ্ছৃঙ্খলতার সম্ভাবনা কম থাকিবারই কথা। ভারতীয় হিন্দু মুসলমান সিপাহীরা সাধারণতঃই সংযমী ও উচ্চ শ্রেণীর লোক হইয়া থাকে ও তাহাদের "ইজ্জৎ" সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়। গোরা সিপাহীদের ভিতরেও অপরিমিত পান দোষ বা অন্য কোন পাশবিক বৃত্তি মেসোপটেমিয়ায় দেখি নাই। লুণ্ঠন প্রিয়তা বা বিজীত দেশের লোকদের উপর অত্যাচার মেসোপটেমিয়ার কোন সিপাহীই করে নাই একথা নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া জোরের সহিত বলিতে পারি। যুদ্ধের বিরতি ইচ্ছা প্রতি সুসভ্য সমাজের লোকেরাই করিয়া থাকেন। সিপাহীরাও যুদ্ধের নামেই লোলুপ হইয়া উঠে না। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে দেশের জন্য, রেজীমেণ্টের সুনামের জন্য এবং সর্ব্বোপরি নিজের "ইজ্জৎ" এর জন্য সিপাহী মাত্রেই প্রাণাপাত করিতে প্রস্তুত হয়।

শিক্ষার অবসর এবং সুযোগ পাইলে বাঙ্গালীরাও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজেদের ইজ্জৎ রক্ষায় সমর্থ, ইহাই আমার বিশ্বাস।

বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্সের যুবকেরা ঠিক যুদ্ধ করিতে মেসোপটেমিয়ায় যায় নাই, তাহারা যুদ্ধ কালীন যে সিপাহীরা আহত হয় তাহাদের প্রাথমিক সাহায্য দান ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে বহন করিবার জন্য গিয়াছিল। ফিল্ড্

অ্যাম্বুলান্স বা আহত বহন কারীদের কার্য্য প্রায় যুদ্ধ কার্য্যে ব্যপৃত সিপাহীদের ন্যায়ই বিপদ সঙ্কুল এবং প্রায়ই গুলি ও গোলা বৃষ্টির মধ্যে করিতে হয়।

প্রথম দলটি ৬৪ জন যুবকের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আমরা মাত্র ৩৬ জন সঠিক যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্য করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। দলের বাঁকি যুবকেরা ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল আমারার ষ্টেশনারী হস্পিটালে কার্য্য করিয়াছিল।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কথা

(১)

প্রস্তাবনা

সারাজেভো হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র ইউরোপময় যে মহাসমর জ্বলিয়া উঠে, প্রায় এক বৎসরের মধ্যে তাহা পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে, চীনের প্রান্তভাগে, আফ্রিকার অরণ্যে, আটলান্টিকের নীলাম্বুবক্ষে সর্ব্বত্রই এই যুযুৎসু জাতি সমূহের ঘাত প্রতিঘাত চলিতে থাকে। যেদিন ভারতীয় ফৌজের তিনটী বাহিনী সর্ব্বপ্রথম ফ্রান্সের তটে অবরোহণ করে, সেদিন হইতে ভারতবর্ষও এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধ ঘোষণার অনতিকাল পর হইতেই, আমাদের বাঙ্গালাদেশেও এই যুদ্ধ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিবার ইচ্ছা অনেকের মনেই প্রবল হইয়া উঠে। তখন সংবাদপত্রে দেখা যাইত যে প্রায় প্রতি সহরেই যুবকেরা ও দেশের নেতৃস্থানীয়েরা সভা সমিতি করিয়া এই যুদ্ধে যোগ দানের ইচ্ছা রাজপ্রতিনিধিগণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। এই যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছার মূলে কি প্রেরণা ছিল, তাহার আলোচনা অবান্তর হইবেনা। এই যুদ্ধের নৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে এ সম্বন্ধে কোন কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপকগণ ব্যতীত, অন্যকেহ ভাবিয়াছেন কিনা, সে বিষয় সন্দেহ করিবারই কথা। যাহারা কয়েক পুরুষ যাবৎ বৃটিশপতাকা মূলে শস্ত্রচর্চ্চা করিয়াছে, ভারতীয় এইরূপ কয়েকটী জাতির এই যুদ্ধে

যোগদানের মূলে যথেষ্ট রাজভক্তি বর্ত্তমান ছিল, সে কথাও আমরা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইতে পারি। কিন্তু বঙ্গীয় যুবকেরা এ যুদ্ধে যোগদান করিতে কেন উৎসুক হইল? বাঙ্গালাদেশের শিক্ষার প্রসার ও দেশাত্মবোধের জাগরণ হইতেই সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকের আগ্রহ দৃষ্ট হয়।

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জডে'র ব্যাপারের সময়ও বাঙ্গালাদেশের যুবকেরা রাজপ্রতিনিধিদিগের নিকট এইরূপ আবেদন করিয়াছিল. তাহাদের আবেদন সে সময় গ্রাহ্য হয় নাই। তাহার পর হইতেই বাঙ্গলা-দেশের যুবকেরা নানাপ্রকারে আপনাদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছে। মোহন বাগানের শীল্ড ম্যাচ্‌ অর্দ্ধোদয়যোগ ও বর্দ্ধমান জলপ্লাবনে স্বেচ্ছা সেবকের কার্য্য তাহার পরিচয় দিতেছে। নিজেদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্যই বাঙ্গালী যুবকেরা এই যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য এতটা উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল ও তাহাদের মনে হইয়াছিল যে যুদ্ধে যোগদান করিয়া তাহারা বাঙ্গলাদেশের সুনাম অর্জ্জন করিতে পারিবে।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে আগ্রহ তখন সফল হয় নাই। 'প্রয়োজন হইলে সাহায্য লওয়া হইবে' রাজপুরুষদের এই উত্তরে একটা নিরুৎসাহতার ভাব আসিয়া পড়ে। তাহার পর ৺ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি একটী আহত সেবকের দল গঠনের চেষ্টা করেন এবং প্রায় ১০,০০০ বাঙ্গালী যুবক, তাহাতে যোগদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু এবারেও ভারত গবর্ণমেণ্ট উত্তর দেন যে এতগুলি আনাড়ী লোক লইয়া সামরিক বিভাগ বিব্রত হইয়া পড়িবে। ইহার পর নিরুৎসাহিতার ভাব আরও প্রবল হইয়া পড়ে। এই আন্দোলনেই যুদ্ধের কয়েক মাস কাটিয়া যায় এবং নভেম্বরের প্রারম্ভেই তুরস্কের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা হয়।

যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা হইতেই একজন নীরব কর্ম্মবীর এ যুদ্ধে বাঙ্গালীরা যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও যোগ দিতে পারে, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯১৫ সালে নভেম্বর মাসে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ইনি স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। সামরিক চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিতে বাঙ্গালীদের কোনও বাধা ছিলনা, এবং ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী যদি কিছু করিতে চায়, তবে এই দিক দিয়াই করিতে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তর সুরেশ প্রসাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে এই অনুমোদন করেন যে, একজন ইংরেজ নেতার অধীনে বৃটিশ কমিশন প্রাপ্ত চারিজন বাঙ্গালী, চারিজন ভারতীয় কমিশন ধারী ও ৮৪ জন সাধারণ লোক লইয়া একটী হাসপাতাল গঠিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারিবে, এই দলটীর তখনও কোন নাম করণ হয় নাই। তবে দেশের সংবাদ পত্র সমূহ ইহার Bengal Volunteer field Ambulance Corps নাম করণ করে।

আমি এই দলভুক্ত ছিলাম এবং এবিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা এই পুস্তকের বিষয়। ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাস হইতেই দল গঠনের কার্য্য আরম্ভ হয়। একদিন ভোর বেলায় ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আরও কয়েকজন যুবক একই অভিপ্রায়ে বসিয়া আছে। আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লওয়া হইল এবং বলা হইল, মার্চ্চ মাসে প্রকৃত এনরোলমেণ্ট অথবা দল গঠন হইবে। মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেই সকলের নিকট সংবাদ দেওয়া হয় যে ১৪শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর আমহার্ষ্ট স্ট্রীট ভবনে উপস্থিত হইতে হইবে। যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রায় ১২।১৪ জন যুবক ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজের উপাধি ধারী দুই জন ভর্ত্তি হইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। যথা সময়ে সৌম্য দর্শন কর্ণেল

A. H Nott, I. M. S. উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়, ইঁহাকেই আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন। তারপর সেইদিনই উপস্থিত সকলের শরীরের দৈর্ঘ্য, ওজন ও অন্যান্য বিষয় পরীক্ষার পর অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর লওয়া হইল।

সর্ব্বাধিকারী নিয়ম করিয়াছিলেন যে স্কুল কলেজের ছাত্রেরা যদি ভর্ত্তি হইতে চায়, তাহাদিগকে তাহাদের পিতা অথবা অভিভাবকদের অনুমতি পত্র আনিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় নাই, এবং ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রায়ই বলিতেন যে "তোমার পিতার পত্র কর্ত্তৃপক্ষকে দেখাইয়া এই দল গঠনে অনেক সহায়তা পাইয়াছি"। যাহা হউক, এইরূপে কয়েকদিনে প্রায় ৩০ জন যুবক ভর্ত্তি হইলে, মার্চ্চ মাসের শেষ হয়, এবং ১লা এপ্রিল তারিখে আমাদের আলিপুরে পদাতিক সৈন্য দিগের শিবিরে গমন করিবার আদেশ দেওয়া হয়।

১লা এপ্রিল তারিখে আমরা আলিপুরের ইন্‌ফ্যান্ট্রি লাইন্স বা পদাতিক সৈন্যদের শিবিরে উপস্থিত হইলাম। সৈনিক কর্ম্মচারীদের মেস কোর্ট বা মিলন গৃহে আমাদের আফিস করা হইয়াছিল। সেখানে উপস্থিত সকলকে কম্বল, বালিশ, বিছানার চাদর এক এক প্রস্থ দেওয়া হয়, এবং সেই শিবিরস্থ ১৬ সংখ্যক রাজপুত সৈন্য দিগের দুইজন হাবিলদার আসিয়া আমাদের ভার গ্রহণ করে। আমাদের জন্য সামরিক [illegible] নির্দ্দেশ মত তিনটী ব্যারাক এবং তৎসংলগ্ন পাকঘর ও [illegible] ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আমরা ব্যারাকে আসিয়া দেখিলাম, প্রতি ব্যারাকে ২০টী খাটিয়া পাতা রহিয়াছে। ব্যারাকের বারান্দায় আমরা সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পর কর্ণেল নট্ আসিয়া আমাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং সর্ব্বাধিনায়ক রাজপুত হাবিলদারের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য উপস্থিত ৩০ জন

যুবককে ১০ জন করিয়া তিনটী সেক্‌সন্ অথবা বিভাগে বিভক্ত করা হইল, এবং তাহাদের নিকট কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ জ্ঞাপন ও তাহাদের অভিযোগ প্রভৃতি তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অধিক বয়স দেখিয়া কয়েকজন যুবককে নির্ব্বাচিত করা হইল। এ আয়োজন অবশ্য সাময়িক ভাবে হইল।

বৈকালে ছয়টায় আমরা সেদিনকার মত ছুটী পাইলাম এবং পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট খাটিয়ার উপর সদ্য প্রাপ্ত কম্বল প্রভৃতি জিনিষ পত্র রাখিয়া সম্মুখের খোলা মাঠে সমবেত হইলাম।

প্রথম দিন আমরা প্রায় ৩০ জন ব্যারাকে উপস্থিত হইয়াছিলাম। একই পন্থাবলম্বী এই কয়জনের ভিতর আত্মীয় ভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। একটু বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে সমবেত ৩০ জনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি কলেজের ছাত্র, অন্যান্য সকলেই অনেক পূর্ব্বে স্কুল ছাড়িয়াছে। কেহ কলিকাতায় পাটের আফিসে কাজ করে, কেহ দোকান বন্ধ করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা ম্যাট্রিকুলেসন্ উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া আসিয়াছে।

যুদ্ধের প্রথমে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন কলেজের ছাত্রদের এ বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়া আশা করিয়াছিলাম অনেক ছাত্রই আমাদের এই দলে যোগদান করিবে; কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না। যখন পরিবারের ডানপিটে ছেলেগুলি, একে একে তাহাদের দেশের সম্মান রক্ষার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স কোরে যোগদান করিতেছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইনষ্টিটিউট্ রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের গ্রীক যোদ্ধার ভূমিকার রিহার্স্যাল দিতেছে। যাহা হউক দেশের গৌরব Bad boys of the family দের দ্বারা রক্ষা হওয়ার দৃষ্টান্ত এই প্রথম নহে। অনেক দেশেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় কমিটী নিযুক্ত কণ্ট্রাকটারের আহারের আবাহন আসিল। কণ্ট্রাক্টার ৬ পয়সার হোটেলের খাবার

খাওয়াইয়া বিদায় লইল। আমাদের সামরিক জীবন আরম্ভ হইল। বাঙ্গালী বহুদিন যাবৎ যে অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল, আমরা তাহা কথঞ্চিৎ পাইতে যাইতেছি, এই ভাব উপস্থিত সকলের মনেই উদয় হইতেছিল।

(২)

আলিপুর

আলিপুর Infantry lines এ আমরা এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত শিক্ষানবিশ ভাবে থাকি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিবরণ এই অধ্যায়ের বিষয়ীভূত।

অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া মেস্ কোর্টের সম্মুখবর্ত্তী ময়দানে সমবেত হইতে হইত। বেলা ৬ ঘটিকার সময় ভোর বেলায় ড্রিল আরম্ভ হইত। প্রথম সপ্তাহে অভ্যাসের জন্য আমাদের এ বিষয় বিশেষ বেগ পাইতে হইত, কারণ, অন্যান্য পল্টনের ন্যায়, আমাদের জন্য ঘুম ভাঙ্গাইবার রেভেলি (Revellie) বাজিত না। ভোরে উঠিয়া হাত মুখ ধুইতে না ধুইতে ময়দান হইতে হাবিলদারের বাঁশীর আওয়াজ আসিয়া পড়িত। আমরা প্রথম মাসে কোন উর্দ্দি পাই নাই, কাজেই সেই বাঁশী শুনিয়া কাছা কোঁচা গুঁজিতে গুঁজিতে ছুটিতে হইত। ড্রিল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভোর বেলায় জলযোগ করিতাম। কণ্ট্রাকটারেরা কিছুতেই ৭ টার পূর্ব্বে আমাদের প্রাতরাশের ব্যাবস্থা করিতে পারিত না। সংবাদটী কর্ণেল নটের কর্ণগোচর হইলে, তিনি একদিন পর্য্যবেক্ষনের জন্য হঠাৎ পাকশালায় প্রবেশ করিলেন, এবং পাকশালা, ভোজন গৃহ প্রভৃতির দুর্দ্দশা দেখিয়া ১২ ঘণ্টার মধ্যে কণ্ট্রাকটারদের ব্যারাক পরিত্যাগ

করিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা নূতন কণ্ট্রাকটার চাই না, নিজেরা কার্য্য চালাইতে পারিব? কণ্ট্রাকটারের অভিজ্ঞতা আমাদের চূড়ান্ত হইয়াছিল। লোকটী আমাদের আহারের সময় কলাইএর ডাইল ও বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডের ডাঁটা পরিবেশন করাইত এবং কেহ কিছু বলিলে বলিত যে আপনারা দেশের কাজের জন্য যুদ্ধে যাইতেছেন, সামান্য আহারের বিষয় গোলযোগ আপনাদের শোভা পায় না। কর্ণেলের আদেশ মত দলের ভিতর হইতে একজন Kitchen Supdt নিযুক্ত হইল। প্রতিদিন ১২ জন করিয়া Kitchen dutyর জন্য নিযুক্ত হইত। পাকশালার বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের রাত্রে পাহাড়া দিবার বন্দোবস্ত হইল। সাড়ে নয় ঘটিকা হইতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রতি ২ ঘণ্টায় একজন করিয়া, তিনটী ব্যারাকের জন্য তিন্ জন করিয়া পাহাড়া দিত। শেষের পাহাড়াওয়ালা পাঁচটার সময়ে ঘণ্টা বাজাইয়া সকলের নিদ্রা ভঙ্গ করিত এবং সকলে Kitchen door এ সমবেত হইয়া চা ও মোহন ভোগ গ্রহণ করিয়া ৬ টার সময় ড্রিল করিতে যাইতাম। ব্যারাকের সমস্ত কার্য্যেই স্বাবলম্বন আনয়ন করাতে শীঘ্রই ব্যারাক গুলির দুর্গন্ধ দূর হইল; সমস্ত ময়দানে বোধ হয় একটীও মাছি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, এবং দল হইতে নির্ব্বাচিত ধরামীদের কৃপায় রাস্তা, ঘাট, পুষ্করিণীগুলি ও ছোট ছোট সাঁকোগুলি ভদ্র সাধারণের ব্যবহার যোগ্য হইয়া উঠিল। পূর্ত্ত বিভাগের জন্যও পাকশালার ন্যায় ১০ জন করিয়া যুবক নিযুক্ত করা হইত। সর্ব্ব প্রথমে আমাদের স্কোয়াড্ ড্রিল বা প্রাথমিক কাওয়াজ প্রায় ১৫ দিন ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হইল। কিরূপ ভাবে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হয়, কিরূপ ভাবে সোজা হাঁটিতে হয়, এবং শ্রেণীটি সর্ব্বদা সরল রেখায় রাখিতে হয় প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইল। ব্যায়ামের জন্য প্রতিদিন প্রায় আধ ঘণ্টা করিয়া ডবল মার্চ্চ বা দৌড়াইবার ব্যাবস্থা করা হইল। ড্রিল আরম্ভ হইবার প্রথম দিনই কর্ণেল

নট আসিয়া ড্রিল শিক্ষার তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু তোমরা যে কার্য্যের জন্য যাইতেছ, তাহাতেও ড্রিল শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ড্রিলের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে একত্র বহু লোক নিয়মাবদ্ধ ও শৃঙ্খলার সহিত যাহাতে কার্য্য করিতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া এবং আদেশানুবর্ত্তিতা বা discipline সম্বন্ধে ধারণা জন্মানো। Squad drill শিক্ষা করিতে যে সময় লাগিয়াছিল তাহার মধ্যেই আমাদের দলের ২৪ জন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আলিপুরে আসিবার ৫।৬ দিনের মধ্যেই পুলিশ কোর্টের উকিল অমরেন্দ্র নাথ চম্পটী আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করেন। ইঁহার আগমনে আমাদের দলে একটী নূতন জীবনের সঞ্চার হয়। সকলকে উৎসাহ দিতে, মন প্রফুল্ল রাখিতে ও কর্ম্মে তৎপরতা দেখাইতে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। Squad drill শেষ হইয়া যাইবার পর আমাদের Platoon drill, Strecher drill, Company drill প্রভৃতি আরম্ভ হয়। প্রথমে কয়েক দিন রাজপুত সৈন্যদের মেডিকাল অফিসার কাপ্তান তারাপোরওয়ালা আসিয়া নিজে আমাদের ষ্ট্রেচার ড্রিল শিক্ষা দিতেন এবং পরে ইহার জন্য আর একজন বিশেষ হাবিলদার নিযুক্ত হয়। প্রতিদিন ৭টা ৭॥টার সময়ে কর্ণেল সাহেব আমাদের ড্রিল তত্ত্বাবধান করিতেন; এবং তাহার পর অর্ডারলি অফিসার অর্ডারলি এন্ সি ও প্রভৃতির সহিত ব্যারাক দেখিতে যাইতেন। নিয়ম ছিল যে ড্রিলে যাইবার পূর্ব্বেই সকলে বিছানা রৌদ্রে দিয়া অথবা বৃষ্টি হইলে খাটিয়ার উপর নিয়ম মত ভাঁজ করিয়া রাখিয়া যাইবে। দুই জন করিয়া ব্যারাক রুম পাহাড়া দিবার জন্য থাকিবে ও যাহাদের কিচেন ডিউটী পড়িয়াছে তাহারা যথা সময়ে পাকের আয়োজন করিবে। পূর্ত্ত বিভাগের লোকেরাও এই সময় রাস্তা পরিষ্কার, রাস্তা বাধান, পুষ্করিণীর কচুগাছ ও পানা উত্তোলন প্রভৃতি কার্য্য করিত।

অর্ডারলি এন্ সি ও কে দেখিতে হইত যে ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি লাইন্‌সের স্বাস্থ্য বিভাগের লোকেরা আসিয়া ঠিক সময় মত আবর্জ্জনার স্তূপ স্থানান্তরিত ও পায়খানায় ফেনাইল দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য করে কিনা। প্রথমতঃ কর্ণেল নট প্রতিদিন নিজে পরীক্ষা করিয়া অথবা অর্ডারলি অফিসারের নিকট রিপোর্ট শুনিয়া সেইদিনকার ভৃত্যদিগের দ্বারা ক্রীত মাছ, ডিম প্রভৃতি ব্যবহার যোগ্য কিনা বিবেচনা করিতেন। কয়েক দিন পচা মাছ, পচা ডিম প্রভৃতি ধরা পড়ায় শেষে কিচেন ডিউটী ওয়ালাদেরই একজনকে বাজারে যাইয়া সমস্ত জিনিষ ক্রয় করিতে হইত। তাহার পর ষ্টোর অর্থাৎ যেখানে মাসের ব্যবহার্য্য ময়দা, ঘি, সুজী, চিনি প্রভৃতি থাকে, তাহা দেখিয়া ৯ টার সময়ে পুনরায় ময়দানে যাইয়া কিছুক্ষণ আমাদের ষ্ট্রেচার ড্রিল দেখিতেন এবং পরে ডিস্‌মিসের হুকুম দিতেন।

প্রতিদিন যাহারা অসুস্থ হইত তাহারা ড্রিল আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই sick parade (অসুস্থ কাওয়াজ) এ, সমবেত হইলে যাহার যেরূপ, সেইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইত এবং যাহারা বিনা অজুহাতে ড্রিলে যাইতে অনিচ্ছুক তাহাদের ড্রিল করিতে আদেশ দেওয়া হইত।

ড্রিলের ব্যাপারটী যত সহজে লিপিবদ্ধ করিলাম, সে সময়ে তত টা সহজ বোধ হইত না। সার বাঁধিয়া দাঁড়াইবার পরই যে আধ ঘণ্টা "ডবলের" আদেশ হইত, তাহাতে প্রথম প্রথম বিশেষ বেগ পাইতে হইত। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডও বেগে ডবল করিতে আরম্ভ করিত। কেহবা সূর্য্যরশ্মি মসীবৎ দেখিতেন, কেহ বা চক্ষের সম্মুখে শর্ষপ পুষ্পের নৃত্য দেখিতে পাইতেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা হইত অবশ্য ড্রিল ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ড্রিলের সময় টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করিবার জো ছিল না। যত-ক্ষণ না Stand easy হুকুম হইতেছে, ততক্ষণ কেহ রুমাল বাহির করিয়া ঘাম পর্য্যন্ত মুছিতে পারিত না। এবং কেহ পিছাইয়া পড়িলেই পিছন

হইতে হাবিলদারের অথবা কর্ণেল সাহেবের dress up, dress up শব্দ ঘাড় ধরিয়া স্বস্থানে ঠেলিয়া দিত। এই ডবল মার্চের পর প্রায় ১৫ মিনিট বিশ্রামের হুকুম হইত এবং কর্ণেল উপস্থিত না থাকিলে রাজপুত হাবিলদারেরা দুই একটা গল্প গুজব ও রসিকতাও করিত।

*তারপর সোজা হাঁটাও এক দুরূহ ব্যপার বলিয়া বোধ হইত। আমরা রাস্তায় হাঁটিবার সময়ে ততটা সোজা সুজির ধার ধারি না। রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইলে এটা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আপনারা সকলেই দেখিবেন যাহারা হাঁটিতেছে, একবার রাস্তার বামে, একবার ডাইনে করিয়া হাঁটিতেছে। অর্থাৎ এক মাইল হাঁটিতে হইলে আমরা গড়ে দুই মাইল করিয়া হাঁটি। যাহা হউক Infantry training এর নির্দ্দেশ মত সকলেই মার্চ্চ করিবার সময়ে মাঠে দুইটী পয়েণ্ট ঠিক করিয়া লইতাম। এইরূপে ক্রমে ব্যপারটী সোজা হইয়া গেল।

স্কয় কোর্সের মারপ্যাঁচ বুঝিতে বুঝিতে আমাদের ড্রিল শিক্ষার একমাস অতীত হইল এবং আমরা Company drill এর উপযুক্ত বিবেচিত হইলাম। রাজপুত হাবিলদারের এবং ক্যাপ্টেন তারাপোর ওয়ালার নিকট শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, অন্য কোন পল্টনের লোক তিন মাসের কাজ এইরূপে একমাসে শিখিতে পারে না। ড্রিল শিক্ষার দ্রুততার জন্য পরে বাঙ্গালী রেজিমেণ্টও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল।

কর্ম্মচারীদের প্রাতঃকালীন কার্য্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া যতগুলি নূতন শব্দের ব্যবহার করিয়াছি সে গুলির বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয়। মাস খানেক ড্রিল শিক্ষার পর, প্রতি দশ জন লোকের উপর কার্য্য তৎপরতা দেখিয়া একজন Non-Commissioned Officer নিযুক্ত করা হয়। ইহাদের মধ্যে এক একজন প্রতিদিনের কার্য্যানুষ্ঠান গুলির তত্ত্বাবধান করিতে নিযুক্ত

হইত। ইহাদিগকে Orderly N. C. O. অথবা N. C. O. of the day বলা হইত। যে চারিজন ডাক্তারকে লেপ্টেনেন্ট পদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা কেহ রসদ বিভাগ, কেহ শিক্ষা বিভাগ, কেহ অফিস ও কেহ শরীরতত্ত্ব (Physiology) প্রভৃতির সম্বন্ধে কর্ত্তা হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ও ইঁহাদের প্রত্যেককে একদিন করিয়া সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। ইঁহাদের নাম ছিল Orderly officer বা officer of the day. ইহা ব্যতীত চারিজন সাব এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জনকে জমাদারের পদ দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহারাও ড্রিলের সময় উপস্থিত থাকিতেন এবং ব্যাণ্ডেজ বাধা প্রভৃতি শিখাইতেন।

প্রথমে কর্ণেলের আদেশমত লেফ্‌টেনেণ্ট এবং জমাদারেরাও আমাদের সহিত ড্রিল শিখিতেন, পরে শুধু জমাদারেরাই শিখিতেন। লেফ্‌টেনেণ্টরা তাঁহাদের মেসকোর্টে শিখিতেন। যখন Company drill আরম্ভ হয়, তখন কর্ণেল আদেশ করিলেন যে—অর্ডারলি অফিসারকে প্রতিদিন কিছুক্ষণ করিয়া প্যারেড্‌ লইতে হইবে। লেফ্‌টেনেণ্ট ** যখন প্যারেড্‌ লইতেন, তখন মধ্যে মধ্যে হাস্যকর ঘটনার আবির্ভাব হইত। কর্ণেল রুদ্ধস্বরে তিরস্কার করিতেছেন এবং লেফ্‌টেনেণ্ট তুবড়ীর মত ইংরাজীতে তাঁহার দোষ সামলাইবার চেষ্টা করিতেছেন এই ঘটনা প্রায়ই হইত। প্রাতঃকালীন ড্রিল প্রায়ই ৯ ঘটিকার সময় শেষ হইত। যে দিন রুট (Route) মার্চ্চ বা লম্বা কুচ হইত সেই দিন ইহার কিছু পরেও হইত।

কিছু বিশ্রামের পর স্নানের পালা। ব্যারাকের নিকটেই একটী বড় পুষ্করিণী ছিল, সেখানে আমাদের স্নান হইত। যাঁহারা সাঁতার জানেনা তাঁহাদের জন্য Swimming belts বা সাঁতার শিক্ষার ভেলা ছিল, ইহা ব্যবহার করিয়া যাহারা সাঁতার দিতে জানিত না তাহারা একপক্ষ কালের ভিতরই বেশ সাঁতার শিখিয়াছিল। যাহারা সাঁতার

জানিত, তাহাদের জন্য water polo খেলার বন্দোবস্ত ছিল সাড়ে দশটার সময় খাইবার ঘণ্টা পড়িত। সকলে নিজ নিজ সেকসন্ মত আহার করিত। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান প্রভৃতি পৃথক বসিয়া আহার করিতে চাহিত, কিন্তু এ ভাবটী বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই এবং মেসোপটেমিয়ার Stationary হাসপাতালে আমাদের কিচেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিল পরম বন্ধু আবদুল গায়েত। আহারের ব্যবস্থা বাঙ্গালী প্রথামতই হইয়াছিল। নিজেদের হাতে ভার থাকায় জনপ্রতি দৈনিক ।৵০ ছয় আনায় অতি উৎকৃষ্ট আহারই পাইতাম। মধ্যে কর্ণেল বলিয়াছিলেন যে ফিল্ডে অনেক সময় তোমাদের শুধু আটা দেওয়া হইবে, অতএব এখন হইতেই চাপাটী খাইতে অভ্যাস কর। কয়েক রাত্রি আটার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। কিন্তু চাপাটী প্রস্তুতের গুণেই হৌক, অথবা অন্য কারণে হৌক, অনেকেরই উদরাময় হওয়াতে কলিকাতায় অন্ততঃ আটা বন্ধ করা হইয়াছিল। এই স্থানে বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা যে সর্ব্ব অবস্থাতেই জাতীয় আহারই স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। মেসোপটেমিয়ায় দেখিয়াছি গুর্খা ও মাদ্রাজী পল্টন দিগকে পারত পক্ষে কখনও আটা দেওয়া হইত না। কয়েকদিন আটা খাইয়া একটী গুর্খা কোম্পানির অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল।

যাহা হউক একমাস পর সকলের ওজন লইয়া ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী দেখিলেন যে যাহারা দুর্ব্বল কায় ছিল, তাহারা সকলেই ওজনে বাড়িয়াছে। এবং যাহারা অতি স্থূল ছিল তাহারা অনেকটা মেদ মুক্ত হইয়াছে।

প্রথম প্রায় দুই সপ্তাহ, আহারের পর মধ্যাহ্নে আমাদের ছুটী ছিল। কিন্তু তাহার পর ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত মেস কোটের অফিস গৃহে সমবেত হইয়া আমাদের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে হইত। একটী কঙ্কাল ও খান চার পাঁচেক মানচিত্র দ্বারা শরীরের গ্রন্থী, অস্থি, শীরা, ধমনী ও শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যাদি বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল, কর্ণেল

নট বক্তৃতা দিতেন ও প্রতিদিন বক্তৃতান্তে সে দিন কি বিষয় বক্তৃতা হইল তাহার সারমর্ম্ম বলিবার জন্য এক একজনকে উঠিতে বলিতেন, এই ব্যবস্থার গুণে ভাতের যে নিদ্রাকারী গুণ আছে, তাহা অনেক সময় জোড় করিয়া অস্বীকার করিয়া, তিনি যাহা বলিতেন, তাহা শুনিতে হইত। কর্ণেল নট চলিয়া গেলে, যাহারা ইংরাজী ভাল বুঝেনা, তাহাদের জন্য লেপ্টেনেণ্ট গুপ্ত বাংলায় বক্তৃতা দিতেন।

যে কঙ্কালটী আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আনা হইয়াছিল, সেটী অতি দীর্ঘাকৃতি ছিল এবং এ সম্বন্ধে একটী গল্প আমাদের ভিতরে চলিতে ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের রাত্রে পাহাড়া দিতে হইত। চারিজন করিয়া মেস কোর্টে পাহারা দিবার জন্য ও নিযুক্ত হইত। মধ্যে মেস কোর্ট হইতে মূল্যবান একটী ডাক্তারী যন্ত্র চুরি যাওয়ায় এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একদিন আবদুল হামেতের পাহাড়া দিবার পালা আসে রাত্রি ১২টা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত, হলঘরের নিকটে সিঁড়ির নিকট পায়চারি করিয়া পাহাড়া দিতে হইত। রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় হামেত ভায়ার মনে হইল যে হলঘরে সেই কঙ্কালটী আছে। ইহা মনে হওয়া অবধি সে অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। সে আমাদের কাছে পরে বলিয়াছিল যে তাহার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল, যদি বদ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কঙ্কালটা তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে কি করিয়া Halt who comes there হাঁকিবে? অনেক বিবেচনার পর সে লণ্ঠন হাতে ঘরে প্রবেশ করিয়া, দড়ি দিয়া কঙ্কালটাকে শক্ত করিয়া খুঁটির সহিত বাঁধিয়া, তাহার গতিবিধির বিষয় নিশ্চিন্ত হইয়া পরে পাহাড়া আরম্ভ করিল।

ফিজিওলজির লেকচার শেষ হইয়া গেলে first aid to injured (আহত ব্যক্তির প্রাথমিক শুশ্রূষা) সম্বন্ধে শিক্ষা আরম্ভ হইল। কর্ণেল নট নিজে জলে নিমজ্জিত ও সর্দ্দিগর্ম্মী আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা

প্রণালী শিখাইলেন। পুলিশ ট্রেনিং কলেজের একজন ডাক্তার আসিয়া শরীরের কোন কোন্ স্থানে আহত হইলে কিরূপ ভাবে রক্ত স্রাব নিবারণের জন্য পটি বাঁধিতে হয় তাহা শিখাইলেন। অ্যাম্বুল্যান্সদলের প্রধান কার্য্যই হইতেছে, আহত ব্যক্তিদের রক্ত নির্গমন বন্ধ করা, এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে পরে লিখিব। রুমালের ব্যণ্ডেজ, Splints এর ব্যবহার এবং একটীর অভাবে অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে কিরূপে পূরণ করিতে হয় প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এই শিক্ষার মধ্যে সজীব অভিনয় চলিতে লাগিল। মাঠের মধ্যে কয়েকজন কে শোয়াইয়া রাখা হইত, প্রত্যেকের বোতামে যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রথামত এক একটী ট্যালি মার্ক বা টিকিটে ডাক্তারেরা লিখিয়া দিয়াছেন, কাহার কিস্থানে জখম হইয়াছে। আমাদের হাবিলদারেরা হুকুম দিত কালেক্ট উন্ডেন্ অ্যাড্ভান্স (তাহারা wounded কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিত না।) আমাদিগকে তাহাদিগের নিকট গিয়া সেই টিকিট দেখিয়া যথাস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ড্রেসিং ষ্টেশনে উপস্থিত করিতে হইত।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শিক্ষা শেষ হইয়া যাইবার কিছু পূর্ব্বে প্রতি সপ্তাহে ভবানীপুর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে যাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা হইত, সেখানে প্রায়ই একটা ইংরাজ নার্সের দলের সহিত দেখা হইত। ইঁহারা স্বেচ্ছা সেবিকাদলের কার্য্যে প্রস্তুত হইতেছিলেন।

ইহার পর হাইজিন্ স্যানিটেসেন প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ হয়। শিবির সন্নিবেশ কিরূপ স্থানে কিরূপ প্রণালীতে করা উচিত, যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহির্গমনের বন্দোবস্ত ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, নদীর জল বিশুদ্ধ রাখিবার উপায় প্রভৃতি এই সময়কার বক্তৃতার বিষয়ীভূত ছিল।

ইহার মধ্যে একদিন মধ্যাহ্নকালে আমাদের ইউনিফর্ম বিতারিত হইল। পূর্ব্বে যেগুলি দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি ব্যারাকপুরের এক দেশীয় সিপাহীর দলের নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল। তাহাতে আমাদের চেহারার হাস্যজনক পরিবর্ত্তন দেখিয়া, পরে দর্জ্জি ডাকিয়া প্রত্যেকের শরীরের মাপ লইয়া পোষক তৈয়ার করিতে দেওয়া হয়। আমাদের পোষাক তখন হইল কেটিংগ্ ক্যাপ্ নামক বাকান টুপি, কোট সার্ট, সর্ট বা হাফ্ প্যান্ট, বুট ও পটি। পরে অনেক লেখালেখির পর ভারত গভর্ণমেণ্ট আমাদের সম্বন্ধে শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্য Gurkha Hat বা Bushranger Hat এর ব্যবস্থা করেন। প্রথমে কথা হইয়াছিল আমাদের পাগড়ী দেওয়া হইবে। বাঙ্গালী পাগড়ীতে অভ্যস্ত নয় বলিয়া দলের সকলে আপত্তি করিলে এই টুপির নির্দ্দেশ হইল। এই নজিরেই ইহার পর বাঙ্গালী পল্টনের জন্যও এই টুপি দেওয়া হয়। ইউনিফর্ম পাওয়ার পর হইতে আমাদের দৈনন্দিন কাজ বাড়িয়া গেল; প্যারেডের সময় ঝক্‌ঝকে বোতাম ও চক্‌চকে বুট না হইলে তিরস্কার শুনিতে হইত, দাড়ি না কামাইলেত নাই। যাহাদের পূর্ব্ব হইতে French cut দাড়ী ছিল, তাহাদের অবশ্য কামাইতে হইত না।

মধ্যাহ্নে শিক্ষার আর এক পর্য্যায় ছিল ব্যারাক রুমে রাজপুত শিক্ষকেরা আসিয়া কিরূপে পটি বাঁধিতে হয়, রুট মার্চ্চের সময় কি নিয়ম অনুসারে চলিলে পায়ে, ফোস্কা পড়ে না প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিত। তাহার পর বাঁশীর সঙ্কেত শিখান হইত, কি ধ্বনির কিরূপ অর্থ ইত্যাদি। আর একটি বিষয় ছিল বন্দুক ভর্ত্তি করা শিক্ষা। যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের বন্দুক প্রভৃতি নাড়িতে চড়িতে হইবে, সে জন্য পাছে ভর্ত্তি বন্দুকের গুলি ছুটিয়া কাহাকেও আঘাত করে, সেই জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা। এই সুযোগে অনেকে হাবিলদারদের নিকট বন্দুকের ড্রিল শিখিত।

রাজপুত হাবিলদারগুলি অতিশয় ভদ্র ও সরল স্বভাবের ছিল। হাবিলদার বাগা সিং ভদ্র বংশের লোক ও অত্যন্ত মেধাবী ছিল। সে আমাদের নিকট ইংরাজী শিখিত এবং আমাদের শিক্ষা, শারীরিক উন্নতি প্রভৃতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিত। হাবিলদার খুবি সিং একটু বয়স্থ লোক, সে আমাদের ষ্ট্রেচার ড্রিল শিক্ষা দিত। ইহারা দুজনেই আমাদের সহিত মেসোপটেমিয়ায় গিয়াছিল।

বেলা ১টার সময় ছুটী হইয়া গেলে, আমরা মেসকোট হইতে ব্যারাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম। ইহার কিছু সময় পরই হাবিলদারের বক্তৃতা ব্যারাক ঘরের ভিতরেই আরম্ভ হইত। বেলা ৪টা পর্য্যন্ত আমাদের ছুটী ছিল। এ সময় কেহ পুস্তক পাঠে, কেহ খোস গল্পে সময় অতিবাহিত করিতেন। অনেকের আত্মীয় স্বজন এই সময় দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাহার পর ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পুনরায় ড্রিল শিক্ষা হইত। স্কোয়াড্ ড্রিল, কোম্পানি ড্রিল প্রভৃতি সম্পূর্ণ হইয়া যাবার পর সন্ধ্যা-কালীন ড্রিলের সময় কেবল মাত্র ষ্ট্রেচার ড্রিল শিক্ষা দেওয়া হইত।

যে ড্রিলের কথা বলিলাম, ইহা সপ্তাহের প্রতিদিনই হইত কেবল ভারতীয় ফৌজী আইন অনুসারে বৃহস্পতিবার ও রবিবার আমাদের সম্পূর্ণ ছুটী ছিল।

কোন কোনও দিন বৈকালের ড্রিল শেষ হইবার পূর্ব্বেই কর্ণেলের আদেশ প্রচারিত হইত যে সন্ধ্যার পর সার্চ্চ লাইট সহযোগে নৈশ অভিযান শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহার ভার কাপ্তান ভাবাপোর লইয়াছিলেন; সার্চ্চ লাইটের কাজ কাপ্তেন সাহেবের মটরের লণ্ঠন সহযোগে হইত। অন্ধকার মাঠে উচুনীচু কয়েকজনকে বুকে ট্যালি মার্ক বাঁধিয়া শোয়াইয়া রাখা হইত, এবং একটী ষ্ট্রেচার পার্টি তাহাদের খুঁজিয়া বেড়াইত, প্রথমে মাত্র একজনে যাইত, তাহার দৃষ্টিতে কোন আহত পতিত হইলে, তাহার বাঁশীর সঙ্কেত শুনিয়া অন্য সকলে ষ্ট্রেচার লইয়া উপস্থিত হইত।

মধ্যে মধ্যে শত্রু শিবির হইতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সার্চ্চ লাইটের আলোক ফেলা হইত, এবং তৎক্ষণাৎ গুলির পথ এড়াইবার জন্য আমাদিগকে মাটীতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িতে হইত।

বৈকালের ড্রিল হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ ইন্‌ফ্যান্টি লাইন্‌স্‌এ উপস্থিত হইতেন। আফিসে ঘণ্টা দুই থাকিয়া আমাদের ব্যারাক দেখিতে আসিতেন। তাঁহার আগমন প্রায় প্রাত্যহিক ছিল। প্রতিদিন ব্যারাকে আসিয়া উপস্থিত সকলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেন। আহার, পাকশালা প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক সমাচার অবগত হইতে তাঁহার আগ্রহের একদিনও লাঘব হইত না। ইহা ব্যতীত প্রতি সন্ধ্যারই রাজপুত শিক্ষকেরা প্যারেডের ময়দানে আমাদের সমবেত করাইত ও ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী আমাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন "তোমরা সামান্য সিপাহী নও, গৃহের সুখ স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে যাইতেছ—তোমরা 'যোগী সোল্‌জারস্'। তোমাদের কার্য্যাবলীর উপর তোমাদের দেশের সুনাম নির্ভর করে।" প্রভৃতি কথা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎকৃষ্ট ইংরাজীতে যখন আমাদিগকে বলিতেন, তখন আমাদিগের হৃদয়ে অবর্ণনীয় উৎসাহের সঞ্চার হইত। ডাক্তার সুরেশ প্রসাদের ন্যায় যথার্থ স্বদেশ প্রেমিক যে কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, তাহা যে সফল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। আমার এখনও স্মরণ আছে, প্রথম যেদিন তাঁহার নিকট ভর্ত্তি হইবার জন্য উপস্থিত হই, সেদিন হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদক মহাশয় তাঁহার নিকট বসিয়াছিলেন; কথায় কথায় তাঁহার চেষ্টার সফলতার জন্য তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলে, ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ যে ভাবে বলিলেন যে "কার্য্যে সফল হওয়াতে আমি নিজেকে ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ মনে করিতেছি," তাহা আমি কখনও ভুলিব না।

প্রতিদিনই বক্তৃতা অন্তে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তিনবার সম্রাটের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতেন।

সন্ধ্যা ৬টার পর হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত আমাদের ছুটী ছিল। তখন ব্যারাকে যে যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে পারিত। ব্যারাক পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইতে হইলে ভার প্রাপ্ত অফিসারের অনুমতি লইয়া যাইতে হইত। কিছুদিন পর এই অনুমতির প্রয়োজন হইত না। খাকী পরিহিত ব্যক্তিদিগের বায়স্কোপ দেখিতে অৰ্দ্ধেক মূল্যের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া অনেকেই এই সময় বায়স্কোপ দেখিতে যাইত। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী আমাদের জন্য ফুটবল, ওয়াটার পোলো, ডাম্বেল প্রভৃতি ক্রীড়ার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। সেইজন্য অধিকাংশ যুবক ছুটীর পর ক্রীড়া ব্যায়াম প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। এই সময় একটী শিখ কোম্পানী বম্বা হইতে আমাদের সেনানিবাসে উপস্থিত হয়; এবং আমাদের নিকট ফুটবলে পরাজিত হইয়া কলহের সূচনা করে। ইহার পর কর্ণেলের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন সৈন্যদলের সহিত আমাদের ফুটবল খেলা বন্ধ হইয়া যায়।

রাত্রি ৯টার সময় 'রোলকল' হইত। আহারাদি তাহার পূর্ব্বেই শেষ করিতে হইত। রাত্রি ১০ টার পর আলো নিবাইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে হইত এবং রাত্রের পাহাড়া আরম্ভ হইত। কোনও অফিসার উপস্থিত হইয়া প্রতি রাত্রেই রোলকল সমাধা করাইতেন, এবং অর্ডালী অফিসার দেখিয়া যাইতেন যে আলো নিভানো হইয়াছে কিনা। মধ্যে মধ্যে কোনও রাত্রে কর্ণেল কিম্বা অন্য কোন অফিসার রাউণ্ডে বাহির হইয়া দেখিতেন, পাহাড়ার কাজ ঠিকভাবে চলিতেছে কিনা।

আলিপুর সেনানিবাসে মাসদুই অবস্থানের পর আমাদিগকে অবগত করান হয় যে আমাদের দ্বারা অ্যাম্বুল্যান্সের কাজ করান হইবে না। আমাদের একটী নৌ হাসপাতালে কার্য্য করিতে হইবে।

তখন খিদিরপুর ডকে 'বেঙ্গলী হসপিটাল ফার্ট' তৈয়ারী হইতেছে এবং আমাদের রেজিমেন্টের ব্যাক এই সময় B. H. T বা বেঙ্গল হস্পিটাল ট্রান্সপোর্ট নামে পরিণত হয়। কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দ্বারা ফীল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের কার্য্য না করাইয়া ক্লিয়ারিং হসপিটালের কার্য্য করানো। এইস্থানে ফীল্ড অ্যাম্বুল্যান্স ও ক্লিয়ারিং হসপিটাল প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে সমুদয় যোদ্ধা, যুদ্ধের উপকরণ এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দল বাস, শাসন কার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য তাহারা এক একটী নির্দ্দিষ্ট দলে বিভক্ত হয়। এ সম্বন্ধে এক একটি রেজীমেন্ট সর্ব্বাপেক্ষা প্রাথমিক দল বা ইউনিট্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে; এইরূপ তিনটি রেজিমেণ্ট লইয়া এক একটী বিগেড, এক একটী বিগেডের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য, একদল গোলন্দাজ একদল অশ্বারোহী, একদল রসদ প্রদানকারী, ইঞ্জিনিয়ার ও একদল অ্যাম্বুল্যান্স থাকে। এইরূপ তিনটী বিগেড্ বা চারিটী বিগেডে একটী ডিভিসন্ গঠিত হয়, এবং তাহার জন্য একটী করিয়া স্বতন্ত্র ডিভিসন্যাল তোপখানা প্রভৃতি থাকে এবং ক্লিয়ারিং হস্পিট্যাল ও ষ্টেশনারী হস্পিট্যাল প্রভৃতিও এক একটী ডিভিসনের শাসন অন্তর্ভুক্ত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যাটেলীয়ন, ডিভিসন, আর্ম্মিকোর প্রভৃতির প্রয়োজন অনুসারে একাধিক 'বেস হস্পিট্যাল' ও জেনারেল হস্পিট্যাল স্থাপিত হইয়া থাকে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, যে সমস্ত বিগেডের যোদ্ধারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে তখন আমরা তাহাদের পশ্চাদবর্ত্তী হইয়া আহতদের সংগ্রহ করিয়া ক্লিয়ারিং হস্পিটালে পাঠাইয়া দিব। ক্লিয়ারিং হস্পিটালের কার্য্য হইতেছে যে ফীল্ড অ্যাম্বুল্যান্স যে সকল আহত লইয়া আসে তাহাদের চিকিৎসার জন্য সফরের রাস্তার (Line of Communication) ধারে ষ্টেশনারী হস্পিট্যালগুলিতে পৌঁছাইয়া

দেওয়া। ফীল্ড অ্যাম্বুল্যান্স সাধরণতঃ যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে এক মাইল অথবা অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থান করে, এবং ঠিক যুদ্ধ ক্ষেত্রেও প্রবেশ করে। ক্লিয়ারিং হস্পিট্যাল যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ২।৩ মাইল দূরে অবস্থান করে এবং প্রকৃত যুদ্ধ দেখা তাহাদের ভাগ্যে হইয়া উঠে না। এইজন্য যখন আমরা শুনিলাম যে আমাদের দ্বারা হস্পিট্যাল ট্রান্সপোর্ট ও ক্লিয়ারিং হস্পিট্যাল গঠিত হইবে, তখন আমরা দলবদ্ধ হইয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট যাইয়া এ কার্য্যে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। আমাদের আপত্তির কারণ ছিল যে, কেবল মাত্র আহতের সেবা আমরা কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি যে কোন স্থানের সামরিক হাসপাতালে যোগ দিলেই করিতে পারি; যুদ্ধ দেখিতে পাইব না অথচ যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইব তাহাতে বিশেষ গৌরবের বিষয় নাই। যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতেই আমরা অস্ত্র ধারণের জন্য লালায়িত ছিলাম। যখন তাহা হইল না, তখন মাতুল হীনতা অপেক্ষা এক চক্ষু মাতুল থাকা ভাল, বিবেচনা করিয়া আগ্রহের সহিত অ্যাম্বুল্যান্সকোরে যোগ দিয়াছিলাম। এখন যখন তাহারও কোন সম্ভাবনা থাকিল না, তখন আমরা বিদেশে যাইতে ইচ্ছুক নহি। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী আমাদের আবেদন কর্ত্তৃপক্ষদের জানাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। জুন মাসে বেঙ্গলী হাস্পাতাল জাহাজের নির্ম্মান কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া যায়। একদিন জুন মাসে বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল তাহার নামকরণ অনুষ্ঠানের কার্য্য সমাধান করেন। সেদিন বেলা ৯টা হইতে আমাদের মার্চ পাষ্ট করিবার ধুম পড়িয়া যায় এবং বেলা ১টার সময়ে কুচ করিয়া আমরা সদলে কেল্লার সন্নিহিত প্রিন্সেপস্ ঘাটে উপস্থিত হই। আমাদের উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই কেল্লা হইতে ১৬ সংখ্যক রাজপুত রেজিমেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ষ্ট্রাণ্ড রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হয়। আমরা লাট সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য ঘাটের ফটকের পশ্চিমে দণ্ডায়মান হই। সেই অনুষ্ঠানে

কলিকাতার উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী ও দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। অনেকগুলি ইংরাজ ও বাঙ্গালী মহিলাও আগমন করিয়াছিলেন। বেলা ৪টার সময় লাটসাহেব গাড়ী করিয়া শরীর রক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া ঘাটে আগমন করিলেন। রাজপুত সৈন্যেরা বন্দুক উঠাইয়া তাঁহার সম্মান করিল। আমরাও সকলে একসঙ্গে পদদ্বয় একত্র করিয়া দাঁড়াইলাম। প্রখর রৌদ্রে ২ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকা বড় সোজা কথা নয়। লাটসাহেবের আগমনের কিছু পরেই দুইজন রাজপুত সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া আমাদের সম্মুখে পড়িয়া গেল। একজন ইংরাজ মহিলা হাসপাতাল জাহাজের গলুইতে একটী মদের বোতল আছড়াইয়া ভাঙ্গিলেন। লাটসাহেবের স্পর্শিত রজ্জুর টানে, জাহাজের নামের আবরণ খসিয়া পড়িল। "বাঙ্গালী" নাম দৃষ্টিগোচর হইল মাত্র মাস্তুলের উপর ইউনিয়ন জ্যাক তুলিয়া দেওয়া হইল। রাজপুত সিপাহীরা ও আমরা পুনরায় সামরিক প্রথা মত পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলাম। রাজপুতদের বাজনার সেলাম থামিয়া গেলে, সমবেত ভদ্র লোকেরা ও ভদ্র মহিলারা হসপিটাল ফ্ল্যাট দেখিতে গমন করিলেন। কেহ কেহ আমাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে আসিলেন, কিন্তু প্যারেড বলিয়া ওস্তাদ বাঘ সিং পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজনকে আমাদের সহিত কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিল। বেঙ্গলী হাসপাতাল বোটের নামকরনের সমারোহ প্রায় তিন দিন যাবৎ ছিল। বহু বাঙ্গালী ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক তাঁহাদের পরিবার বর্গকে লইয়া বোটটী দেখিতে আসিতেন। আমাদের সে কয়দিন কাজ ছিল তাঁহাদের প্রতি জিনিসটা বুঝাইয়া দেওয়া। ডিনামোতে কি কাজ করা হইবে, বরফের কল কিরূপে করিয়া ব্যবহার করা হয়, সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইল। অনেক ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের উৎসাহ দিতেন। আমাদের উৎসাহের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। বহুবৎসর পর আমরা বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রথমে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি; কিন্তু যে

তিন মাস আলিপুর ব্যারাকে ছিলাম, একমাত্র ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ও মিষ্টার গৌর্লে ব্যতীত কেহই একদিনের জন্যে ও আমাদের উৎসাহ দিতে আসেন নাই। লোকমান্য ও দেশপূজ্য ব্যক্তিগণ আমাদের উৎসাহ দিতে আসিলে আমরা যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতাম তাহা বলা বাহুল্য, ভাবপ্রবণ বাঙ্গালা দেশের নেতাদের মনে এই ভাবটী কেন জাগ্রত হয় নাই, তাহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

নামকরণ হইয়া যাইবার পর বাঙ্গালী হাসপাতাল বোটটী ডায়মণ্ড-হারবারে লইয়া যাওয়া হয়। বোটে চট্টগ্রামের ১৩ জন খালাসী, একজন ইউরোপীয় গানার, বা জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। ডায়মণ্ড হারবার হইতে একখানি R. I. M. S. এর জাহাজ সেটাকে টানিয়া লইয়া মেসোপটেমিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়। ৩।৪ দিন পরেই আমরা টেলিগ্রাফে খবর পাইলাম যে, বোটখানি ঢেউয়ের ধাক্কা সাম্‌লাইতে না পারিয়া মান্দ্রাজের উপকূলের নিকট জলমগ্ন হইয়াছে। বোটের খালাসীরা ঝড় উঠিলেই বড় জাহাজ খানিতে চলিয়া গিয়াছিল এবং 'বেঙ্গলী' ডুবিবার সময় তাহাতে কোন আরোহী ছিল না। এক সপ্তাহ পরে সকলেই কলিকাতা ফিরিয়া আসে। এই সংবাদ কলিকাতায় প্রচার হইবা মাত্র সকলে জাহাজ জলমগ্ন হওয়া সম্বন্ধে নানারূপ কাল্পনিক কারণ প্রচার করিতে আরম্ভ করে। ট্রামে অথবা রাস্তায়, কোন লোকের সহিত দেখা হইলে, প্রায়ই আমাদের জিজ্ঞাসা করা হইত যে কয়টী গোলার আঘাতে বোটটী জলমগ্ন হয়, আমাদের কয়জনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ইত্যাদি। কলিকাতাবাসীর মনে হইয়াছিল যে মুঃ এমডেন্ বুঝি জার্ম্মান্ যাদুকরের কৃপায় হঠাৎ সমুদ্র-গর্ভ হইতে পুনরুত্থান করিয়া বাঙ্গালা বোট গ্রাস করিয়াছে। এখনও অনেক শিক্ষিত ও পদস্থ লোক, দেখা ও আলাপ হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, বাঙ্গালী হাসপাতালে বোটের সহিত কয়জন জলমগ্ন

হইয়াছিল? যখন বলি আমাদের দলের কেহই বোটে ছিল না, তখন অনেকেই অবিশ্বাসের হাসি হাসেন। কেহ কেহ বোধ হয় মনে করেন লোকটা আদতেই দলে ছিল না।

যাহা হউক হসপিটাল ফ্ল্যাট জলমগ্ন হইবার পর সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলাম বুঝি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকেও কয়েকদিন যাবৎ বিমর্ষ দেখাইতে লাগিল। তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাফ্ করিলেন "যদিও বাঙ্গালী বোট জলমগ্ন হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালীরা এখনও ভাসিয়া আছে"। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ও কর্ণেল নট উভয়েই সিমলা গমন করিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমরা শুনিলাম যে, আমাদের অভিলষিত অ্যাম্বুলান্স কোরই আমাদের দ্বারা গঠিত হইবে; এবং আমাদের একটী ষ্টেশনারী হাঁসপাতাল মেসোপটেমিয়ায় স্থাপিত হইবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ময়দানে আমাদের আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন যে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে; এখন আমাদের আত্মপরিচয় সমস্ত জগদ্বাসীকে দিতে হইবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেহ ফিরিয়া যাইতে চাও? সকলে একতানে বলিয়া উঠিলাম না, না। তাহার পর ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর সেই ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া ও সম্রাটের জয়ধ্বনি করিয়া আমরা ব্যারাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর সেই জ্বলন্ত দেশভক্তিসূচক কথা যেন এখনও কাণে শুনিতেছি। বক্তৃতা ব্যবসায়ী নেতার ও এই প্রকৃত দেশভক্তের প্রাণোন্মাদকারী বক্তৃতার অনেক প্রভেদ।

(৩)

যাত্রা

কর্ণেল নট সিমলা হইতে আমাদের দল সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন সূচক পেটেণ্ট বা পাঞ্জা লইয়া আসিলেন। তাহাতে বাঙ্গালী চারিজন ডাক্তারের প্রতি সম্রাটের কমিশন ও চারিজন সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের জন্য ভারতীয় কমিশন দেওয়ার কথা ছিল। তাঁহারা সকলে তাঁহাদের পদমর্য্যাদা সূচক তারকাচিহ্ন স্কন্ধে পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনজন হাবিলদার, তিনজন নায়েক ও চারিজন লান্স নায়েক নিযুক্ত হইল। এবং দলের অন্যান্য সকলকে ফাষ্ট ক্লাস প্রাইভেট ও সেকেণ্ড ক্লাস প্রাইভেটের পদ দেওয়া হইল। অ্যাম্বুল্যান্সের কার্য্যে নিযুক্ত অন্য ভারতীয় দলগুলিকে নন কম্বাটাণ্ট ডুলি বেহারার পদ দেওয়া হয়, কিন্তু বাঙ্গালী যুবকদের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোরকে কম্বাটাণ্ট পদবী দেওয়া হয় এবং সিপাহীর অন্যান্য অধিকার ও সম্মানের অধিকার এই পেটেণ্টের বলে বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোরের প্রাপ্য হয়।

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস যাবৎ আমাদের প্যারেড বন্ধ থাকিল। প্রাতে ও মধ্যাহ্নে আমরা আমাদের আবশ্যক জিনিষপত্র বাক্স বন্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। বৃহৎ বৃহৎ বাক্সগুলিতে ডাক্তার খানার সরঞ্জাম, আমাদের ইউনিফর্ম, রোগী পরিচর্য্যার জিনিষগুলি বন্ধ করা হইল। অসংখ্য মেডিক্যাল প্যানিয়র ও হাজোয়ার আফিস গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল।

এই সময় প্রায় একশত জন 'ক্যাম্প ফলোয়ার' ভর্ত্তি করিয়া নেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে পাচক, ধোবা, নাপিত, মিস্ত্রি, মেথর প্রভৃতি থাকিল।

২৯শে জুন প্রাতঃকালে বিদায় প্যারেড হইয়া গেল। দলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং কর্ণেল নট ও আমরা সকলে সে প্রার্থনায় যোগ দিলাম। সেদিন সকলেরই আত্মীয় স্বজন আসিয়া তাহাদের পুত্র ভ্রাতাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে একটী কবিতায় আশীর্ব্বাদ করিলেন, কবিতাটী তাঁহার স্বরচিত।

বেলা ১২টার সময় ঢাকা হইতে দুইজন মালবাহী হাবিলদার আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করিল। ইহারা Pack store Havildar এর কার্য্য করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে যাইতে আসিয়াছে। হাবিলদার বাঘসিং ও আর একজন রাজপুত হাবিলদারও এই কার্য্যের জন্য আমাদের সঙ্গে যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইল।

ইহার পূর্ব্বদিন আমাদের সমুদায় ভারী লগেজ ও হাসপাতালের বাক্সগুলি বোম্বাই রওয়ানা হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের ভার লইবার জন্য লেফ্‌টেনেণ্ট চাটার্জ্জি ও নায়েক সৌরিন্দ্র কুমার মিত্র তাহাদের সঙ্গে গিয়াছেন।

আমরা অতিপ্রাতেই আমাদের জিনিষপত্র, ট্রান্সপোর্ট বলদের গাড়ীতে করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে রওয়ানা করিয়া দিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই সকলে বাঙ্গালা দেশে শেষ দিনের মত আহার করিয়া লইলাম। বেলা তিনটার সময় পূর্ব্ব আদেশ মত সফরের পোষাকে ময়দানে উপস্থিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তী ট্রাম লাইনের ধারে পৌঁছিলাম। সমবেত সেনানিবাসের সৈনিকেরা ও রাস্তার পাশের হিন্দুস্থানী দোকানদারেরা "কালী মায়িকী জয়" বলিয়া আমাদের যাত্রা করাইয়া দিল।

৮টা ৩০ মিনিটে তিনখানা রিজার্ভ ট্রাম আসিয়া উপস্থিত হইলে আমরা সেগুলিতে আরোহণ করিয়া হাওড়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম। টালিগঞ্জের পুল পার হইবার পর ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর মোটর আমাদের সহিত যোগদান করিল। আমরা তখন প্রাণ খুলিয়া দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের "আমার জন্মভূমি" গান গাহিতেছিলাম। সেদিন যেন আমাদের নিকট ময়দানের গাছগুলি ও তৃণরাজি অধিক সবুজ ও কোমল বোধ হইতেছিল, আকাশের নীলিমা যেন সেই প্রথম উপলব্ধি করিলাম। "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি" গাহিবার সময় আমাদের কণ্ঠ গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মোটরে বসিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছিলেন। এসপ্লানেড পার হইয়া হাওড়া অভিমুখে ট্রাম ছুটিল। বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের ন্যায় আমাদের অভিনন্দনের পালা ছিল না। রাস্তার লোকেরা কেবল সিপাহীর পরিচ্ছদধারী এতগুলি লোককে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলিতে শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। খাকার সহিত 'বন্দেমাতরম্' এর সম্বন্ধ সেই প্রথম স্থাপিত হইল। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের ভীড় লাগিয়া গিয়াছে। একটী সংকীর্ত্তনের দল 'আমার দেশ' গাহিতেছিল। আমাদের কিট্ ব্যাগ বা জিনিষপত্রের থলিগুলি ব্রেকে উঠাইয়া দিয়া, আমাদের যে তিনখান সম্পূর্ণ গাড়ী রিজার্ভ লওয়া হইয়াছিল তাহাতে আরোহণ করিলাম। কর্ণেল নট মালাবিভূষিত হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজনের আশীর্ব্বাদ ও শুভ ইচ্ছা লইয়া বন্দেমাতরম ধ্বনির ভিতর বম্বে মেল বেঙ্গল নাগপুর লাইন দিয়া ছুটিয়া চলিল।

সারা পথে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর আয়োজন মত প্রচুর মিষ্টান্ন আমাদের কামরায় উঠিতে লাগিল। চন্দন নগরের বোস মহাশয় বহু সংখ্যক টিনের কৌটায় করিয়া মিষ্টান্ন উপহার দিলেন। বম্বে

পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমাদের অরুচি উপস্থিত হইল। সম্বলপুর ষ্টেশনে স্যার বিপিন কৃষ্ণ বসুও আমাদের জন্য বহু মিষ্টান্ন গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

পরদিন সমস্ত দিন ধরিয়া বম্বে মেল মধ্য ভারতের কৃষ্ণ বর্ণ ভূপৃষ্ঠ দিয়া চলিতে লাগিল। প্রতি ষ্টেশনেই মারোয়ারী ভদ্র লোকেরা আসিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বন্দোবস্ত মত আহার যোগাইতে লাগিলেন।

১লা জুলাই ভোর বেলায় বোম্বে নগরে পৌঁছিলাম। সমুদ্রের বন্যায় নগরের চারিদিক জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। আমাদের ট্রেনখানি যেন হ্রদের উপর দিয়া চলিতেছে বোধ হইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী সুবৃহৎ ভিক্টোরিয়া টার্ম্মিনাস ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

সামরিক বিভাগ হইতে আনীত মোটর লরি বোঝাই হইয়া আমরা আলেকজান্ড্রা ডকে উপস্থিত হইলাম। অফিসারেরা তাজমহল হোটেলে চলিয়া গেলেন।

১লা জুলাই (১৯১৫) তারিখ আমরা বোম্বাই পৌঁছিলাম, মোটর লরি সহরের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টার ভিতর আলেকজান্ড্রা ডকে উপস্থিত হইলাম। এই ডকটি তখন সম্পূর্ণভাবে সামরিক বিভাগের কাজের জন্য লওয়া হইয়াছিল। তখনও মোরন্ লাইন্স নামক ছাউনি প্রস্তুত হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে যে সিপাহীরা বিদেশে অভিযান করিত তাহারা ডকেই ২।১ দিন থাকিয়া পরে জাহাজে আরোহণ করিত। আমাদের জন্য গুদাম ঘরের একটী দোতালা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সেটীকে একটী ছোট খাট পাড়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাঠের মেঝের উপর আমরা নিজেদের কম্বল বিছাইয়া প্রত্যেকের স্থান ঠিক করিয়া লইলাম। আমাদেরই একপার্শ্বে ক্যাম্প ফলোয়ারের দল আড্ডা স্থাপন করিল এবং অন্য পার্শ্বে আমাদের

জমাদারেরা ও ভারতীয় ফৌজের প্রেরিত ডাক্তার সুবেদার করমচাঁদ আড্ডা গাড়িলেন।

ইহার কিছু পরেই মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং এই বৃষ্টি আমরা যে কয়দিন বোম্বায়ে ছিলাম সে কয়দিন অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতেছিল। প্রায় ৯ ঘটিকার সময় মোটরে করিয়া কর্ণেল নট্ ও অফিসারেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আমাদের যে ভারী লগেজগুলি আসিয়া পৌঁছিয়া ছিল সেগুলি তখন বৃষ্টিতে ভিজিতে ছিল। আমরা সকলে মিলিয়া সেগুলি গুদামের নীচে সরাইয়া রাখিলাম। বোম্বাই না পৌঁছান পর্য্যন্ত মোট বহা প্রভৃতি কাজ আমরা কুলি দিয়া করাইয়া ছিলাম। কিন্তু বম্বে হইতে সৈনিক জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ ফেটিগ ডিউটি অথবা মুটের কার্য্য আমাদের আরম্ভ হইল। আমাদের মোটগুলি আলিপুর হইতে হাওড়া পৌঁছাতে কেবল মাত্র কুলীর মজুরী স্বরূপ প্রায় দুইশত টাকা দিতে হইয়াছিল। ইহা হইতেই মোটের সংখ্যা ও গুরুত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। পরিচ্ছন্নতা, পায়খানা, অর্ডারলি অফিসার, ও অর্ডারলি এন্ সি ও প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া কর্ণেল নট চলিয়া গেলেন। কামসারিয়েটের লোকেরা আমাদের দৈনিক খোরাক ডা'ল, আটা, ঘি ও লকড়া লইবার জন্য আহ্বান করিল। সে বৃষ্টিতে কোথায় চুলা প্রস্তুত করিয়া ডাল, রুটী পাকান হইবে, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছি, এমন সময় সংবাদ আসিল যে আমাদের জন্য গোয়ানিজ কণ্ট্রাক্টার আসিয়া ভাত ও মাংসের কারি উপস্থিত করিয়াছে। এই ব্যবস্থায় আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম।

সেদিন বৈকালে অনুমতি লইয়া এক একটা দল সহর দেখিতে বাহির হইয়া গেল। ডকের ফটক পার হইয়া যেই বাহিরে আসিয়াছি অমনি একদল ছোকরা তস্বীর বিক্রয় করিতে আসিল। কলিকাতার প্রকাশ্য স্থানে এরূপ কুৎসিৎ ছবি বিক্রয় করা সম্ভব পর নয়! আমরা

বাহিরে আসিয়া ভিক্টোরিয়া নামক ছোট ফিটনে করিয়া সেখানকার মিউনিসিপাল মার্কেটে উপস্থিত হইলাম। আয়তনে কলিকাতা অপেক্ষা অনেক ছোট বলিয়া বোধ হইল। দেওয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা ধূম পান নিষেধ, বোম্বাইতে এ বিষয়ে কড়া আইন। মার্কেট হইতে বাহির হইয়া ট্রামে উঠিয়াছি, এবং নবক্রীত সিগারেট কেবল মাত্র ধরাইয়াছি এমন সময় কণ্ডাক্টর আসিয়া দেখাইল, ট্রামের গায়ে "ধূম পান নিষেধ" লেখা আছে। সিগারেট ফেলিয়া দিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পাশে তাকাইয়া দেখি যে একজন অষ্ট্রেলিয়ান রেড ক্রসের লোক হাসিতেছে। বুঝিতে পারিলাম লোকটী ভুক্তভোগী। ট্রামে মাত্র একখানি করিয়া গাড়ী বলিয়া মনে হইতেছে। টিকিটের টানস্ফার স্লিপ নাই। ট্রামে প্যাটেল নামক কল কারখানার অঞ্চলে উপস্থিত হইলাম। এ জায়গাটী কলিকাতার মিল অঞ্চল অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার বোধ হইল। পথে একটী দৃশ্য ক্রমাগত দেখিতে লাগিলাম যে সন্ধ্যা সমাগমে নৈবেদ্যের থালা হাতে করিয়া দলে দলে সুপরিচ্ছদ পরিহিতা গুজরাটি ও মহারাষ্ট্রী মহিলাগণ মন্দিরে যাইতেছেন। এখানকার লোকেরা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বেশ ভদ্র বলিয়া বোধ হইল। সকলে স্ত্রীলোকদিগকে রাস্তা ছাড়িয়া দিতেছে এবং আমাদের দেশের ন্যায় একটী লোককেও হাঁ করিয়া তাকাইতে দেখি নাই। আমাদের দলের দিকে কয়েকটী ভদ্রলোক তাকাইয়া ছিলেন। আমরা মহিলাদিগকে সম্ভ্রমের সহিত রাস্তা ছাড়িয়া দিলাম দেখিয়া তাঁহারা আমাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। আমরা কলিকাতা বাসী এবং সংবাদ পত্রে দৃষ্ট কেবল আয়র্ল্যাণ্ডের লোক শুনিয়া অনেকেই আলাপ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অদ্ভুত পরিচ্ছদ দ্বারা একজন পুলিশ কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল যে বাঙ্গালীরা ধোতি ছাড়িয়া খাকী পরিধান করিল কেন? রাত্রি ৯টার সময় ডকের ফটক বন্ধ হইবে এবং রেজিং

টপকাইতে গেলে শাস্ত্রীর গুলি খাইতে হইবে মনে করিয়া আমরা তাহাদের ভদ্র এবং সকৌতুক আলাপ ক্ষান্ত করিয়া ডকে প্রত্যাবর্তন করিলাম। একটি দলের তিন জন যুবক মোটরে করিয়া বহুদূর গিয়াছিল, তাহারা ১০টার সময় ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত রাত্রি গার্ডরুমে কাটাইতে বাধ্য হয়। পরদিন সকালে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

রাত্রে গোয়ানিজ খানা খাইয়া বম্বেতে প্রথম রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন ভোরবেলায় কয়েকজনে তাজমহল হোটেল দেখিতে গেলাম। হোটেলটী ইউরোপীয় প্রথায় চালিত, তাহা বলা বাহুল্য। সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত কক্ষরাজি, বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট, লাইব্রেরী প্রভৃতি দেখিয়া এবং আমাদের অফিসার দিগের নিকট বিদায় লইয়া ডকে ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত সহরে কোথাও একটী বাঙ্গালীর সহিত দেখা হইল না। শুনিলাম একদল বাঙ্গালা স্বর্ণকার ব্যতীত বোম্বাই বাজারে কোন বাঙ্গালীর দোকান নাই। বৈকালে মোটর যোগে মালাবার হিল নামক অঞ্চলটী ঘুরিয়া আসিলাম। বোম্বাইয়ে লাট সাহেবের প্রাসাদ এই মালাবার হিলের উপর। অসংখ্য তরুরাজি বেষ্টিত গিরিশ্রেণীর পাশদিয়া প্রশস্ত লাল রাস্তা চলিয়া গিয়াছে বাম পাশে মৌসুমী ঝটিকা বিক্ষুব্ধ ধূসর উর্ম্মিমালা শোভিত আরব সাগরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বেলাভূমির নিকট অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে সারি সারি বেঞ্চ রাস্তার ধারে রাখা হইয়াছে। স্থলে পাহাড় বৃক্ষ প্রভৃতি থাকায় সমুদ্রের শোভা এস্থানে পুরীর সৈকত ভূমি অপেক্ষা অধিক রমনীয় বোধ হইল।

বোম্বাইয়ের 'হালুয়া শোভন' খাইয়া ও মালাবারের সমুদ্রের দৃশ্য দেখিয়া তিনদিন কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিনে শুনিলাম উপযুক্ত ট্রান্স্‌পোর্টের অভাবে মান্দ্রাজ হস্পিটাল ষ্টীমারের অধ্যক্ষেরা আমাদিগকে

বসরা পৌছাইয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন। ৬ই জুন ভোর বেলা হইতে আমাদের জিনিষপত্র কাপিকদের সাহায্যে ষ্টীমারের খোলে নামাইয়া দিলাম। ৫টার সময় ষ্টীমারের সম্মুখে সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইলাম। বৈকালে ৬টার সময় পরিষদ পরিবেষ্টিত হইয়া লর্ড ওয়েলিংডন আমাদের বিদায় দিতে আসিলেন। কয়েকজনের সহিত বাক্যালাপ করিয়া কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের গুর্খা টুপী দেওয়া হইয়াছে কেন? কর্ণেল সাহেব বলিলেন যে বাঙ্গালা দেশ খুব সবুজ অর্থাৎ বৃক্ষাদির জন্য সেখানে ছায়ার অভাব নাই সেই জন্য বাঙ্গালীদের কোন জাতীয় মস্তকাবরণ না থাকায় ইহাদিগকে গুর্খা টুপী দেওয়া হইয়াছে, কারণ নেপাল বাঙ্গালার প্রতিবেশী। কর্ণেল সাহেব বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে গুর্খা হ্যাট বলিয়া পরিচিত টুপি গুর্খাদেরও নিজস্ব নয়। তাহা অষ্ট্রেলিয়া অথবা মেক্সিকো (Mexico) হইতে আমদানি।

৭ই জুন ভোর বেলায় ষ্টীমার ছাড়িল একটী ক্ষুদ্রকায় Tug বিরাটকায় ষ্টীমারখানিকে জেটির মধ্য হইতে টানিয়া বাহির সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। আমাদের বন্দেমাতরম ধ্বনি ও ডকের অন্যান্য দেশীয় পল্টনের উচ্চারিত বিদায় জয়ধ্বনির মধ্যে ষ্টীমার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

সমুদ্র বক্ষে

৭ই জুন ভোর বেলায় আমাদের ষ্টীমার ছাড়িল। যুদ্ধে সাহায্যের জন্য মান্দ্রাজ বাসীরা "পি, অ্যাণ্ড ও" কোম্পানীর এই জাহাজ খানি দুই বৎসরের জন্য ভাড়া করিয়া ইহাকে হাঁসপাতাল জাহাজে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় ১০০০ রোগীর জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সর্ব্বোচ্চ ডেকে অফিসারদের থাকিবার স্থান। তাহার পর নীচের তিনটী তলায় সৈন্যদের থাকিবার স্থান। অপেক্ষাকৃত আরামে আসিতে পারিবে বলিয়া ডেকের উপর সারি সারি Rocking bed বা দোলনা বিছানা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সমুদ্রের ঢেউএ জাহাজখানি বেশী দোলিলেও আহত ও রোগীদের সেজন্য বিশেষ কষ্ট হইবে না। জাহাজ যতক্ষণ বাহির সমুদ্রে পৌঁছায় নাই, ততক্ষণ জাহাজের চীফ অফিসার আমাদের কিরূপে সমুদ্র পীড়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। লোকটী স্কটল্যাণ্ডবাসী ও বেশ আমুদে। তাহার কথিত প্রধান উপায়টী ভরপেটে আহারাদি খাইয়া দূর সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকা। জাহাজের বুড়া ষ্টুয়ার্ড (খানসামা) বলিল, সোডার সহিত হুইস্কি খাও, ইহাতে তোমাদের ভিতরের দোষ কিছুই হইবে না। যাহা হউক সমুদ্রে পড়িবা মাত্র জাহাজখানির দোলনে অনেকে শয্যাশায়ী হইলেন। তিনদিন পীড়িত থাকিয়া চতুর্থ দিনে সকলে "ফোরক্যাস্‌লে" বা সম্মুখ ভাগের অনাবৃত ডেকে আসিয়া গায়ে হাওয়া লাগাইলেন।

ষ্টীমার খানাতে কয়েকজন ইংরাজ ডাক্তার, কয়েকজন মান্দ্রাজী ডাক্তার ও কয়েকটী মান্দ্রাজী মেডিক্যাল কলেজের স্বেচ্ছাসেবক

উপস্থিত ছিলেন এবং ইহা ব্যতীত প্রায় জন কুড়ি ইংরাজ নার্স বা শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন। বসরা বেস্ হস্পিটাল হইতে যে সৈন্যদের রোগের জন্য বা আঘাতের জন্য অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করা হইত তাহাদের ভারতবর্ষে ফিরাইয়া লইয়া আসা হইত। মাদ্রাজ হস্পিটাল শিপ্ এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত ছিল। কখনও মেসোপটেমিয়ায় কখনও পূর্ব্ব আফ্রিকায় যাইয়া রুগ্ন সৈন্যদিগকে ভারতবর্ষে লইয়া আসিত।

জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যান্ত আমরা কোথায় যাইতেছি তাহার ঠিক খবর জানা যায় নাই। সমুদ্রে পৌঁছাইয়া দিয়া যখন পাইলট্ জাহাজ হইতে নামিয়া যায়, তখন যুদ্ধকালীন ব্যবস্থামত কাপ্তেন সাহেব সরকারী শীলমোহর করা ব্যবস্থা পত্র খুলিয়া নির্দ্দেশ মত বসরা অভিমুখে জাহাজ চালাইলেন।

মনসুনের পূর্ণ প্রকোপ বলিয়া সমুদ্র সে সময় অতিশয় বন্ধুর ছিল। অবিরাম ঢেউয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইদিকেই শুধু কৃষ্ণবর্ণ অসীম জলরাশির উদ্দাম নৃত্য। ঢেউগুলি একটীর পর একটী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বদিকে ছুটিতেছে। সে শ্রেণীরও অন্ত নাই, যতদূর দৃষ্টি চলে, চক্রবাল রেখার প্রান্ত হইতে জাহাজের খোল পর্য্যন্ত কেবলই শুভ্রফেণশীর্ষ তরঙ্গের শ্রেণী। জাহাজ বামে দক্ষিণে তুলিতে দুলিতে লাফাইয়া লাফাইয়া ঢেউগুলি অতিক্রম করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একটা ঢেউ আসিয়া জাহাজের অনাবৃত ফোর ক্যাসেলের উপর দিয়া যাইতে লাগিল।

আরব সাগরে যে পাঁচদিন থাকিতে হইল, সে কয়দিন এই অবিশ্রান্ত ঝড়ের মধ্যদিয়া জাহাজ চলিল। প্রথম তিন দিন সমুদ্র পীড়ার জন্য কাহারও আহার করিবার সামর্থ্য ছিল না। আমাদের দলের 'ওল্ড সেলর' ডাক্তার বাগ্চীর উপদেশ মত তেঁতুল ও গুড় সহযোগে ভিজা চিড়া খাইয়া সকলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম। তিন

দিন পরে সকলে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। আমাদের দলের আর একজন 'ওল্ড সে'লর' কয়েকবার হংকং গিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তিনি জাহাজ বসোরায় নঙ্গর করিবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত শয্যাত্যাগ করিতে পারিলেন না। ডাক্তার বাগচী যখন তাঁহার বিছানার নিকট আসিয়া উপহাস করিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে "এযে আরব সাগর, এতো প্রশান্ত সাগর নয়।"

জাহাজের ষ্টুয়ার্ড বা সর্দ্দার খানসামাটী এ সময় আমাদের বড় উপকার করিয়াছিল। সে প্রকাণ্ড একটী জগে করিয়া লেবুর সরবৎ লইয়া আসিয়া আমাদের বিতরণ করিত এবং আমরা সুস্থ হইয়া উঠিলে সগৌরব জাহাজের খানা খাওয়াইত। লোকেটার মুখে ইংরাজী শুনিয়া আমরা তাহাকে গোয়ানিজ ভাবিয়াছিলাম কিন্তু আমরা যেদিন বসোরায় নামিয়া যাইব সেদিন সে আমাদের সিগারেট বিক্রয় করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "ওরে ছোড়ারা, বেশী খেজুর খাস্‌নি ফোড়া হবে।" তখন আমাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য বলিল, সে বাঙ্গালী, খিদিরপুরে তাহার বাড়ী। জাহাজের বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারটিও বাঙ্গালী ছিলেন।

স্থলে সৈন্য নিবাসের ন্যায় জাহাজেও রাত্রি নটার সময় বিউগল বাজাইয়া আলো নিবাইয়া দেওয়া হইত। কেবল জাহাজের দুই পাশে দুইটী বড় বড় রেড্‌ক্রশ চিহ্নের উপর তীব্র আলো জ্বলিত। পাছে শত্রুর সাবমেরিন অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া টর্পীডো ছোড়ে সেই জন্যই হাসপাতাল জাহাজের চিহ্ন রেডক্রশ দুইটী আলো জ্বালাইয়া দেখান হইত।

সপ্তদিন জাহাজ ওমান উপসাগর অতিক্রম করিয়া অরমুজ প্রণালী বাহিয়া পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করিল। এদিকে মনসুনের বাতাস নাই বলিয়া সমুদ্র একেবারে সমতল। আরব সাগরের জল দেখিতে

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও নিকটে গাঢ় নীলবর্ণ, পারস্য উপসাগরের জল ঈষৎ হরিদ্রাভ ও জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ। আরব সাগরে যে উড়ুক্ক মাছের ঝাঁক দেখা যাইত, এখানে তাহারা অদৃশ্য হইল।

পারস্য উপসাগরে পড়িয়াই অতিশয় গরম অনুভব করিতে লাগিলাম। বামে আরবের ধূসর রৌদ্রদগ্ধ তটভূমি ও ডাইনে বহুদূরে পারস্যের সুনীল পর্ব্বত শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সপ্তম দিবসে পারস্য উপসাগর ত্যাগ করিয়া সট্-এল-আরব বা টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর সম্মিলিত প্রবাহের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নদীতে জল অগভীর বলিয়া সট্এল আরবের মুখ হইতে বসরা পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য অষ্ট্রীয়ানদের একখানি Prize ship বা কয়েদকরা জাহাজ "ফ্রজ ফার্ডিনাণ্ড" উপস্থিত হইল। এই দ্বিতীয় জাহাজখানিতে প্রায় পাঁচশত রুগ্ন দেশীয় সিপাহী ছিল। আমরা তাহাদের ষ্টেচারে করিয়া মান্দ্রাজ হাসপাতাল জাহাজে উঠাইয়া দিলাম।

১৬ই জুলাই ভোর বেলায় মান্দ্রাজ জাহাজ নঙ্গর তুলিল। কর্ণেল নট বাঙ্গালা দেশের পক্ষ হইতে মান্দ্রাজ জাহাজের অধ্যক্ষ Colonel Giffard (গিফার্ড) এর নিকট মান্দ্রাজ বাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। আমরা মান্দ্রাজ জাহাজের আতিথেয়তার জন্য তিনবার জয়ধ্বনি করিলাম এবং নিজেরাও নঙ্গর তুলিয়া বসরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

কিছুদূর আসিয়া দেখিলাম যে নদীর গর্ভে তিনখানি সমুদ্রগামী জাহাজ নিমজ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদের জাহাজের একজন গোরা সৈনিক বলিল যে তুর্কীরা হটিয়া যাইবার সময় এগুলি জলমগ্ন করিয়াছে, উদ্দেশ্য পশ্চাৎ ধাবমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কোয়াড্রণ বা পূর্ব্ব ভারতীয় মাণোয়ারী জাহাজগুলির গতিরোধ করা। এখন এই ষ্টীমারগুলিকে সরাইয়া নদীর উত্তর পারে রাখা হইয়াছে। সট্ এল

আরব নদীর প্রসার প্রায় দেড় মাইল হইবে। নদীর অপর পার বা উত্তর পার ইরাণ বা পারস্যের অন্তর্গত।

বেলা প্রায় তিনটার সময় বসরা পৌঁছিলাম। সাটেল আরবের মুখ হইতে বসরা পর্য্যন্ত দুই পাশের দৃশ্য প্রায় বাঙ্গালা দেশের মত। নদীর দুইধারে ছোট ছোট গ্রাম, ঘরগুলি মাটির নির্ম্মিত। প্রধান উল্লেখযোগ্য দৃশ্য নদীর উভয় পার্শ্বের ঘন খেজুর গাছের বাগান। এক খেজুর গাছ ভিন্ন অন্য কোনও গাছ দৃষ্টিগোচর হইল না। এই পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে উভয়পার্শ্বে কেবল মাত্র সুদীর্ঘ ও সুপুষ্ট খেজুর গাছই দেখিতে পাইলাম।

বসরার যেস্থানে আমাদের জাহাজ থামিল তাহার সম্মুখে অসংখ্য সেনানিবাস ও হাঁসপাতাল দেখিলাম। নদীর ধারে এই স্থানটীকে ‘আসার’ বলে, পুরাতন বসরা ইহা অপেক্ষা দুই মাইল দূরে ভিতরের দিকে অবস্থিত। সে রাত্রে আমাদের জাহাজে বাস করিবার হুকুম হইল।

বসরা নিম্ন মেসোপটেমিয়ার বা ইরাকের একটী প্রধান সহর। প্রায় ২০ হাজার অধিবাসী বসরা সহরে বাস করে। মেসোপটেমিয়া আক্রমণ করিবার ভার ৬ষ্ঠ সংখ্যক পুণা বাহিনীর উপর পড়িয়াছিল। পূর্ব্বভারতীয় নৌবহরের তোপের আড়ালে প্রথম ব্রিগেডটী জেনারেল ডিলা মেইনের নেতৃত্বে ‘ফাও’ নামক স্থানে [illegible] করে এবং ঘণ্টাকয়েক যুদ্ধের পর স্থানটীকে অধিকার করিয়া লয়। এখানে তুর্কীদের একটী ফাঁড়ি বা [illegible] ছিল। কয়েকদল সৈন্য, একটি তোপখানা ও একটি টেলিগ্রাফ্ আফিস্ এখানে অবস্থান করিতেছিল। ইহার পর ডিভিসনের অন্য দুইটী ব্রিগেড্ ফাওতে অবতরণ করে এবং ছোট খাট আর কয়েকটী যুদ্ধের পর বসরা হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে সাইব নামক স্থানে তুরস্কের বাহিনীর সহিত তিনদিন ঘোর যুদ্ধের পর

জেনারেল ব্যারেট বসরা অধিকার করিয়া লয়েন। এই ষষ্ঠ সংখ্যক বাহিনীর নেতা জেনারেল টাউনসেণ্ড। ইঁহার অধীনে ডিলামেইন, হাটন প্রভৃতি কয়েকজন অধিনায়ক ছিলেন। ইহা ব্যতীত, একটী আর্টিলারি ব্রিগেড্ ও ক্যাভালরি ব্রিগেড্ এই অভিযানে যোগ দিয়াছিল। বসরা অধিকার করিবার কিছু পরে ব্যারেট ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং দক্ষিণ ভারতের সেনাপতি জেনারেল নিক্সন (Nixon) মেসোপটেমিয়ার প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত হন।

আমরা যে সময় বসরা পৌঁছি, সে সময় আক্রমণকারী বাহিনীর অগ্রগামী দল কুরণার যুদ্ধে তুর্কীদিগকে পুনর্ব্বার পরাজিত করিয়া টাইগ্রিস নদীর বাম পার্শ্বস্থ 'আমারা' সহর অধিকার করিয়াছে। আমারায় একটী ষ্টেশনারী হাস্পিটাল স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমাদের আমারায় অগ্রসর হইবার আদেশ দেওয়া হইল। ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাহিনী টাইগ্রীসের পথে তুরস্কের পশ্চাদ্গামী সৈন্য দিগকে আক্রমণ করিতেছিল এবং জেনারেল গোরিঞ্জ (Gorringe) ও ইউফ্রেটিসের পথে তাহাদিগকে পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন।

বৈকালে মেডিক্যাল বিভাগের ডিরেক্টর সার্জ্জন জেনারেল হ্যাথাওয়ে আসিয়া আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

পরদিন ভোর বেলায় লেপ্টেনাণ্ট গুপ্তের অধীনে নৌকাযোগে আমরা তীরে অবতরণ করিলাম এবং আসারে খানিকটা বেড়াইয়া আসিলাম। বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশের ন্যায় আসার অনেকগুলি খালের দ্বারা বিভক্ত, এ খালগুলি অধিকাংশই কৃত্রিম, খেজুর বাগানে জলের বন্দোবস্ত করিবার জন্য এগুলি কাটা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খাল আসার ক্রীক্, বসরা সহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই খালটিই আসার এবং বসরার প্রধান রাজপথ বলা যাইতে পারে। অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা খালদিয়া যাতায়াত করিতেছিল।

কোনটিতে তরমুজ ও কুটি বোঝাই, কোনটিতে গ্রাম্য বেদুইন রমণীরা দুধ ও দই লইয়া যাইতেছে, কোনটিতে আবার রেশমী কাপড়ে রঙের বাহার তুলিয়া ইহুদী পুরুষ ও রমণীরা যাত্রা করিয়াছে।

আমরা আসার ক্রাক্ হইতে দক্ষিণ দিকে একটী ছোট গ্রামের মধ্যে আসিলাম এবং একটি খেজুর বাগানের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এখানকার খেজুর গাছগুলি দেখিতে আমাদের দেশের নারিকেল গাছের ন্যায় বড় এবং পাতাগুলি দীর্ঘ ও পুষ্ট। গাছের উপরের অপক্ক খেজুরগুলি আমাদের দেশের নারিকেলী কুলের ন্যায় বড় বড় ও পরিপুষ্ট। গাছের অপক্ক ফলগুলির প্রতি এতগুলি লোককে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া একটী বৃদ্ধ একটি ছোট চাঙ্গারিতে কতগুলি পাকা ফল আনিয়া আমাদের বিতরণ করিল। খেজুর গাছই ইরাকের গৃহস্থের প্রধান অবলম্বন বলিয়া দখলকারী সৈন্যগণের হস্ত হইতে সেগুলি রক্ষা করিবার জন্য সাময়িক কর্তৃপক্ষ প্রতি রেজিমেণ্টে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, খেজুর গাছ হইতে ফল পাড়িলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

ষ্টীমারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমরা কেহ কেহ পুনরায় ছোট বাল্লাম বা নৌকাযোগে আসার বাজারে বেড়াইতে গেলাম। আসার সহরের রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু বেশ পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে রৌদ্রদগ্ধ ইষ্টকের গৃহ ও দোকান। দোকানের অধিকারী প্রায়ই ইহুদী। কাপড়ের দোকান গুলির মালিক আরব দেশীয় বলিয়াই বোধ হইল। বাজারে মাছ তরকারী প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে বিক্রেতা সকলেই গ্রামবাসী বেদুইন কিংবা নদীর উত্তর পারের ইরাণী। দুগ্ধ, দধি, গৃহ প্রস্তুত চীজ প্রভৃতি রমণীরা বিক্রয় করিতেছে। বৃহৎ ও স্থায়ী দোকানের মালিকগণ প্রায়ই হিন্দি বলিতে পারে। মেসোপটেমিয়ায় বাণিজ্য বোম্বাই ও করাচী হইতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ

করিয়া হয়, এবং ব্যাপার উপলক্ষে প্রায়ই, বোম্বাই যাইতে হয় বলিয়া বসরার সওদাগরেরা অনেকেই হিন্দি বলিতে পারে। পারস্যের বহির্বাণিজ্যও বোম্বাই ও করাচী হইতে প্রসারিত।

কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আমরা কয়েকজন একটি কাফিখানায় আহার করিতে প্রবেশ করিলাম। দোকানটীতে খেজুরের ডালে তৈয়ারী কতকগুলি বড় বড় লম্বাকৃতি ডাইভান নামক আসন ও একটি লম্বা টেবিল। ছোট কাচের পেয়ালায় করিয়া দুগ্ধবিহীন পারস্য দেশীয় সুগন্ধি চা ও তন্দুরে প্রস্তুত চাপাটির মত যবের রুটি "খবুস" দিয়া গেল। কাবাবের সহিত একপ্রকার লম্বা সুগন্ধি ঘাস ইহারা আহারে করিয়া থাকে। কাফি প্রস্তুতের পাত্রগুলি একএকটী জালার ন্যায় বড় হয়। ষ্টীমারে ফিরিয়া দেখিলাম যে কয়েকটী গ্রামবাসী আরব নৌকায় আঙ্গুর বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। দুই আনায় এক ঝোক বা পাঁচ পোয়া। ইহার পর লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের দাম ও চড়িয়া গিয়াছিল। গ্যাঙ্গওয়ের ধারে দেখিলাম রায় ও ঘোষ দুই লান্সনায়েক চক্ষু বুজিয়া হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে। পর্য্যাপ্ত আঙ্গুর দেখিয়া প্রায় ৮০ জনই প্রত্যেকে ১ সের করিয়া ফল কিনিতেছে বলিয়া ইহারা বুদ্ধিমানের পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধু সাজিয়াছিলেন, এক একজন উপরে উঠিয়া যাইতেছে আর ইহারা অঙ্গুলিনির্দ্দেশে নিজ নিজ উন্মুক্ত মুখগহ্বর দেখাইয়া দিতেছেন। কেহ দুইটী কেহ চারিটি করিয়া ফল সেইখানে নিক্ষেপ করিতেছে। কিছুক্ষণ পর উদরাময়ের আশঙ্কা করিয়া সাধুদ্বয় পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। জাহাজের অন্যান্য আরোহীরা সকৌতুকে এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

সে রাত্রেও আমরা "ফ্রঞ্জ ফ্রডিনান্ড" জাহাজেই বাস করিলাম। তৃতীয় দিন বৈকালে একখানি নদীগামী চাকাওয়ালা ষ্টীমার আসিয়া জাহাজে লাগিল। আমরা শুনিলাম যে তাহার পরদিন আহারাদির

পর আমাদিগকে ঐ ষ্টীমারটীতে আরোহণ করিয়া আ-মারা সহরে যাত্রা করিতে হইবে।

পরদিন ভোর বেলা হইতে আমাদের জিনিষপত্র সেই ষ্টীমারে সরাইতে লাগিলাম। বেলা চারিটার সময় সকলে মিলিয়া তাহাতে গিয়া উঠিলাম। এই ষ্টীমারগুলি ব্রহ্মদেশীয় ইরাবতী নদী হইতে সমুদ্র যোগে এতদূর আনিত হইয়াছে। অনেকগুলি পূর্ববঙ্গের পুলিশ লঞ্চও মেসোপটেমিয়ার নদী হইতে তখন কাজ করিতেছিল, ইহা ব্যতীত মেসোপটেমিয়ার লিঙ্ক কোম্পানী নামক ইংরাজ জাহাজ কোম্পানীর ষ্টীমারগুলিও সৈন্য বিভাগ নিজের কাজে লাগাইতেছিল। কিছুদূর অগ্রসর হইলে আমরা সাট এল আরব ত্যাগ করিয়া টাইগ্রীস নদীতে প্রবেশ করিলাম। স্থানটি বসরা হইতে প্রায় ৭০ মাইল পশ্চিমে। ইহারই বামদিকে যে জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়, ইহুদীরা তাহাকেই বাইবেলের পুরাতন ইডেন গার্ডেনের স্থান বলিয়া নির্দেশ করে এবং নিরক্ষর ভক্তেরা এখনও একটি বড় পুরাতন ডুমুর গাছকে তাহাদের শাস্ত্রে বর্ণিত জ্ঞানবৃক্ষ বলিয়া ভক্তি সহকারে দর্শন করিতে যায়। সন্ধ্যার সময় আমাদের ষ্টীমার সেই স্থানেই নোঙ্গর করিল।

বহুদিন যাবৎ লোনা জলে স্নান করিয়া যে অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, তাহার লাঘবের জন্য আমরা কেহ কেহ নদীতে লম্ফপ্রদান করিয়া স্নান সমাধা করিয়া লইলাম। নদীর স্রোত অতিশয় প্রখর এবং এই স্রোতের প্রখরতার জন্যই গ্রীকেরা ইহাকে টাইগ্রীস বা ধনুকের তীর নাম দিয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই তীরের শব্দায়মান মশকের ঝাঁক আমাদের ষ্টীমারকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সমুদ্রের নিকটবর্তী এই স্থানটীর জমি অপেক্ষাকৃত কোমল বলিয়া টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস বার বার এখানে দিক পরিবর্তন করিয়াছে এবং সেইজন্যই চারিদিকে বড় বড় বিল ও জলাভূমির সৃষ্টি হইয়াছে।

মশকের অত্যাচারে মেসোপটেমিয়ার এই অংশ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। কতদিন ধরিয়া এই টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের নাম পাঠ করিয়াছি। কখনও পাঠ্যরূপে কখনও বা মনোরম উপন্যাসের বর্ণনার বিষয়ীভূত হইয়া ইহারা আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ভাসিয়াছে, আজ স্বচক্ষে সেই ইতিহাস বিশ্রুত নদী দুইটী দেখিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। এই নদী দুইটীর ধার বাহিয়াই দশ সহস্র গ্রীক সৈন্যের সহিত জেনোফন্ স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ইহার স্রোতেই তরণী মুক্ত করিয়া সিন্দাবাদ নাবিক তাহার কল্পনা সাগরে সফল যাত্রা করিত।

বসরা হইতে যাত্রা করিবার সময় আমাদের রসদ ষ্টীমারে উঠাইয়া লইয়াছিলাম, সেইসঙ্গে আমাদের অনেক বস্তা ভাজা ছোলা ও গুড় দেওয়া হইয়াছিল। সে রাত্রে আমরা সেই ছোলাভাজা ও গুড় দিয়া আহার সমাধা করিলাম। বসরা হইতে প্রাপ্ত প্রচুর আঙ্গুর, রুটি ও তরমুজ প্রভৃতিও আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট ছিল।

পরদিন প্রাতে আবার ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ করিল। বেলা প্রায় ৯টার সময় কুর্ণা (Kurna) নামক সহরে পৌঁছিল। কুর্ণা একটী ছোট সহর। নদীর দুই ধারে তুর্কীদের তৈয়ারী ট্রেঞ্চ শ্রেণী তখনও বর্ত্তমান ছিল। ষ্টীমার দেখিতে বহুলোক ঘাটে আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা সকলেই আরব। স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেই সদলে উপস্থিত ছিল। সভ্যতাবিবর্জিত আরবাসীদের মেয়েদের সঙ্কোচভাব থাকা স্বাভাবিক ইহাদের তাহা নাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। বৃটিশ পতাকার অমর্য্যাদা ইংরাজ কি ভারতবাসী সিপাহী কাহারও দ্বারা হয় নাই। যদি যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা বৃটিশ কর্ম্মচারীদের নিকট সাদর ও নির্ভয় ব্যবহার না পাইত, তাহা হইলে এইরূপ অসঙ্কোচে স্ত্রী পুরুষ একত্র জাহাজ দেখিতে কখনই আসিতে পারিত না।

কুর্ণা হইতে একদল পাঞ্জাবীসৈন্য আমাদের ষ্টীমারে উঠিল এবং একখানি তদ্দেশীয় বাল্লাম বা বজরা ষ্টীমারের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তাহার উপর হারিয়ানা লান্সার্স নামক অশ্বারোহীদলের রিশালদার মেজর ও কয়েকটী সওয়ার আ-মারায় যাইতেছিল। পাঞ্জাবীদের অধিনায়ক একজন জমাদারও ষ্টীমারে উঠিল।

কয়েক ঘণ্টার পরই কুর্ণা হইতে ষ্টীমার ছাড়িল এবং পুনরায় পশ্চিম দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। নদীর দুধারে মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য আরবী বা বেদুইনদের আড্ডা দেখিতে লাগিলাম। ইহারা যাযাবর জাতী বলিয়া কখনও কোথায় স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করে না। খেজুরের পাতার নির্ম্মিত কয়েকটী চালা ও ভেড়ার লোমের তাম্বুই ইহাদের প্রধান বাসস্থান। কোনও কোনও স্থানে মাটীর ঘরও দেখিলাম। ইহাদের অধিবাসীরা কৃষি ব্যবসায়ী বেদুইন বলিয়া শুনিতে পাইলাম। ইহাদের সম্বন্ধে বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। সে দিন ভোর হইতেই প্রধান চিন্তা হইল, আহার্য্য প্রস্তুতের উপায়। ষ্টীমারে মাত্র একটি পাকশালা তাহাতে অফিসারদের পাক হইতেই প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল এবং তাহার পর জাহাজের খালাসীরা তাহাদের নিজেদের পাক করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের জন্য উনান ছাড়িয়া দেওয়া হইল বেলা ৩টার সময়। চাল ও ডাল একসঙ্গে চাপাইয়া নায়েক রায় পাকের ভার লইলেন। কিন্তু প্রায় ঘণ্টা খানেক পরেই দলস্থ একজনের চীৎকারে নীচে নামিয়া দেখি যে পাঞ্জাবীদের জমাদার তাহার দলের লোকের রুটী সেঁকিবার জন্য রায়কে তাহার ডেকচি নামাইতে বলায়, সে নামায় নাই বলিয়া জোর করিয়া তাহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করায় রায়ের হাতে প্রহার খাইয়াছে। ক্রোধোন্মত্ত একজন পাঞ্জাবী হাবিলদার চীৎকার করিয়া বলিতেছে "তোম আদ্‌মী বেকুফ হায় কি সর্দ্দারকো মার দিয়া, চলো আও কৈ শিখ

জাঠ হায়”? নিজে তাহাদের থামাইতে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ চম্পটী বাবুকে সংবাদ দিলাম এবং আমাদের ওস্তাদ বাঘসিংও আসিয়া জুটিল। বহু মিষ্ট কথার পর সিপাহীরদল ঠাণ্ডা হইল, রায় ক্ষমা প্রার্থনা করিল, আমাদের ছোলাভাজা এক বস্তা শিখদের অর্পন করিলাম। তাহারা পরম সন্তুষ্টচিত্তে তাহা লইয়া গেল ও আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ দিল। তাহাদের সরল ব্যবহারে আমরা আমাদের অপরাধের জন্য বহু ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম ও শীঘ্রই তাহাদের পরম বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলাম। তাহারা বলিল যে পথ পর্য্যটনের জন্য তাহারা দুদিন কিছুই পায় নাই তাই অত তাড়াতাড়ি করিয়াছে; তাহা না হইলে অনাহারে থাকাত সিপাহীদের দৈনন্দিন কার্য্য।

আমাদের ষ্টীমারে কয়েকজন ইংরাজ সৈন্যও উঠিয়াছিল। তাহারা সঙ্গে আনিয়া বিস্কিট ও টিনে রক্ষিত মাংসাদি আহার সমাধা করিয়া লইল।

যুদ্ধের সময় যখন কখন কোথায় যাইতে হইবে কিছুই ঠিক নাই, তখন এরূপ পূর্ব্ব প্রস্তুত ও রক্ষিত আহারের বিশেষ উপকারিতা আছে। ভারতীয় সৈন্য বিভাগে এ নিয়মটী কর্তৃপক্ষীয়েরা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম এক রাজপুত রেজিমেণ্টের কর্ণেল প্রত্যেককে কাচা আটা ডাল না দিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্তুত রুটী খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতি ভেদের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হিন্দু সিপাহীরা তাহাতে রুষ্ট হইয়া উঠে। সেই জন্য সিপাহীদিগকে প্রতিজন পিছু আটা, ডাল, ঘি, কাঠ রসদ বিভাগ হইতে দেওয়া হইত এবং ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষও করিয়াছি যে অভিযানের সময় কত কষ্ট হিন্দুস্থানী সিপাহীরা এই সঙ্কীর্ণতা দোষের জন্য ভোগ করিত। বার রাজপুতের তের চৌকা কথাটা অতি সত্য। আমরা বাঙ্গালীরা যদিও প্রস্তুত খাদ্য ও টিনে রক্ষিত খাদ্য খাইতে সম্মত ছিলাম তথাপি হিন্দুস্থানী সিপাহী শ্রেণীভুক্ত বলিয়া সেই কাচা রেশনই প্রাপ্ত হইতাম। অন্য

কোন দেশীয় ফৌজের তুলনায় ভারতবর্ষীয় ফৌজের কর্ম্মকুশলতা এই একটি কারণেই অনেকটা লাঘব হইয়া পড়ে।

এই কয়দিন অসহ্য গরম পড়িয়াছিল। চারিদিকে প্রখর রৌদ্র এবং ষ্টীমারটিও ভীষণ গরম হইত বলিয়া কর্ণেল হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা সকলেই প্রায় অৰ্দ্ধনগ্ন গাত্রে থাকিতাম। দূরে চক্রবাল রেখার নিকট গাছগুলি খুব বড় বড় দেখাইতেছিল, কর্ণেল বলিলেন উহাও একরূপ মৃগতৃষ্ণিকা।

প্রায় তিনদিন নদী বাহিয়া ১৬ই জুলাই (১৯১৫) আমরা বৈকালে আমারা সহরে পৌঁছাইলাম। সহরের মাঝে নদীর পার প্রায় এক মাইল ধরিয়া ষ্টেশন পোস্তা দিয়া বাধান। সম্মুখেই তুর্কী সৈন্যের সেনা নিবাস। তাহার খুঁটায় তখন ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়িতেছিল। সে রাত্রে আমরা ষ্টীমারেই থাকিলাম।

(৫)

আমারার হাঁসপাতাল

আমারায় অবতরণ করার পর, আমাদের সকলকে সহরের পশ্চিম দিকে একটি খালের পারে এক খেজুর বাগানে লইয়া যাওয়া হইল। এইখানেই আমরা আমাদের তাঁবু খাটাইয়া লইলাম। খেজুর বাগানে গাছের উপর বিজ্ঞাপন রহিয়াছে যে কেহ যেন খেজুর না পাড়ে। ইহা সত্ত্বেও প্রতিদিন সেই বাগানের মালিক দেখিয়া যাইত যে গাছের খেজুর কেহ পাড়িয়াছে কিনা। বাগানে পৌঁছানের পর তিন দিন অব্যবস্থার

জন্য আমাদিগকে আহারের দরুণ বিষম ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু যেদিন রসদ বিভাগের ভার কর্ণেল আমাদিগের নিজের হাতে অর্পণ করিলেন, সেদিন হইতে আমাদের আহারের ক্লেশ ঘুচিল। আমারা সহরে তখন প্রচুর মাছ পাওয়া যাইত। আমরা প্রতিদিন চার আনা করিয়া যে খোরাকী আমাদের কমিটীর নিকট প্রাপ্ত হইতাম, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত কাঁচারেসনের উপর অতি সুন্দর মৎস্য, ডিম্ব প্রভৃতির আয়োজন করিতে পারিতাম। এই খেজুর বাগানে থাকিবার সময় আমাদের বিশেষ কোন কাজে লাগান হয় নাই। কেবল মাত্র একটী হাঁসপাতাল হইতে আর একটী হাঁসপাতালে কয়েকজন রোগীকে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পরে আমাদিগকে পুরাতন তুর্কীসেন্যের সেনানিবাসে (Infantry lines) স্থানান্তরিত হইতে হইল এবং তাহাই বেঙ্গল ষ্টেশনারী হাস্পাতাল রূপে পরিণত হইল।

স্থানটী প্রায় দশ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। সম্মুখেই টাইগ্রীস নদী। নদীর ধারেই রাস্তার সমান্তরালে প্রায় ৬০০ হাত দীর্ঘ ইষ্টক নির্ম্মিত সেনানিবাস এবং দুই পার্শে দুইটী বাড়ী তাহাতেও সেনাদের থাকিবার কক্ষ প্রভৃতি বর্ত্তমান। এইটীকেই আমাদের হাঁসপাতাল রূপে ব্যবহারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেনানিবাসের ভিতরকার প্রশস্ত প্যারেড গ্রাউণ্ডে তখন রসদ বিভাগের অসংখ্য শুষ্ক ঘাসের আঁটি ছিল। এক একটী আঁটি পাটের বেলের ন্যায় বৃহৎ, তাহাতে একটি দেশীয় রাজার নাম অঙ্কিত। এইগুলি যুদ্ধের সাহায্যের জন্য তাঁহারই দান। সেনানিবাসের ভিতর খেজুরের ডাল ও শুষ্ক তৃণের ছাওয়া একটি বৃহৎ পাকশালা ছিল, তাহাই আমাদের ব্যারাক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। নিকটেই সহরের দিকে আর একটী দ্বিতল বাটী কর্ণেল ও অন্যান্য অফিসারগণ বাস করিতে পাইলেন।

হাঁসপাতালটী তখন চারিটী ওয়ার্ডে চারিজন মেডিক্যাল অফিসারের অধীনে ভাগ করা হইয়াছিল। একএক জন ম্যাডিকেল অফিসারকে সাহায্য করিবার জন্য একএক জন জমাদার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। প্রতি ওয়ার্ডের জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ছেলেদিগকে অর্ডারলির কার্য্যের জন্য ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

হাঁসপাতালের কিছু দূরেই হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের জন্য পৃথক পাকশালা স্থাপিত হইল। পাকশালার কিছু নিকটেই একটি তাম্বুতে রসদের গুদাম হইল। তিনটী তাম্বু একসঙ্গে জোড়া দিয়া একসঙ্গে বা রঞ্জন আলোকের কল স্থাপিত হইল। তাহার কিছু নিকটেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার ডিনামো রহিল

হাসপাতালের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর আলোচনা বোধ হয় পাঠক-গণের তত মনঃপূত হইবে না, সেই জন্য যত সংক্ষেপে সম্ভব ইহার বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। আমাদের যে হাঁসপাতালটী স্থাপিত হইয়াছিল তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল বেঙ্গল ষ্টেশনারি হস্‌পিটাল। তখন আমারা হইতে প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে আলিগরবি নামক স্থানে আমাদের ফৌজের অগ্রগামী দল অবস্থান করিতেছিল এবং তুর্কী ফৌজের সহিত প্রায়ই ছোট ছোট সংঘর্ষ চলিতেছিল। তাহাতে যেসকল সৈন্য আহত হইত, তাহাদিগকে ষ্টীমারে করিয়া আমাদের হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইত। যাহারা শীঘ্র সারিয়া উঠিয়া কার্য্যক্ষম হইত তাহাদিগকে পুনরায় যুদ্ধের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এবং যাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, তাহাদিগকে বসরায় বেস্ হস্‌পিটালে পাঠান হইত। মেডিকাল বিভাগের অ্যাসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর Colonel Hehir প্রায় প্রতিদিনই হাঁসপাতালের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য আসিতেন। ইহা ব্যতীত আমাদের হাঁসপাতাল খোলার পর প্রায় দুই মাস যাবৎ আমাদিগকে সিভিল হস্‌পিটালের কার্য্য করিতে হইত।

আউটডোর রোগীই মাত্র ছিল। লেফ্‌টেনেণ্ট গুপ্ত আমারায় সিভিল সার্জ্জেনের কার্য্য করিতেন, এজন্য তাঁহার অতিরিক্ত ভাতা ও ডাক আসিলে ভিজিটের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আউটডোর রোগীর মধ্যে সহরের ইহুদী ও আরবী রমণীর সংখ্যাই বেশী। তাহাদের অধিকাংশেরই চক্ষুর পীড়ার চিকিৎসা হইত। অতিরিক্ত গরম ও ধূলার জন্য চক্ষু রোগের প্রাদুর্ভাব এদেশে এত বেশী। বাঙ্গালী ডাক্তারের সুনাম আছে বলিয়া মধ্যে মধ্যে ইংরাজ কর্ম্মচারী ও সৈন্যেরা তাহাদের পৃথক ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও আমাদের ডাক্তারদের নিকট চিকিৎসার জন্য আসিত। ডাক্তার বাগচীর দাঁত তোলায় পাকা হাত জানিয়া প্রায়ই দন্ত বেদনায় কাতর ইংরেজ সৈন্যেরা ডাক্তার "বাগচী"র খোঁজ করিতে আসিত।

আউট ডোরে রোগীদের দেখিতেন কর্ণেল নট নিজে। সে সময় গোলাপী, বেগুনি, নীল, সবুজ প্রভৃতি রেশমী কাপড়ের বাহার লাগিয়া যাইত বলিয়া আমাদের দলের অনেকেই রোমান্সের সন্ধানে সেদিকে ঘেঁসিত, কিন্তু একদিন একটী ইহুদী যুবতী যখন বলিল যে তোমরা সকলেই কাল, (তাহার ইংরাজীতে 'you all black') তখন অনেকেই সরিয়া পড়িল।

আমাদের কাজ ছিল প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করিয়া ওয়ার্ডে সকলের টেম্পারেচার লওয়া, ঔষধ খাওয়ান, ও ডাক্তারদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময় সাহায্য করা। একটি সেনিটেশন স্কোয়াড্‌ বা স্বাস্থ্যরক্ষকের দল হইয়াছিল। তাহারা সমস্ত হাঁসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য দায়ী ছিল। প্রতিদিন নিজেদের ও রোগীদের ব্যবহারের জন্য তাজা তরকারী, ডিম প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য একটী দল ছিল এবং নিজেদের ও রোগীদের রসুই করিবার জন্য কিচেন ডিউটীরও একটী দল ছিল। ইহা ব্যতীত তাম্বু খাটান, মালটানা, পানীয় জল ক্লোরোজিন দ্বারা বিশুদ্ধ করা জাহাজ হইতে রোগী নমান ও জাহাজে রোগী উঠাইয়া দেওয়া

প্রভৃতি কার্য্যের জন্য মধ্যে মধ্যে প্রায় সকলেই ফেটিগ্ ডিউটী বা শ্রমের কাজ করিতে হইত।

পাছে আমাদের পূর্ব্ব শিক্ষিত ড্রিল ভুলিয়া যাই সেজন্য ওস্তাদ বাঘ সিং মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে লইয়া প্যারেড করিতে যাইত। বাঘ সিং প্রমুখ যে তিন জন সামরিক হাবিলদার আমাদের সহিত আসিয়াছিল, তাহাদের প্যাক্ ষ্টোর হাবিলদারী করিতে হইত। তাহাদের প্রধান কাজ ছিল হাসপাতালের রুগ্ন সিপাহীদের বন্দুক প্রভৃতি গাতিয়ায়ের খবরদারি করা।

বসরা হইতে প্রায় ১০০ মাইল পশ্চিমে টাইগ্রীস নদীর বাম পাশে আমারা সহর অবস্থিত। সহরের উত্তর ও পশ্চিম দিক বেষ্টন করিয়া আর একটী ছোট পার্ব্বত্য নদী আসিয়া সহরের পশ্চিম প্রান্তে মিশিয়াছে। প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে পারস্যের নীল পর্ব্বতপাজি দৃষ্টি গোচর হয়। এই গিরি শ্রেণীর নাম পুস্ত-ই-কুহ

আমারা বসরা ভিলায়েতের দ্বিতীয় সহর। এখানে প্রায় ২০ হাজার অধিবাসীর বাস। অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। প্রায় এক সহস্র ইহুদি ও কয়েক ঘর নসরানী বা খৃষ্টানও সেই সহরে বাস করে। আরব মুসলমানেরা মোটা মুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, সহরের স্থায়ী আরব মুসলমান ও গ্রামবাসী বেদুইন। ব্যবসা, বানিজ্য, চাকুরী প্রভৃতি আরবদের পেশা। সহরের বেদুইনেরা অধিকাংশ মজুর ও ভৃত্যের কাজ করে। ইহুদীরা প্রায় সকলেই দোকানদার। খৃষ্টানেরা চাকুরী জীবী ও ব্যবসায়ী, পারস্যের সীমান্ত আমারা হইতে বেশী দূর নয় বলিয়া এখানে শ্রমজীবীদের ভিতর ইরানী কুলির সংখ্যাও বড় কম নয়। ইরাণীদের অসাধারণ শারীরিক শক্তি। আমাদের যে রঞ্জন আলোকের যন্ত্রটী ছিল তাহার মোট বহিতে কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে চারিজন করিয়া কুলির প্রয়োজন হইত। কিন্তু এখানে একজন ইরাণী কুলি অনায়াসে তাহা বহন করিয়া লইয়া গেল।

বেদুইনরা গ্রামবাসী আদিম আরব। পশু পালন ও তাহার দুগ্ধ, লোম ও মাংস বিক্রয়ই তাহাদের প্রধান ব্যবসা, কৃষিকার্য্য অধিকাংশই সহরের অধিবাসীরাই করে। খেজুরের চাষ ও রপ্তানিও ভদ্র বা জমিদার শ্রেণীর হাতে। বেদুইনেরা ইহাদের অধীনে জন মজুর খাটিয়া থাকে মাত্র। নির্দ্দিষ্ট জমি চাষ করিয়া ফসল উৎপন্ন করে এরূপ বেদুইন নাই বলিলেই হয়।

ভদ্র আরবদের বেশভূষা অনেকটা বাইবেলের ছবির মত, পাজামা, তাহার উপর একটা লম্বা আলখাল্লা, পৃষ্ঠে আগুল্ফলম্বিত একটী ক্লোক বা চোগা; আলখাল্লার উপর আঙ্গরাখা, মাথায় বড় চৌকা রুমাল। মাথায় তাহা ঠিক হইয়া থাকিবে বলিয়া একটা পশু-লোমের দড়ীর বেষ্টনী। ভদ্র স্ত্রীলোকেরাও পাজামা, আল্‌খাল্লা ও ক্লোক ব্যবহার করে। তবে পুরুষেরা ক্লোকটী কাঁধের উপর রাখে, স্ত্রীলোকেরা তাহা মাথায় দিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় মুসলমানদের প্রিয় ফেজ এবং স্ত্রীলোকদের বোরকা এদেশে নাই। ইহুদিরা ফেজ ব্যবহার করে এবং ইহুদী রমণীরা বাহিরে আসিবার সময় একখণ্ড শক্ত রেশমের কাপড় কপাল হইতে বুক পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেয়। বেদুইনেরা সকলেই পাজামা ও আলখাল্লা ব্যবহার করিয়াথাকে এবং স্ত্রীলোকেরা একপ্রকার লম্বা সেমিজ ও মাথায় ক্লোক ব্যবহার করে। ভদ্র বা বেদুইন রমণী মাত্রই উল্কির আদর করিয়া থাকে; দুই বাহু, চিবুক, নাসিকার অগ্রভাগ, কপালের মধ্যভাগে সকলের উল্কি দেখা যায়। বর্ষীয়সী ইহুদী রমণীদের উল্কি দেখিয়াছি কিন্তু অল্পবয়স্কা যুবতীরা এখন আর উল্কি পছন্দ করেনা। ইহুদী রমণীরা হাল ফ্যাসানের উচু গোড়ালীর জুতা ও মোজা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহুদী ও খৃষ্টান পুরুষেরা এক ফেজ ব্যতীত অন্য সব ইউরোপীয় পোষাক, নেকটাই ইত্যাদী ব্যবহার করে,

বৃদ্ধেরা কেহ কেহ জাতীয় আরব পোষাকই পছন্দ করে। আমাদের দেশে বাবুদের হাতে যেরূপ ছড়ি, আরব দেশীয় সৌখীন পুরুষেরা তাহার স্থলে সকলেই অ্যাম্বারের বড় বড় দানাদার তস্‌বী বা জপের মালা হাতে করিয়া বেড়ায়। প্রথমে দেখিয়া ইহাদের সকলকেই জপ পরায়ন ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিতাম; শেষে শুনিলাম ওটা একটা ফ্যাসান।

সহরের অধিকাংশ বাড়ীই ইষ্টকনির্ম্মিত। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই একটী করিয়া পাতাল গৃহ বা তয়খানা। গ্রীষ্মে বাড়ীর কর্ত্তা এখানে আশ্রয় লন। সহরের প্রান্তভাগে দরিদ্র বেদুইনদের পর্ণকুটীর। উপরে খেজুরের পাতার আচ্ছাদন এবং খেজুরের ডালের বেড়ার উপর মাটীর প্রলেপ।

সহরের প্রায় মধ্যস্থলে বাজার, একটী প্রকাণ্ড লম্বা খিলানের কোঠা, তাহার ভিতর ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে এক একটী দোকান। নব বিজিত সহর বলিয়া বাজারে যাইতে হইলে আমাদের অফিসারের সহিযুক্ত পাশের বন্দোবস্ত ছিল; কেহ নিরস্ত্র হইয়া বাজারে যাইতে পারিত না। কিন্তু এ নিয়মটীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল বোধ হইল না, কারণ আরবীয়েরা অতি আহ্লাদের সহিত বৃটিশ বাহিনীর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। বাজারের প্রবেশ পথে ও রাস্তায় মিলিটারী পুলিশ পাহারা দিতেছে, পাছে সহরের অধিবাসীদের উপর কোন জুলুম হয়। কাহারও বাটীতে প্রবেশ বা স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ আমাদের নিষিদ্ধ ছিল। বিনা প্রয়োজনে কেহ সিভিল পপুলেসন বা অধিবাসীদের সহিত কথা বলিতে পারিত না।

বাজারে ফলের মধ্যে তরমুজ, ফুটী, টকডালিম ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। বাদাম জাতীয় ফল মেশোপটেমিয়ায় জন্মে না, বাদামের অভাব ইরাকবাসীগণ কুমড়ার বিচি দিয়া পূরণ করিয়া থাকে।

নাপিতের দোকানগুলি বেশ মনোরম। চার পয়সায় কামান ও দুই আনায় চুলছাটা হইত। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বন্দোবস্ত, দোকানে যাইয়া চেয়ারে বসিলেই, একজন গলাকাটা আবরণ লইয়া গলায় লাগাইয়া দেয় ও তাহার পর বেশ যত্নের সহিত শীতল জল দিয়া মাথা ধুয়াইয়া চুলকাটিতে থাকে। মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের বাহির্বাণিজ্য বেশীর ভাগই ভারতবর্ষ হইতে চলিত, কাজেই ইংরাজের অধিকারে বোম্বায়ের পথ পরিষ্কার হইল বলিয়া সকলে আহ্লাদিত। রেশমের কাপড় এদেশে খুব প্রচলিত কিন্তু সেখানে কোথায়ও রেশমের উৎপাদন আছে কিনা তাহা ঠিক বলিতে পারিনা।

প্রতিজিনিষে ভারতবর্ষের ন্যায় ইংরাজী নামের বা বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তে ফরাসী ভাষায় লেখা, এদেশে যে চিনির ব্যবসায় হয়, তাহাও ইউরোপ হইতে আসে। গুঁড়া চিনি সে দেশে বাজারে কখনও দেখি নাই। একপ্রকার বড় বড় চিনির গোলার ব্যবহার আছে, সেগুলি ওজনে প্রায় দুই সের আড়াই সের।

সেনা বিভাগ হইতে সহরের পশ্চিম প্রান্তে কসাইখানা স্থাপিত করা হইয়াছিল। যাহার প্রয়োজন সেখানে যাইয়া ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি কাটাইয়া আনিত। সহরের মধ্যে স্বাস্থ্যের জন্য পশুহত্যা নিষিদ্ধ ছিল।

বাজারের নিকট সহরের ঠিক মধ্যভাগে আমারার মিনারেট বা স্তম্ভ। মেসোপটেমিয়ার প্রতি সহরেই মনুমেণ্ট আকৃতি মিনারেট গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। মিনারেটের নিচেই মসজিদ। মিনারেটগুলি ইটের তৈয়ারী ও ফাঁপা, ব্যাস প্রায় ১৫ হাত, উপরিভাগে একটী সবুজ মিনা করা বা এনামেলের কাজ করা গম্বুজ। আ-মারা সহরের আর একটী উল্লেখযোগ্য জিনিষ সেখানকার হামাম বা স্নানাগার। আমরা মধ্যে মধ্যে সেখানে স্নান করিতে

যাইতাম। পুস্তকে পঠিত ইস্তাম্বুল ও দিল্লীর স্নানাগারের ন্যায় এগুলি স্ত্রীলোক বর্জ্জিত নয়। পুরুষেই স্নান করাইয়া দেয়। স্নানাগারটী মাটীর নীচে, গরমজলের বাষ্পে পরিপূর্ণ, মাঝখানে একটী প্রকাণ্ড পাথরের বেদী, প্রায় উলঙ্গ হইয়া তাহাতে শুইতে হয়। একজন জোয়ান আরবী, ঝিঙ্গের খোসা ও সাবানের সাহায্যে গা ডলিয়া দেয়। যতক্ষণ এব্যাপার চলে ততক্ষণ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সহ্য করিতে হয়। বাহিরে আসিলে শরীর এত হাল্কা বোধ হয় যেন পাখা বাহির হইয়াছে, ইচ্ছা করিলেই উড়িতে পারি। স্নানাগারটী কিন্তু বড়ই অপরিষ্কার, উল্লেখ করিলে মালিক বলিল যে বোগদাদে ইহা অপেক্ষা ভাল আছে। এক এক জনের স্নান করিতে মাত্র চারি আনা লাগিল।

আ-মারা এত বড় সহর হইলেও এখানে কোন উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় নাই। পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা ও একটী প্রাথমিক স্কুল আছে। সহরে শিক্ষিতের সংখ্যা ইহুদীদের ভিতরই বেশী, স্কুলে সকলকেই তুর্কী ও ফেঞ্চ শিখিতে হয়। মুসলমান ইহুদী ও খৃষ্টান সকলেরই মাতৃভাষা আরবী। হিব্রুভাষার আলোচনা এখন আর হয় না। যাহারা সামান্য ইংরেজী জানিত তাহারা এসময়ে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিল। তাহাদের উচ্চহারে বেতন দিয়া প্রতি রেজিমেণ্টে ইণ্টার প্রেটার বা দোভাষী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আরবী ভাষায় ইহাদের নাম "তর্জ্জমান্" একথাটী বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের দোভাষীটি, হিন্দি, ইংরাজী দুইই জানিত। সে বিখ্যাত সৈনিক ও রাজপুরুষ নাজিমপাশার অৰ্দ্দালি ছিল এবং বলিত যে নাজিমপাশাকে খুন করিয়া তুর্কীরা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে। ইহার কাছে শুনিয়াছিলাম নাজিমপাশা আরব দেশীয় ছিলেন, সওকতপাশাও নাকি খাঁটী তুর্কী নহেন, তিনিও আরবী ছিলেন। আমরা ইহার নিকট আরবী

শিখিতাম এবং তিন মাসের মধ্যেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতেও লোকের কথা বুঝিতে কিছু কিছু সমর্থ হইয়াছিলাম। প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের সময় রেঙ্গুন ভলেন্টিয়ার ব্যাটারী নগর বাসীদের জ্ঞাপনের জন্য তোপের আওয়াজ করিত। এই ব্যাটারি বা তোপখানাটী ইউরেশীয়ানদের দ্বারা গঠিত। রেঙ্গুনবাসী এক বাঙ্গালী যুবকও ইহাতে ছিলেন। তিনি খৃষ্টান ও ঘোষ পদবী ধারী।

ঈদ্ পর্ব্বের দিন নগরবাসীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য সহরের মধ্যে ব্যাণ্ড্ ব্যাণ্ডের ব্যবস্থা সামরিক বিভাগ হইতে করা হইয়াছিল। আমাদের হাঁসপাতালেও সেদিন হিন্দু মসলমান উভয় জাতীয় রুগ্ন সিপাহীদের পোলাউ, কোম্মা, পায়স প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছিল। আমারায় মিলিটারী গভর্ণরের কেরানী আমাদের বন্ধু ছিলেন। ইনি আলিগড় কলেজের গ্রাজুয়েট। ইনি সেদিন আমাদের কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এডেন পুলিশের অধ্যক্ষ ও হরিয়ানা লান্সার দলের রিশালদার মেজর ও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

আহারাদির পর ইহুদী ও আরবী নর্ত্তকীর নৃত্য গীতের ব্যবস্থা ছিল। ইহারা ব্যাণ্ডের সুরের সহিত তূর্য্যধ্বনি করিতে করিতে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিল। নৃত্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, বরং নর্ত্তকীদের উদর সঞ্চালন অত্যন্ত বিশ্রী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ডাক্তার বলিয়া সহরের অধিবাসীরা আমাদের একটু খাতির করিয়া চলিত। ডাক্তার গুপ্তের ও ভট্টাচার্য্যের চিকিৎসার গুণেও ইহারা বাঙ্গালার আদর করিত। একদিন একজন সওদাগর আমাদের কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ইনি ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের চিকিৎসাধীন ছিলেন। আদর আপ্যায়নে ইহারা মুসলমানের চিরন্তন প্রথামত সুদক্ষ। আহার্য্য সামগ্রী ভৃত্য সম্মুখে রাখিয়া গেল এবং বাড়ীর মহিলারা আসিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিয়া পুনরায়

চলিয়া গেলেন। আমাদের সহযাত্রী ইণ্টার প্রেটারের দেখাদেখি আমরা, মহিলারা আসিলে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলাম। ভোজের মধ্যে মাছ, মটন, খবুস্ নামক চাপাটী, দই, চীজ এবং একখানি ট্রেতে সাজান একরাশ ডালিমের দানা। শুনিলাম গ্রীষ্মকালে ইহারা মাংস আহার প্রায়ই করে না; মাছ ও দই অধিক পরিমাণে আহার করিয়া থাকে। অন্যান্য সময় ভেড়ার মাংসের চল্‌তি খুব বেশী। বিশেষ পর্ব ভিন্ন বৃহৎকায় জানোয়ার বধ করে না। আমাদের নিমন্ত্রণকারক বেশ অবস্থাপন্ন লোক, এবং তাঁহার আতিথেয়তার ত্রুটি না থাকিবারই কথা। তাঁহার গৃহে প্রস্তুত আহার সামগ্রী দেখিয়া বুঝিলাম ইহারা আমাদের মত যথেচ্ছ মসলা ও ঘৃতের ব্যবহার করে না। বোধ হয় জানেও না। ইহাদের প্রস্তুত পোলাও আমাদের পোলাও হইতে বহু নিকৃষ্ট।

আমাদের হাঁসপাতালে যে সব রুগ্ন সিপাহী আসিত তাহাদের আরোগ্যের পর পুনরায় যুদ্ধের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইত। যাহারা অসুস্থতার জন্য সামরিক হিসাবে অকর্মণ্য হইয়া পড়িত, তাহাদের বসোরার বেস হস্পিটালে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সেখানেও মাস ছয়েকের মধ্যে আরোগ্য না হইলে তাহাদের ভারতবর্ষে ফিরাইয়া দেওয়া হইত। আমাদের বেঙ্গল ষ্টেশনারি হসপিটাল হইতে যে রোগীদের বস্‌রায় প্রেরণ করা হইত, তাহাদের ভার লইয়া আম্বুল্যান্সের লোকদিগকে যাইতে দেওয়া হইত। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে আমাকে এরূপ একটী দলকে লইয়া বস্‌রাতে যাইতে হয়। দেখিলাম এ কয়মাসে আসার ছাউনী যথেষ্ট বড় হইয়াছে। সামরিক বিভাগের কেরাণীর কার্য্যে তখন অনেক বাঙ্গালী বসরাতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের কয়েকজন আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের মেসে লইয়া গেলেন। তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরদিন আ-মারায় ফিরিবার ষ্টিমার

আরোহণ করিলাম। বিদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সৌহৃদ্য ও আত্মীয়তা দেখা যায়, তাহা বাস্তবিকই আনন্দজনক। আমারায় ফিরিয়া শুনিলাম যে আমাদের এতদিনের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। সামরিক বিভাগের অ্যাড্‌জুটাণ্ট জেনারলের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আলি-আল-গরবীর যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমাদের ৩৬ জন লোক ছয়খানি ষ্ট্রেচার লইয়া যাত্রা করিবে, হাবিলদার চম্পটী দলের অধ্যক্ষ হইবেন। এ সংবাদে আমাদের ছাউনিতে আনন্দরোল পড়িয়া গেল এবং মনোনীত ৩৬ জন সকলে নূতনত্বের আস্বাদনের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। আমাদের ডাক্তারেরা ও যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক ছিলেন কিন্তু হাসপাতালের কার্য্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া তাঁহারা যাইবার অনুমতি পাইলেন না।

আমরা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এই সময়ে একদিন কর্ণেল প্যারেড্ করিয়া আমাদের শুনাইয়া দিলেন যে আমাদের কোরের কমিটীর সভাপতি বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর ঘোষণা করিয়াছেন যে, সম্মুখ যুদ্ধে যাহারা বিশেষ কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া সম্মান চিহ্ন পাইবে তাহাদিগকে তিনি বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবেন।

মেসোপটেমিয়া পৌছানর পর হইতেই আমরা নানারূপে আমাদের দলপতি কর্ণেল নটের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলাম। আমাদের স্বাস্থ্যের ও আহারাদির বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং আমাদের মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধেও তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। দলের যুবকেরা তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দা বলিয়া উল্লেখ করিত।

১৫ই সেপ্টেম্বর বৈকালে আমরা ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম এবং তাহার পরদিন ভোরে কর্ণেল ও অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসারদের বিদায় সম্ভাষণ লইয়া যাত্রা করিলাম। নদীর তীরে আমাদের কোরের

সকলে সমবেত হইয়া আমাদের বিদায় দান করিল। মাত্র ৩৬ জন যাইতে পারিল; এবং ইহাদের থাকিতে হইল বলিয়া সকলেই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের আনন্দে ইহারাও সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়া হাস্য ও অশ্রুর সহিত আমাদের বিদায় দিল। বেঙ্গল ষ্টেশনারি হসপিটাল, কর্ণেল নট ও বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোরের জয়ধ্বনি করিয়া এবং বন্ধুবর ডাক্তার ভট্টাচার্য্যকে "আনি-থাল্লি-বুসক্" জানাইয়া যাত্রা করিলাম।

(৬)

অভিযানের পথে

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আ-মারা পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহর অতিক্রম করিয়া নিম্নইরাকের স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। লোকের বসবাস যতই বিরল হইতে লাগিল, মেসোপটেমিয়ার একমাত্র দ্রষ্টব্য খেজুর গাছগুলিও ততই সংখ্যায় কমিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পর নদীর দুই পার্শ্বে রৌদ্রস্নাত মরুভূমির নগ্ন ভূপৃষ্ঠ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

ষ্টীমারে আমরা ৩৬ জন ব্যতীত কয়েকজন ইংরেজ কর্ম্মচারী ও ক্যাভালরী ব্রিগেডের নেতা কর্ণেল রবার্টস্ যাইতে ছিলেন, তিনি ষ্টীমার ছাড়িবার কিছু পরই আমাদের নিকটে আসিয়া চম্পটিকে বলিলেন যে তোমাদের কোন অসুবিধা হইলে, আমাকে জানাইও। সমস্ত দিন ষ্টিমার চলিয়া রাত্রে মাঝ নদীতে নঙ্গর করিল। তাহার পরদিন

দুপুরবেলায় আমরা আমাদের অ্যাড্ভ্যান্সড্ বেস বা অগ্রগামী ঘাঁটী আলি আলগরবীতে পৌঁছিলাম। শুনিলাম যে সম্মুখে দুদিন হইল যুদ্ধ চলিতেছে এবং আমাদের ডিভিসন্ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সম্মুখস্ত নদী কাহার অধিকারে আছে ঠিক জানা নাই বলিয়া আমাদের সেই খানেই অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ অগ্রসর হইলে শত্রুহস্তে বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা।

আমরা নদীর দক্ষিণ তীরে নামিয়া গেলাম এবং ট্রেঞ্চদ্বারা বেষ্টিত শিবিরে প্রবেশ করিলাম। শত্রুপক্ষের গতিবিধি অতি নিকট বলিয়া ছাউনির সকলেই সতর্ক আছে দেখিলাম। ট্রেঞ্চের বাহিরে কাঁটাযুক্ত তারের বেড়া দেওয়া হইয়াছে এবং ট্রেঞ্চের ধারে ধারে স্যাণ্ড ব্যাগ বা থলিতে মাটি বোঝাই করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। একটি উচ্চ মঞ্চ (ওয়াচ টাওয়ার) হইতে একজন সৈনিক একটী বৃহৎ দূরবীন দিয়া দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। ছাউনিতে নয় সংখ্যক নরফোক্ পল্টনের একটি কোম্পানী অবস্থান করিতেছিল এবং তাহাদের অধিনায়কই ক্যাম্পের কর্ত্তা ছিলেন। অফিসারটির বয়স ২২।২৩ বৎসর হইবে। তিনি সেকেণ্ড লেফ্টানেণ্ট পদবী ধারী, কিন্তু ইঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সৈনিক কর্ম্মচারীরা পল্টনে ডিসিপ্লিন বা আদেশানুবর্ত্তিতা রক্ষার জন্য কেহ কঠোর পরুষভাব অবলম্বন করেন, কেহ বা মিষ্ট কথায় বেশী কাজ পাওয়া যায় বলিয়া বিনয়ী ও মিষ্টভাষী হন, কিন্তু যাহাদের স্বভাবলব্ধ এই ব্যক্তিত্ব গুণ থাকে তাঁহারাই উৎকৃষ্ট সামরিক কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হন ও যশের অধিকারী হইয়া থাকেন; কারণ, সিপাহীরা বিনাবাক্যে ও সন্তুষ্ট চিত্তে ইঁহাদের আদেশ পালন করিয়া থাকে। আমরা নরফোক্ সৈন্যদলের একটী প্রকাণ্ড মেস্টেণ্ট খাটাইয়া লইলাম এবং লান্স নায়ক রায়ের আনীত স্পিরিটের ষ্টোভে আহার প্রস্তুত করিয়া লইলাম। অপেক্ষাকৃত সহজে স্থানান্তরিত

করিতে পারা যায় বলিয়া আমরা সফরের সময় ভাত ও খিচুড়ী অপেক্ষা রুটি ও লুচিরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলাম।

পরদিন ভোরে আমরা আবার ষ্টীমারে উঠিতে আদেশ পাইলাম। একদল অশ্বারোহী সিপাহীও আমাদের সঙ্গে সেই ষ্টীমারে উঠিল। ষ্টীমার সমস্ত দিন চলিয়া পূর্ব্বেকার ন্যায় রাত্রে নঙ্গর করিল। রাত্রি প্রায় বারটার সময় কে আমাদের দিকে আসিয়া ডাক্তার ডাক্তার বলিয়া ডাকিতে লাগিল। উঠিয়া দেখিলাম নবাগত অশ্বারোহী দলের কাপ্তেন। বলিলাম আমাদের সহিত কেহ ডাক্তার নাই। তিনি সঙ্গস্থিত মেডিক্যাল পেনিয়ার বা ঔষধের সিন্দুক দেখাইয়া বলিলেন যে তোমাদের সঙ্গে যখন ঔষধ আছে তখন তোমরা নিশ্চয় ডাক্তারি জান, আমি যন্ত্রনায় অধীর হইয়াছি। জিজ্ঞাসায় জানিলাম তাহার কানের বেদনা হইয়াছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে শিখিয়াছি, কাণের বেদনার ঔষধ জানি না; একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম যে কানের বেদনার ঔষধ নাই, তবে ঘুমাইবার ঔষধ দিতে পারি। সাহেব বলিলেন তাহাতেই বাইবে। প্রাইভেট শৈলেন্দ্র বোস নীচে বয়লার হইতে আগুণ লইয়া পট্টি দিয়া সাহেবের কান সেঁকিয়া দিল। পটাশ ব্রোমাইড্ এর দুই গুলি দিয়া আমরা দুর্গা বলিয়া শুইয়া পড়িলাম। সকালে উঠিয়া সাহেবকে জীবিত অবস্থায় দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তিনি এবিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। তবে দেখিলাম যে অফিসারেরা একটী টেবিলের চারিধারে ঘেরিয়া হাস্য করিতেছে। টেবিলের উপরকার বনাত ভেদ করিয়া এক চক্রাকার পোড়া দাগ। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র তাহার উপরই কয়লা শুদ্ধ পাত্রটা গত রাত্রে রাখিয়াছিল।

প্রায় বেলা ১১টার সময় ষ্টীমারের গতি আবার কমাইয়া দেওয়া হইল। ষ্টীমারের ছাদের উপরে উঠিয়া একদল গোরা সিপাহী হেলিওগ্রাফ্ বা সূর্য্যরশ্মি সাহায্যে সংবাদ জ্ঞাপন আয়নার দ্বারা অগ্রগামী ফৌজের সহিত

কথোপকথনে নিযুক্ত হইল। তাহারা নামিয়া আসিলে আবার ষ্টীমার চলিতে লাগিল। আমরা শুনিলাম যে আমাদের সৈন্যেরা কুট-আল-আমারা অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং তুর্কি ফৌজের পশ্চাৎ ধাবন করিতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই আমরা নদীর তীরে যুদ্ধের নিদর্শন সমূহ দেখিতে পাইলাম। কোথাও মৃতদেহ ভাসিতেছে, কোথাও একটী যুদ্ধাশ্ব অর্দ্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় আছে, একস্থানে একটী কামান বাহী গাড়ী নদীর ধারে জলে পড়িয়া আছে, রাস সংলগ্ন তিনটি মৃত ঘোড়া, বাকী তিনটিকে খুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। বোধ হয় গাড়ীটির ঠিক উপর শত্রুপক্ষের সেল্ আসিয়া পড়িয়াছিল।

বেলা ১টার সময় আমরা কুট-অল-আমারা পৌঁছিলাম। স্যাপার বা খননকারী সিপাহীর দল নদীর তীর কাটিয়া জেটী প্রস্তুত করিতেছিল। আমরা আমাদের জিনিষপত্র লইয়া নামিয়া পড়িলাম এবং চম্পটীবাবু আমাদের কর্ণেলের চিঠি লইয়া ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাহিনীর এসিষ্টেণ্ট ডিরেক্টর অব্ মেডিক্যাল সারভিসেস্এর নিকট চলিয়া গেলেন। ইনিই কর্ণেল পি, হেয়ার, আই, এম্, এস; এবং আমারায় ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাহিনীর অবস্থান সময়, আমাদের ষ্টেশনারি হস্পিটাল সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব লইতেন। সামরিক চিকিৎসা বিভাগের ইনিই নেতা এবং জেনারেল ষ্টাফ্ ভুক্ত কর্ম্মচারী। মেডিকাল বিভাগের ডিরেক্টর বসরায় অবস্থান করিতেন। আমাদের আমারা হইতে যুদ্ধে যোগদান করিবার আজ্ঞা কর্ণেল হেয়ারের অনুমোদনেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

কর্ণেল হেয়ার চম্পটীবাবুকে বলিলেন যে এসিনের যুদ্ধের জন্য তোমাদের আসিতে বলা হইয়াছিল, তাহা ত হইয়া গেল (Essin এর প্রথম যুদ্ধ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯১৫), এখন তোমরা ইচ্ছা করিলে ফিরিতে পার কিংবা যদি ভবিষ্যতে যুদ্ধ দেখিতে চাও, তবে থাকিতে পার, কারণ শীঘ্রই আরও যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। আমরা অতি

আহ্লাদের সহিতই শেষোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলাম এবং এ, ডি, এম্, এস্, এর আদেশে ২ নম্বর ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের অধিনায়ক কর্ণেল হেনেসির নিকট উপস্থিত হইলাম। অনভিজ্ঞতা বশতঃ নদীর ধার হইতে সহরের বাহিরের ছাউনি পর্য্যন্ত প্রায় এক ক্রোশ পথ আমরা আমাদের তাঁবু, রসদ, ঔষধের সিন্ধুক এবং নিজেদের জিনিষ পত্র নিজেরাই বহন করিয়া লইয়া গেলাম। পরে শুনিলাম এতটা কষ্টের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, চাহিলেই ট্রান্সপোর্ট বিভাগ হইতে দুইখানি গাড়ী পাওয়া যাইত। এই ঘটনার জন্য অনেকদিন পর্য্যন্ত ছাউনীর অন্য লোকেরা আমাদের উপহাস করিত।

আমরা বেলা প্রায় ৪টার সময় ক্যাম্পে পৌঁছিলাম এবং ২ নং ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের কমাণ্ডিং অফিসারের নিকট উপস্থিতি জ্ঞাপন করিলাম। কর্ণেল হেনেসী রয়াল আর্ম্মি মেডিক্যাল কোরের লোক এবং সাইবার (Shaiba) যুদ্ধে কর্ম্ম দক্ষতার জন্য সি, বি, বা কম্পেনিয়ন-অব বাথ উপাধি ভূষিত।

কর্ণেল হেনেসি আমাদের মিষ্ট কথায় অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাম্বু খাটাইয়া লইতে বলিলেন। আমরা তাম্বু দুইটী খাটাইয়া স্ব স্ব স্থান ঠিক করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময় পুনরায় আমাদের ফল-ইন করান হইল এবং কোন স্থানে আঘাত লাগিলে কিরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয় কর্ণেল তাহার মৌখিক পরীক্ষা লইলেন। অ্যাম্বুল্যান্সের সেকেণ্ড-ইন্-কম্যাণ্ড মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন তোমরা সঙ্গে পাচক অথবা মেথর আন নাই তাহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি, সব কাজই নিজেদের করিতে শেখা উচিত।

আমরা রাত্রে স্বপাক আহার করিতেছি, এমন সময় এক জন ইউরেশিয়ান ওয়ারাণ্ট অফিসার আসিয়া উদ্ধতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,

"তোমাদের হাবিলদার কোথায় ?" অপেক্ষাকৃত অধিক উদ্ধত উত্তর পাইয়া লোকটী কর্ণেলের কাছে নালিশ করিতে গেল। কিন্তু তিনি, Let the Bengalees alone বলিয়া পুণার মারহাট্টা ব্রাহ্মণ ডাক্তার মহাজনীর নিকট আমাদের কার্য্য সম্বন্ধে আদেশ লইতে বলিয়া গেলেন। ডাক্তার মহাজনী পরম বিনয়ী ও ভদ্র স্বভাবের লোক ছিলেন, এবং প্রথম পরিচয়েই তাঁহার সহিত আমাদের বনিবে বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম। মেসোপটেমিয়ায় আমরা যতদিন ছিলাম, ততদিন উচ্চ কর্ম্মচারীদের নিকট সদয় ও সম্ভ্রমসূচক ব্যবহার পাইয়াছি, কারণ বাঙ্গালাদেশের স্বেচ্ছাসেবক বলিয়া আমাদের সম্মান ছিল। অপেক্ষাকৃত অধস্তন কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ আমাদের সহিত অভদ্র ব্যবহার করিতে চেষ্টা পাইত, কিন্তু চড়টা মারিলেই কিল্‌টা খাইতে হয় দেখিয়া তাহারা আমাদের বিশেষ ঘাঁটাইত না।

দ্বিতীয় দিন প্রত্যূষে এসিনের যুদ্ধে আহত কয়েকটি সৈন্যের ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বাঁধিবার জন্য আমাদের আহ্বান করা হইল। কিন্তু দ্বিপ্রহরেই ইহাদের ষ্টীমারে করিয়া আ-মারা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বৈকালে মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদের ট্রেঞ্চ খুঁড়িতে এক স্থানে লইয়া গেলেন। কিন্তু আমরা আবার ফিরিয়া আসিলাম। বৈকালে আ-মারা হইতে একটি বৃহৎ থলি করিয়া ডাক আসিয়া পৌঁছিল এবং প্রায় মাসখানেক পর আমরা সকলে গৃহের সংবাদ পাইলাম ও দেশীয় সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে পারিলাম। আমার পার্শেলে একটী পরম লোভনীয় জিনিষ ছিল, একটি ছোট টিন ভরা সরিষার তৈল। মাছ, মাংস হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শাক সব্জী পর্য্যন্ত ঘি'তে রান্না খাইয়া মুখ বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল। সরিষার তৈল দেখিয়া তখনি কয়েকজন বাজারে মাছের সন্ধানে গেল। পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত হইতে না বলিয়া কিছু কুমড়ার ডাঁটা সংগ্রহ করিলাম। সে রাত্রে স্বদেশী মাছের ঝোল খাইয়া দেশের

স্বপ্ন দেখিব ভাবিতেছি, এমন সময় ডাক্তার মহাজনী আসিয়া জানাইল যে আমাদের ব্রিগেড, ১৭ সংখ্যক ব্রিগেডের সাহায্যের জন্য কাল অতি সকালে আজিজিয়া রওনা হইবে। আমরা বাসন পত্র ধৌত করিয়া জিনিষ পত্র বাঁধিয়া ফেলিলাম এবং আমাদের তাম্বু ও অন্যান্য জিনিষ আমাদের জন্য আনীত দুইখানি অশ্বতর বাহিত ট্রান্সপোর্ট কার্টে বোঝাই করিলাম।

ভোর চারিটার সময় আমরা ২ নম্বর ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের অন্যান্য লোকদের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় ব্রিগেডটি চলিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা ৬টায় কুইক্ মার্চ্চের হুকুম পাইলাম। সর্ব্বপ্রথমে একদল স্যাপার ও মাইনার তাহার পিছনে একটি তোপখানা, তাহার পিছনে তিনদল পদাতিক, তাহার পিছনে ব্রিগেডের অ্যাম্বুল্যান্স, তাহার পিছনে একটি ছোট পদাতিক দল ও আর এক অংশ তোপখানা, তাহার পিছনে ট্রান্সপোর্ট বিভাগের গাড়ীতে রসদের জিনিষ পত্র ও একদল রেসালা এই ভাবে ব্রিগেড কুচ আরম্ভ করিল। বাম পার্শ্বে নদীর ধার, দক্ষিণ পার্শ্বে আধ মাইল দূরে থাকিয়া ব্রিগেডের পার্শ্ব বা ফ্লাঙ্ক রক্ষা করিয়া অশ্বারোহীদল চলিতে লাগিল। এই দল ব্যতীত প্রায় আধ মাইল আগে আর একটী অশ্বারোহীর দল ভ্যান্‌গার্ডের (সম্মুখরক্ষক) ও সংবাদ সংগ্রাহক (স্কাউট) দলের কার্য্য করিতে করিতে চলিল।

ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য মেসোপটেমিয়ার ভূপৃষ্ঠ নদী হইতে সমকোণে বহির্গত বহু সংখ্যক নালায় পরিপূর্ণ। এ সময়ে এগুলি শুষ্ক ছিল, কারণ শীতকালেই এদেশে জল-প্লাবন হইয়া থাকে। যে নালাগুলির পাড় অপেক্ষাকৃত ঢালু, সেগুলি আমরা সহজেই অতিক্রম করিয়া গেলাম, কিন্তু যাহাদের পাড় একেবারে খাড়া, সম্মুখবর্ত্তী স্যাপারের দল সেগুলি কোদালি দিয়া কাটিয়া ঢালু করিয়া দিল

এবং কামানের চাকা যাহাতে স্থানটি ধূলিতে পরিণত না করে সেজন্য তাহার উপর বিচালীর টুক্‌রা প্রচুর পরিমাণে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অন্যান্য সৈন্যদল অপেক্ষা স্যাপার ও মাইনার সৈন্যদলের অনেক বেশী কায করিতে হয় বলিয়া ইহারা অপেক্ষাকৃত বেশী বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকে।

কুচ করিতে করিতে মেসোপটেমিয়ার অসহ্য গরমে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় সিপাহী সৃর্য্যাহত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে আমরা ট্রান্সপোর্ট কার্টে তুলিয়া দিলাম। প্রতি সিপাহীকে মেডিকাল অফিসারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বাস্তবিক তাহাদের কোন অসুখ করিয়াছে কিনা। যাহারা অল্প শ্রমেই কাতর হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মার্চ্চ করিতে বাধ্য করা হইল। মেজর ল্যাম্বার্ট (Lambert) আমাদের বলিলেন যে এবিষয়ে আমরা যদি সাবধান বা কড়া না হই তাহা হইলে ব্রিগেডের তিন হাজার সিপাহীই সেই ৩০ খানি অ্যাম্বুলেন্স কার্টে উঠিতে চেষ্টা করিবে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে আহত ও রুগ্ন সিপাহীদের স্থানান্তরিত করিবার জন্য অশ্বতর বাহিত অ্যাম্বুলেন্সকার্ট ব্যবহার করা হইত। ইহার সংখ্যাও পর্য্যাপ্ত ছিলনা এবং সেই জন্য সাধারণ ট্রান্সপোর্ট কার্টগুলি ও এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইত এবং হাসপাতাল ষ্টীমারের অভাবে সাধারণ ষ্টীমারের ডেকে আহত সিপাহীদের লইয়া যাওয়া হইত। যুদ্ধের মধ্য অবস্থায় এবিষয়ে যে তুমুল আন্দোলন মেজর কার্টার উপস্থিত করেন ও যাহার ফলে একটি রয়েল কমিটি অনুসন্ধানের জন্য গঠিত হয়, তাহা প্রায় সর্ব্বজন বিদিত।

বেলা বারটার সময় আমরা নদীর তীরে হল্ট্ করিলাম। আমরা কুট হইতে বার মাইল পথ আসিয়াছি। শুনিলাম যে বৈকালে ছ'টার সময় পুনরায় মার্চ্চ করিতে হইবে। সেই প্রখর রৌদ্রে খোলা মাঠের

ভিতর বিশ্রাম কিরূপ আরামদায়ক তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সে মরুভূমির ভিতর একটিও বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইলনা। আমরা আমাদের ষ্ট্রেচার গুলি খাড়া করিয়া তাহাতে কম্বল লট্‌কাইয়া কোনও রকমে একটু ছায়ার যোগাড় করিয়া লইলাম কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার জন্য একটু ছায়ার বন্দোবস্ত করিব কি? তিনি বলিলেন, "ধন্যবাদ, আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে", ইহার পর রৌদ্রে বিশ্রাম করা আমাদেরও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সে প্রখর রৌদ্রে সর্ব্বদা মাথায় টুপি রাখিতে হইত ও মেরুদণ্ডের উপর একটি কাপড়ের পটি জামার সহিত সেলাই করিয়া লইতে হইত। মস্তকে, গলদেশে, অথবা মেরুদণ্ডে রৌদ্র লাগিলে সর্দ্দি গর্ম্মি অবশ্যম্ভাবী। মেসোপটেমিয়ায় গরমের উপর আর একটি সর্ব্বদা বিরক্তি জনক ব্যাপার, সে দেশের অগণিত মাছি। আমরা ইহাদের দৌরাত্মে অস্থির হইয়াছিলাম। এ প্রখর রৌদ্রেও মাঠের ভিতর ইহারা আমাদের পরিত্যাগ করে নাই। যখন আমরা মার্চ্চ করিতাম তখন মাছিগুলি আমাদের টুপির উপর বসিত এবং ব্রিগেডের সমস্ত লোকের টুপি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখাইত, পাঠকেরা বোধ হয় ব্যাপারটি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যদি আম কাঁঠালের সময় নিজের দেশের কথা ভাবেন, সে সময় যেখানে ফল পাকে তাহার চারিপাশে যেরূপ অসংখ্য মাছি আসিয়া পড়ে, সেইরূপ আমাদের মাথার উপর মাছির ঝাঁক মার্চ্চের সময় টুপি ছাইয়া বসিত। ক্যাম্পে মাছির দৌরাত্ম কমাইবার জন্য বহু সংখ্যক ফ্লাইপেপার বা মাছি মারিবার আঠা যুক্ত কাগজ রাখা হইত। সেগুলি মাছিতে বোঝাই হইয়া কার্পেটে বুনিবার ন্যায় দেখাইত, কিন্তু তবুও মাছির সংখ্যা কমিত না।

বৈকালে ৬ টার সময় পুনরায় কুচ্ সুরু হইল। অপেক্ষাকৃত শীতলতার জন্য রাত্রে মার্চ্চে বিশেষ কষ্ট বোধ হইলনা; এবং আমরা

রাত্র দশটায় আরও ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নদীর তীরে হল্ট করিলাম। যখন এক একটি সৈন্যের দল সফরে বাহির হয়, তখন ব্রিগেডের অগ্রসরের গতি ঘণ্টায় তিন মাইল করিয়া ধরা হয়, দিনে ১৮ মাইলের বেশী মার্চ্চ সাধারণতঃ করা হয় না। ১৮ মাইলের বেশী পথ যাইলে তাহাকে ফোর্স্ড্ মার্চ্চ বলা হয়। এসিনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তুরকিবাহিনী যখন পলায়ন করিতে থাকে, তখন ১৭ সংখ্যক ব্রিগেড্ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং আজিজিয়া নামক স্থানে ছাউনি ফেলিয়া অবস্থান করে। তুরকিরা যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাদের পাল্টা আক্রমণ করিতে পারে, সেই জন্য আমাদের ফোর্স্ড্ মার্চ্চ করাইয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল। আমরা দ্বিতীয় দিনের মার্চ্চের পর যখন রাত্রের বিভোবাকের (উন্মুক্ত স্থানে বিশ্রামের) আয়োজন করিতেছি তখন কাপ্তেন কল্যান কুমার মুখার্জ্জির সহিত দেখা হইল। ইনি কয়েকদিন আমারায় আমাদের হাঁসপাতালে অতিথি হইয়াছিলেন। ইঁহার নিরহঙ্কার ব্যবহারের জন্য আমাদের সকলেই ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতাম এবং ইনিও তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয় আলোচনা, ও অন্যান্য উপদেশ আমাদের প্রদান করিতেন। ইনি বলিলেন যে তোমরা মার্চ্চের পর প্রায় দুঘণ্টা ধরিয়া বিশ্রাম কর ও তাহার পর পাক করিতে যাও, তাহা না করিয়া হল্টের হুকুম হওয়া মাত্র অন্যান্য সিপাহীর ন্যায় পাকের আয়োজন করিয়া তাহার সমাধা করিয়া লইও, কারণ অনাহারে বা অল্পাহারে মার্চ্চ করিলে শীঘ্রই দুর্ব্বল হইবে এবং হঠাৎ যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। আমরা ইঁহার উপদেশ অনুসরণ করিলাম এবং তাহার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দতার সহিত কুচ করিতে পারিতাম। কর্ণেল হেনেসিও আমাদের উপদেশ দিলেন যে হল্ট হওয়া মাত্র নদীতে স্নান করিয়া আসিও, তাহা হইলে পায়ে ফোস্কা পড়িবেনা এবং শ্রমের লাঘব হইবে।

তৃতীয় দিনে আমরা পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আজিজিয়া পৌঁছিলাম। দূর হইতে ১৭ ব্রিগেডের ছাউনির তাঁবু গুলি দেখিয়াই যেন পথ পর্য্যটন শ্রমের অনেকটা লাঘব হইল।

শেষ দিন মার্চ্চে আমাদের দলের অনেকেই অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের আলিপুরে শিক্ষাধীন অবস্থায় কখনও লম্বা কুচ করান হয় নাই এবং দুইদিনে ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সে গরমে যে আমরা অনভ্যস্ততার জন্য অকৃতকার্য্য হইব, তাহা বেশী বিচিত্র কথা নহে। আমাদের নেতা চম্পটী বাবু সর্ব্বাপেক্ষা মোটা ছিলেন, কিন্তু শুধু প্রবল মানসিক বলে একবারও ফল-আউট্ না করিয়া বরাবর ঠিক চলিয়া আসিয়াছিলেন।

আজিজিয়া আসিয়া আমরা সংবাদ পাইলাম যে বুলগেরিয়া শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিয়াছে। কর্ণেল আমাদের তাঁবু খাটাইয়া লইতে বলিলেন এবং আমরা তাঁবু খাটাইয়া কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

(৭)

আজিজিয়ার ছাউনি

খণ্ড যুদ্ধ

আজিজিয়া কুট্-এল-আমারা হইতে ৭৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং বোগদাদ হইতে ৪০ মাইল পুর্ব্বে টাইগ্রাস নদীর বাম পার্শ্বে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। ইহারই ঠিক ৩০ মাইল দক্ষিণে, ইউফ্রেটিস্ নদীর ধারে ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। গ্রামে যে

কয়টি মাটীর ঘর ছিল তাহা অধিকাংশই ভগ্নাবস্থায় দেখিলাম। পাছে সেগুলি পাইয়া আমাদের সুবিধা হয়, তাই তুর্কী ফৌজ হটিয়া যাইবার সময় ঘর গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। গ্রামের অধিবাসীর প্রায় সকলেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আমরা আজিজিয়া পৌঁছিবার পরদিন বৈকালে ডিভিসনের তৃতীয় ব্রিগেড আসিয়া পড়িল. তুর্কীরা তখন আজিজিয়া হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে এল্‌-কুট্‌নিয়া নামক গ্রামে ছাউনি ফেলিয়াছিল। তাহাদের আক্রমন আশঙ্কা করিয়াই আমাদের ডিভিসনটি ক্রমশঃ একত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে তুর্কীরা দলবদ্ধ হইয়া আমাদের শিবির সম্বন্ধে খবর লইবার জন্য, (যাহাকে রিকনয়টারিং বলে।) অগ্রসর হইত, কিন্তু আমাদের বড় কামান গুলির গোলার ভিতর পড়িলেই তাহাদিগকে তোপ দাগিয়া বিতাড়িত করা হইত।

আজিজিয়া পৌঁছিবার পর তিন দিন আমাদের কোন কাযকর্ম্ম করিতে হয় নাই। এ সম্বন্ধে ২ নং ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের কর্ত্তাদের অমনোযোগ দেখিয়া আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। তবে আমরা এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। চতুর্থ দিনে একটী ঘটনার পর, হঠাৎ আমরা কর্ণেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। আমাদের ছাউনির পাশেই রসদ বিভাগের ছাউনি ছিল। দিনের বেলায় তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে "বহির্গমনের" জন্য আমাদের দলের একজনকে এক সিপাহী গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের কাপ্তানের নিকট উপস্থিত করে, এবং তিনি চার্জ্জ শীট পূরণ করিয়া কর্ণেল হেনেসির নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহার তাবুর নিকট আমাদের আসিতে দেখিয়া কর্ণেল সহাস্য মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার শুনিয়া বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। কর্ণেল হেনেসি আইন কানুন সম্বন্ধে অতিশয় কড়া ছিলেন; যখন শুনিলেন যে অপরাধকারী

আইন ব্যবসায়ী, তখন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া আইন ভঙ্গ করিলে একের অপরাধে সমস্ত ডিভিসনের লোকের কিরূপ স্বাস্থ্য হানি হইতে পারে সে বিষয় বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। আইন ব্যবসায়ী অপরাধকারীকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কর্ণেলের আদেশে কাপ্তান ম্যালান আমাদের কুচ্ করিয়া ল্যাট্রিন প্যারেডে লইয়া গেলেন এবং দিবাভাগের পায়খানা ও নৈশ পায়খানা দেখাইয়া দিলেন। পায়খানা সম্বন্ধীয় আইন ভঙ্গ করিলে যে এক সপ্তাহের কারাবাস করিতে হয় তাহা ও বুঝাইয়া দিলেন।

দ্বিপ্রহরে মেজর ল্যাম্বার্ট আসিয়া আমাদের ফল্-ইন্ করাইলেন এবং ট্রেঞ্চ্ খনন কার্য্যে লইয়া গেলেন। আম্বুলান্সের সার্জ্জেন্ট হেইটার আসিয়া আমাদিগকে ট্রেঞ্চ খনন প্রনালী শিখাইতে আরম্ভ করিল। ইহার পর মেজর আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য ঠিক করিয়া দিলেন। প্রাতে ৬টার সময় সকলকে পুরা পোষাকে হ্যাভারস্যাক্ বা ঝোলা ও জলের বোতল সমেত ফল্-ইন্ করিতে হইত এবং এক ঘণ্টা ড্রিল এক ঘণ্টা কুইক মার্চ্চ করিতে হইত, ৮ টার সময় তাঁবুতে ফিরিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, প্রতি তাঁবুতে তিনজন করিয়া ৬ জন রন্ধন ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য রাখিয়া বাকি সকলে হাঁসপাতালের কার্য্যের জন্য ইণ্ডিয়ান, ও ইউরোপীয়ান অফিসারদের ওয়ার্ডে যাইত এবং দুইজন করিয়া আফিসের কার্য্যের জন্য যাইত। ওয়ার্ডে দুই ঘণ্টার মধ্যেই কাজ সমাপন করিয়া সকলে ফিরিয়া আসিত। সন্ধ্যা ৬ টার সময় একটি দল রাতের কাজের জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ডে যাইত।

এই সময় ছাউনিতে আমাশয় রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল এবং আমরাও ইহাতে অনেকেই আক্রান্ত হইয়াছিলাম। নদীর জল অপরিষ্কৃত অবস্থায় পান করাই ইহার প্রধান কারণ। নদীর তীরে কয়েকটি নিশান পোঁতা ছিল। স্রোতের দিকে সর্ব্বপ্রথম নিশানটির

নিকট সকলে পানীয় ও রন্ধনের জল লইত তাহার পর বিভিন্ন নিশানের নিকট অশ্বাদির পাণীয় জল, সিপাহীদের স্নানের স্থান ও বাসন পত্রাদি ধৌত করিবার স্থান ছিল। হাবিলদার চম্পটী, নায়েক বীরেন্দ্র কৃষ্ণ বোস ও প্রাইভেট্ শিশির কুমার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অসুস্থ হইয়া পড়েন, নায়ক বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া কর্ণেল তাহাকে আ-মারায় ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের অগ্রগমন সম্বন্ধে ইঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল, এবং আমারায় অফিসারদের নিকট আমাদের এ সম্বন্ধে আগ্রহ জ্ঞাপন করিতে ইনিই আমাদের মুখপাত্র ছিলেন। অসুস্থতার জন্য ইঁহার সর্ব্বপ্রধান ইচ্ছা যুদ্ধ দশন ও যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করা, ফলবতী হইতে পারিলনা। ইনি ৺ স্যর বি, কে, বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

কাজে লাগিবার কিছুদিন পব হইতেই আমরা অফিসারদের অনুগ্রহভাজন হইয়া উঠিলাম। কর্ণেল একদিন হাবিলদার চম্পটীকে বলিলেন যে কর্ণেল হেয়ার ও জেনারেল্ ডিনামেইন আমাদের কাজের কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং উৎসাহ জ্ঞাপন করিযাছেন।

আজিজিয়া পৌছানর পর আমরা রসদ বিভাগের কয়েকটি বাঙ্গালী কেরাণীর সন্ধান পাইয়া তাহাদের সহিত পরিচিত হই। ইঁহারাও প্রায়ই আমাদের তাঁবুতে আসিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের খাদ্যাদির সুবিধা করিয়া দিতেন।

আমাদের অ্যাম্বুল্যান্সে প্রায় জন দশেক গোরা সিপাহী নার্সিং অর্ডারলির কাজ করিত। ইহারা আমাদের সহিত সমকক্ষ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিত। ইহাদের সকলেই সাধারণ হিন্দুস্থানী সিপাহীদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিত আমাদের সহিত তাহা করিত না। আমরাও লক্ষ্য করিলাম যে সাধারণ হিন্দুস্থানি সিপাহীদের অপেক্ষা ইহারা অনেক শিক্ষিত এবং সকলেরই পৃথিবী সম্বন্ধে একটু সাধারণ জ্ঞান আছে। ইহারা আমাদের নিকট ইংরাজি নভেল লইয়া পড়িত, বাংলা গান

শিখিত, আমাদের সংবাদপত্র পাঠ করিতে দিত এবং যুদ্ধের সময় প্রচলিত কয়েকটী সুপরিচিত ইংরাজী গান শিখাইত। দেশী সিপাহীরা আমাদের সম্মানের চক্ষে দেখিত এবং কেহ কেহ বাঙ্গালীর খাতির দেখিয়া একটু ঈর্ষ্যান্বিত হইত।

আজিজিয়া পৌছানর প্রায় তিন সপ্তাহ পর, ২৭ শে অক্টোবর বৈকালে কর্নেল ফ্রেনেসি চম্পটী বাবুকে ডাকিয়া, আমাদের আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে বলিলেন। আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই আহারাদি সমাপন করিয়া, ঝোলায় এক দিনের আহার বাঁধিয়া, উর্দ্দি পরিয়া প্রস্তুত হইয়া লইলাম।

রাত্রি ৮ টার সময় মেজর ব্যানার্জি আসিয়া আমাদের রোল্-কল করাইলেন, ৯ টার সময় আমরা ব্রিগেডের সহিত কুচ আরম্ভ করিলাম। আমরা শুনিতে পাইলাম যে এল কুট্ নিগাহিতে তুর্কি শিবির আক্রমণ করিতে আমরা যাইতেছি। ইহাই আমাদের প্রথম যুদ্ধযাত্রা বলিয়া আমরা পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

এপ্রিলের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সেনাপতি নুরুদ্দিন পাশা, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জিউব নামক স্থানে ছাউনি ফেলিয়াছিলেন। এল্-কুট্-নিগাতে তুর্কীদের একটী অশ্বারোহী দল ছিল। ইহারা মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া আমাদের কোরেজ পার্টি বা অন্যান্য কাষ্ঠ সংগ্রাহকদের উপর গুলি চালাইত, ইহাদের বিতাড়িত করাই আমাদের নৈশ আক্রমণের উদ্দেশ্য। এই নৈশ অভিযানে দুইটী ব্রিগেড্ যোগ দিয়াছিল।

আমরা রাত্রি ৯ টার সময় কুচ আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৩ টার সময় হল্ট করি। এই ছয় ঘন্টায় আমরা মাত্র ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম, ইহাতেই কুচের অসম্ভব রকমের ধীরগতি বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার উদ্দেশ্য শত্রুপক্ষকে যতদূর সম্ভব আমাদের আগমন সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখা। 'সার প্রাইজ-অ্যাটাক' বা আচম্‌কা

আক্রমণ বলিয়া, কুচের সময় এবং তাহার পর সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত, কথোপকথন করার হুকুম ছিলনা। আলোক দেখিয়া শত্রুপক্ষ আমাদের অবস্থান বুঝিতে পারিবে বলিয়া, দিয়াশলাই জ্বালা বা ধূমপান করা নিষিদ্ধ ছিল। যতদূর মনে হয় আমাদের এ সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন ছিলনা। কারণ সে রাত্রে যথেষ্ট চন্দ্রালোক ছিল। মেসোপটেমিয়ার নির্ম্মল আকাশে চাঁদের আলোকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আমাদের সঙ্গের কামানের গাড়ী, মেসিন গান ব্যাটারির গাড়ী, আম্বুল্যান্সের গাড়ীগুলি অসমান ভূপৃষ্ঠে যে শব্দ করিয়া যাইতেছিল, তাহাতেও আমাদের আগমন শত্রুপক্ষের মোটেই অগোচর ছিলনা।

রাত্রে মেসোপটেমিয়ার আকাশের দৃশ্য বড়ই গম্ভীর ও চিত্তাকর্ষক। বায়ুমণ্ডলের নির্ম্মলতা ও শুষ্কতার জন্য, নক্ষত্রগুলি আমাদের দেশের অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল দেখায়। মেসোপটেমিয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগই পুরাকালে ক্যাল্‌ডিয়া নামে খ্যাত ছিল; কাল্‌ডিয়গণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই লতা বৃক্ষহীন সমতল মরু প্রদেশের আদিম মানবেরা যে তাহাদের জ্যোতিষ্কখচিত নভোমণ্ডলের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রথম হইতেই চেষ্টিত ছিলেন, তাহা বেশ অনুভব করা যায়; কারণ, মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানলিপ্সা পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও দৃশ্যাবলী হইতেই জন্মিয়া থাকে।

চন্দ্র অস্ত যাওয়ার পর আমরা তারার আলোকে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিলাম। পথ দেখা মানে সম্মুখবর্ত্তী চারিজনের পিছনে পিছনে চলা। এই রাত্রে আর একটী উল্লেখ যোগ্য ব্যাপার দেখিলাম যে, মানুষ চলিতে চলিতেও ঘুমাইতে পারে। অশ্বাদি পশু দণ্ডায়মান অবস্থায় নিদ্রা যায় তাহা সকলেই দেখিয়াছে; কিন্তু একটু বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে আমাদের সহযাত্রী অনেক ডুলিবেহারা ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাঁটিতেছে। যখন সম্মুখবর্ত্তী দল কোন কারণে থামিতেছিল, তখন এই সুপ্ত লসন

কারীরা তাহাদের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। আমরা দেখাদেখি হাঁটিতে হাঁটিতে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। এটা বোধ হয় অভ্যাস সাপেক্ষ।

সে রাত্রে অসহ্য শীত পড়িয়াছিল, আমরা তখনও কোন শীতবস্ত্র পাই নাই এবং সেই জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গী অফিসারেরা কেহ কেহ শীত নিবারণের জন্য খানিকটা লাফাইয়া লইলেন অবশ্য আমাদের তাহা করিবার উপায় ছিল না। রাত প্রায় তিনটার সময় একটি উচ্চ টিলার (Sand Hill) নিম্নভাগে আমরা থামিলাম এবং বসিবার ও শুইবার অনুমতি পাইলাম। কৌতূহল ও উদ্বেগের জন্য আমাদের কাহারও সে সময় ঘুম আসিল না। অশ্বারোহীদল ধীর গতিতে আমাদের পশ্চিমে চলিয়া গেল। তাহাদের বল্লমের ফলকগুলি তারার আলোকে চিক্ চিক্ করিতেছিল; এবং বোধ হইতেছিল যেন অন্ধকারে একঝাঁক জোনাকি পোকা সারি বাঁধিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

দুই ঘণ্টা বিশ্রামের পর পদাতিক সিপাহীর দল অগ্রসর হইয়া গেল। অগ্রসরের গতি প্যারেড্ বা মার্চ্চের ন্যায় ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া নয়, প্রতি তিনগজ ব্যবধানে এক এক জন করিয়া কিন্তু শ্রেণীটি সরল রেখায় রাখিয়া অগ্রসর হইবার নিয়ম। ইহাকে এক্সটেণ্ডেড্ অর্ডারে বা প্রসারিত ভাবে অগ্রসর হওয়া বলে। কিছু পরেই রাত্রের অন্ধকার তরল হইতে লাগিল এবং পূর্ব্ব আকাশে অতি ক্ষীণ রক্তিম আভা দেখা দিল। ক্রমে ইহা স্পষ্ট হইয়া আকাশে বহুবিধ বর্ণবিন্যাসের পর সূর্য্যোদয় হইল। আমরা শুনিতে পাইলাম আমাদের পশ্চিমদিকে গুলি চলিতেছে। মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদের এক্সটেণ্ড করিবার হুকুম দিলেন। আমরা ২০ গজ ব্যবধানে একটি একটি ষ্ট্রেচারবাহক দল দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া লইলাম। আমাদের নিকটবর্ত্তী স্থানেও গুলি পড়িতেছে দেখিয়া মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদের শুইয়া পড়িতে হুকুম দিলেন। আমরা বুকের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া

পড়িলাম। ইহার উদ্দেশ্য দূর হইতে শত্রুপক্ষ সহজে আমাদের অবস্থান দেখিতে পাইবেনা এবং ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইব। কিছুক্ষণ পর তোপের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া দুটি শত্রুপক্ষের গোলা নীলাভ ধূমের বাহার খুলিয়া বহু ঊর্দ্ধে আমাদের মাথার উপর সশব্দে ফাটিয়া গেল। শেলমুক্ত স্রাপ্‌নেল গুলি আমাদের চারিদিকে মাটীতে ছড়াইয়া পড়িল। মেজর একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়া লইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন কেহ আহত হইয়াছে কিনা। আমাদের সহাস্য "না" শুনিয়া মেজরও অল্প হাসিয়া শুইয়া পড়িলেন। এতক্ষণ তিনি দাঁড়াইয়াই ছিলেন। মেজর ল্যাম্বার্ট মধ্যে মধ্যে আমাদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ভীতু বাঙ্গালী ভয় পাইয়াছে কিনা দেখা। তুর্কীদের শেল ফাটার পরও তিনি আমাদের মুখে বিশেষ ভাবান্তর দেখিতে না পাইয়া বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বোঝা গেল।

আমাদের ঠিক সম্মুখ ভাগে একটী ব্যাটারী বা ছয়টী কামানের শ্রেণী নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তুর্কীরা তোপ চালাইতে আরম্ভ করিবা মাত্র গোলন্দাজেরা ঘোড়া ছুটাইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেল এবং নিমেষের মধ্যে তোপ গুলির মুখ ফিরাইয়া প্রস্তুত হইয়া লইয়া দমাদম্ গোলা চালাইতে লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের গোলা-গুলি সম্মুখবর্ত্তী এল কুটনিয়া গ্রামের উপর ও তাহার পূর্ব্বস্থিত জঙ্গলের উপর ফাটিতেছে। মেসোপটেমিয়ায় খেজুর গাছ ভিন্ন অন্য গাছের বন এই প্রথম দেখিলাম। গাছ গুলি কিসের গাছ তাহা দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। মিনিট দুই তিন গোলা নিক্ষেপের পর ব্যাটারিটী থামিয়া গেল। মেজর উঠিয়া পড়িলেন এবং আমাদের উঠিতে হুকুম দিলেন, তোপ খানাটি আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেল। আমরা দেখিলাম আমাদের পদাতিকের দল এল কুটনিয়া গ্রামে অগ্নি-

সংযোগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। তখন চারিদিগে গুলির আওয়াজ থামিয়া গিয়াছে। আমরা কয়েক শত গজ অগ্রসর হইয়া বিশ্রামের আদেশ পাইলাম। রাশন টিন হইতে রুটি ও গুড় বাহির করিয়া আহার সমাধা করিয়া লইলাম। মেজর ও আমাদের সমভিব্যাহারী দুজন চ্যাপলেন বা পাদরী, পাঁউরুটি ও বুলি বীফ্ বা টিনে রক্ষিত মাংস আহার করিলেন। আমাদের কিছু পিছনে একটী উঁচু টিলার উপর জেনারেল টাউন সেণ্ড ও তাঁহার পার্শ্বচরেরা দূরবীন দিয়া পশ্চিম দিকে দেখিতেছিলেন, তাঁহারা অশ্বারোহণে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কিছু পরে হেড্ হইতে একজন সার্জেণ্ট অশ্বারোহণে আসিয়া আমাদের কনসেনট্রেসন্ গাউণ্ডে যাইবার আদেশ জ্ঞাপন করিল। এক একটী যুদ্ধ হইয়া যাইবার পর রিগেডের বা ডিভিসানের ও অন্যান্য দল পুনরায় যখন যেরূপ আকারে মিলিত হয় তখন তাহাকে কনসেনট্রেসন বা কেন্দ্রীভূত হওয়া বলে।

আমাদের অগ্রসর হওয়ার [illegible] পূর্বেই তুর্কীরা স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তা[illegible] পশ্চাৎ রক্ষক সৈন্যদের (রিয়ার গার্ড) সহিত আমাদের সা[illegible] ফাঁড়ি মিনিট যুদ্ধ হইয়াছিল এবং উহারা দূরে চলিয়া যাওয়ায় স[illegible] করা হইয়াছিল। এই সংঘর্ষে আমাদের অশ্বারোহীদের ক[illegible]জন ব্যতীত আর কেহ আহত হয় নাই।

এল্ কুটিনিয়ায় একটী ছোট দল রাখিয়া আমরা বেলা ২ টার সময় প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার আজিজিয়া পৌঁছিলাম, যখন আজিজিয়ার ছাউনিতে প্রবেশ করি, তখন ব্রিগেডের নেতা জেনারেল ডিলামেইন মেজরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়জন ফল্ অউট করিয়াছে? (অর্থাৎ মার্চ্চ করিতে অপারগ হইয়াছে) মেজর ল্যাম্বার্ট উত্তর করিলেন,— "কেহ ও নহে"। সেনাপতি বলিলেন "উত্তম"।

সেদিন বৈকালে যখন আমরা স্নান সমাধা করিয়া গল্প গুজব করিতেছি, তখন মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদের তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ রহস্যালাপের পর, আমাদেরপ্রস্তুত লুচি, ডাল ও মাংস খাইয়া সুখ্যাতি করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর মধ্যে মধ্যে তিনি আমাদের তাঁবুতে আসিতেন এবং আমাদের দেশের কথা, কলেজের পাঠ্যের কথা, তিনি কি করিয়া মেজর পর্য্যন্ত হইয়াছেন প্রভৃতি গল্প করিতেন। কার্য্যের সময় কিন্তু কঠোর আদেশানুবর্ত্তিতার কোনদিনই লাঘব হয় নাই।

আজিজিয়া থাকিতেই নিম্ন ইরাকের মৌসুমি বাতাস, "শিমল" আরম্ভ হইল। পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম এই বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে দিবাভাগের প্রচণ্ড উত্তাপের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। আমরা খোলা মাঠে তাঁবুতে থাকিতাম বলিয়া ইহা বিশেষ বুঝিতে পারিতাম না। যখন শিমলের ঝড় বহিত, তখন সমস্ত ছাউনি আবৃত করিয়া বালি উড়িত। আমাদের তাঁবুর বাহিরে উনান কাটিয়া রন্ধন করিতে হইত, ঝড়ের জন্য তাহা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। খাদ্য দ্রব্যে বালির মাত্রা এত বেশী থাকিত যে, আহারের সময় কেহ চিবাইয়া খাইতে সাহস করিত না। রাত্রে বাতাসের বেগ অল্প থাকিত বলিয়া আমরা এখন হইতে রাত্রেই তাহার পরদিনের আহার প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম।

রন্ধনের জন্য আমাদের প্রতিজনকে এক পাউণ্ড হিসাবে যে জ্বালানি কাঠ দেওয়া হইত তাহা বাতাসে এত শীঘ্র পুড়িয়া যাইত যে তাহাতে আমাদের পাক হইয়া উঠিত না। রণদাপ্রসাদ প্রমুখ অল্প বয়স্করা সুবিধা পাইলেই মাঠ হইতে কাঁটা ঝোপ সংগ্রহ করিয়া আনিত এবং তাহা দ্বারা আমরা জ্বালানি কাঠের অভাব পূরণ করিতাম। আজিজিয়া থাকিতে আমাদের ছত্রিশজনের জন্য প্রতিদিন দুইটী করিয়া পারস্য

দেশীয় পার্বত্য ছাগ আহার করিতে পাইতাম। কমিসারিয়েট হইতে প্রথামত চাল, আটা, ঘি, গুড়, চা, লবণ, মসলা প্রভৃতি পাইতাম। মসলার মধ্যে কেবল রসুন ও লঙ্কা। মধ্যে মধ্যে সে দেশের কফির বীজ আমাদের দেওয়া হইত, আমরা তাহা তাওয়ায় সেঁকিয়া গুঁড়া করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতাম। কখন কখন "ওয়ার গিফ্ট" হইতে আমরা পরিষ্কার চিনি পাইতাম। ইহা ব্যতীত ক্যানটিন বা ভ্রমণশীল দোকান হইতে আমরা টিনে রক্ষিত মাছ, মাংস, মাখন, জ্যাম্, বিস্কুট, সিগারেট প্রভৃতি যথেচ্ছা ক্রয় করিতে পাইতাম। নদীতে যথেষ্ট মাছ ছিল, আমরা প্রায়ই কাপড় ছাঁকা দিয়া প্রচুর ট্যাংরা ও মৌরলা মাছ ধরিতাম; কখন কখন বেদুইনেরা মাছ বিক্রয় করিতে আসিত। এ দেশের মুসলমানেরা আঁশবিহীন মাছ আহার করে না বলিয়া বোয়াল, আইড় ও টেংরা অতি অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যাইত। একপ্রকার বৃহৎ আকারের মাছ পাওয়া যাইত, দেখিতে আমাদের দেশের মহাশোলের ন্যায়। সাহেবরাও ইহাকে "মাহাশিসার" বলিতেন কিন্তু মহাশোলের সুস্বাদ ইহাতে নাই। এ দেশে মৃগেল মাছই বড় মাছের মধ্যে প্রধান মাছ। রুই অথবা কাৎলা পাওয়া যায় না। ছোট মাছের ভিতর ট্যাংরা, পুঁটি, মৌরলা, খয়রা, বাটা, প্রভৃতি মাছ দেখিয়াছি। নদীতে বোয়ালের সংখ্যাই যেন বেশী বলিয়া বোধ হয়। বসরার নিকটবর্ত্তীস্থানে ইলিস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা একেবারে বিস্বাদ।

এল-কুটনিয়াতে আমাদের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সামান্য অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, অন্যান্য সিপাহীদের নিকট ও আম্বুল্যান্সে গোরাদের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধসমূহের গল্প শুনিয়া তাহা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতাম। কাপ্তেন ম্যাক্‌বেডি চম্পটীবাবুর নিকট এ সম্বন্ধে গল্প করিতেন।

এল্ কুটনিয়ার ব্যাপারের কিছুদিন পরেই ছাউনিতে বেশ একটু ব্যস্ততার ভাব দেখা গেল। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী ট্রান্সপোর্ট পার্কের গাড়ী গুলি এক দিন বৈকালে পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। ইহার দুদিন পর কর্ণেল আদেশ দিলেন যে আমাদের শীঘ্রই স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; কতদিনের জন্য এবং কতদূর যাইতে হইবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। বাহিনীর গতি যতদূর সম্ভব দ্রুত করিবার জন্য ট্রান্সপোর্ট কার্টগুলি যতদূর সম্ভব হাল্কা করিয়া বোঝাই করিতে হইবে এবং সেই জন্য অত্যাবশ্যক জিনিষ পত্র ছাড়া আমরা অন্য কিছু সঙ্গে লইতে পারিব না। আমরা আমাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি গ্রাউণ্ড শীটে বাঁধিয়া ইঞ্জিনিয়ারদের আড্ডায় রাখিয়া দিলাম। কিট্ ব্যাগগুলি একটী সার্ট, এক জোড়া হাফ্প্যাণ্ট একখানা তোয়ালে, সাবান এবং টিনের কৌটায় রক্ষিত খাদ্য দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া ফেলিলাম। তাঁবু দুটী বাহিনীর সহযাত্রী একটী ষ্টীমারে উঠাইয়া দিলাম।

১৫ই নভেম্বর (১৯১৫) প্রাতে আমরা অগ্রসর হইবার আদেশ পাইলাম। আমাদের জন্য আনীত গাড়ী দুইখানির একটীতে আমাদের কিট্ ব্যাগগুলি শক্ত করিয়া বাঁধিলাম, কারণ সেগুলি পথে আবশ্যক হইবে না। অন্য গাড়ীতে আমাদের কম্বলগুলি, রসদের থলি ও জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষে বোঝাই করিলাম। আমাদের হ্যাভারস্যাকে বা ঝোলায় গেঞ্জি, তোয়ালে, কামাইবার সরঞ্জাম, নোটবুক, পেন্সিল, ছুঁচ, সূতা, বোতাম, কাঁচি, রঙ্গীন চশমা ও একদিনের উপযোগী খাদ্যপূর্ণ রেশন টিন থাকিত। কুচের সময় আমরা বামদিকে হ্যাভারস্যাক ও ডানদিকে জলের বোতল ঝুলাইয়া লইতাম। মেসোপটেমিয়ার প্রখর সূর্য্যরশ্মি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের রঙ্গীন চশমা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু

ইহার লোহার ফ্রেম রৌদ্রে এত গরম হইয়া উঠিত যে আমাদের পক্ষে সেগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। পথ পর্য্যটনের ক্লেশ লাঘব হইবে বলিয়া আমরা সকলেই সঙ্গে কিছু লজেঞ্জ রাখিতাম। হাঁটিতে হাঁটিতে সেগুলি চুষিলে শ্রমের অনেকটা লাঘব হইত। এ উপদেশ আমরা আ-মারার কর্ণেল নটের নিকট পাইয়াছিলাম। বৈকালে তিনটার সময় আমরা আজিজিয়া পরিত্যাগ করিলাম। বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর যে বহুদূরব্যাপী বস্ত্রাবাসের ছাউনি পড়িয়াছিল তাহা এখন অদৃশ্য হইয়াছে। ষ্টীমার, মেহালা, বোট ও ছোট নৌকাগুলি চলিয়া যাওয়াতে নদীটিকেও অত্যন্ত নগ্ন দেখাইতেছে।

আজিজিয়ায় একটি ক্ষুদ্র সিপাহীর দল রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। আজিজিয়া ও বোগদাদের মধ্যবর্ত্তী কোনস্থানে তুর্কীরা অবস্থান করিতেছিল। প্রধান সেনাপতি নিক্সন, ৬ষ্ঠ সংখ্যক পূণা বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল টাউনসেণ্ডকে ঐ তুর্কীবাহিনী আক্রমণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, আমরা সেই আক্রমণে অগ্রসর হইতেছি।

(৮)

আক্রমণ

আমরা বৈকালে এল্-কুট-নিয়া পৌছিলাম। সমগ্র পূণা ডিভিসন ও ৩০শ ব্রিগেড্ তখন এল্-কুট্-নিয়াতে ছাউনি ফেলিয়াছিল এবং আমরাও আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে তাম্বু খাটাইয়া লইলাম। এখানে কাজের মধ্যে সকালে ও সন্ধ্যায় পুরা পোষাকে মার্চ্চ অভ্যাস করা ব্যতীত আমাদের আর কোন কাজ ছিলনা। আমাদের ছাউনির

নিকটেই ৭৬ সংখ্যক পাঞ্জাবী রেজিমেণ্ট তাম্বু ফেলিয়াছিল। তাহাদের লাল টকটকে চেহারা ও উন্নত দেহ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই রেজিমেণ্টের বৃটীশ কর্ম্মচারীরাও সিপাহীদের মত কুর্ত্তি ও পাগড়ী পরিধান করিতেন। একদিন সকালে আমরা মার্চ্চ করিয়া ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় সংবাদদাতা জেনারেল টাউনসেণ্ড চম্পতী বাবুকে আহ্বান করিয়া কিয়ৎকাল তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া চলিয়া গেলেন। এখানে মাত্র চার দিন থাকিয়া পঞ্চম দিন বৈকালে আমরা এল্-কুট্-নিয়ার ছাউনি উঠাইয়া কুচ আরম্ভ করিলাম এবং সাত মাইল দূরবর্ত্তী জিউর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একটা বহুদীর্ঘ ও গভীর ট্রেঞ্চ খনন করিয়া তুর্কী সৈন্যের একটী দল অবস্থান করিতেছিল, আমাদের আগমনে ইহারা স্থানটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা প্রায় সন্ধ্যা এখানে পৌছিলাম ও নদীর অতি নিকটে আমাদের জিনিষপত্র নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিছুকাল পর মেজর ব্যারার্ট আসিয়া আমাদের বলিলেন যে ক্যাম্পের চারিপাশে ট্রান্সপোর্ট গাড়ীগুলি ও ঘাসের গাদার আঁটিগুলি সাজাইয়া লও কারণ, রাত্রে আরব ডাকাতেরা তীর ছুঁড়িতে পারে। আমরা অ্যাম্বুল্যান্সের ডুলি বেহারাদের লইয়া কাজটী সমাধা করিয়া লইলাম। এই প্রথম আমাদের অফিসারেরা আমাদের নিজ হস্তে কার্য্যের ভার দিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের দলের প্রাইভেটরা ও অ্যাম্বুল্যান্সের অন্য ডুলি বেহারাদের নন্-কমিশণ্ড অফিসার রূপে কাজ করাইত। কাজ শেষ করিয়া আমরা নদীতে স্নান করিতে গেলাম। নদীর পাড় অতিশয় খাড়া বলিয়া স্যাপারের দল পাড়টি ঢালু করিতেছিল। আমরা তুষার শীতল জলে স্নান করিয়া লইলাম। নদীর ধারে আমাদের ছাউনির অতি নিকটেই ফায়ার ফ্লাই নামক গান্‌বোট নঙ্গর করিয়াছিল ও মধ্যে মধ্যে সার্চ্চ লাইট ফেলিয়া অপর পার দেখিয়া লইতেছিল। আমরা শুনিলাম

একদল শত্রুসৈন্যকে আমাদের ক্যাম্পের দিকে আসিতে দেখা গিয়াছে। পাড়টি ঢালু হইলে সেস্থানে একটি নৌকার সেতু নির্ম্মিত হইল ও একটী পদাতিকের দল নদী পার হইয়া নদীর দক্ষিণ পারে পাহরার কাজ করিতে চলিয়া গেল। আমরা পুণরায় ক্যাম্পে আসিবার সময় দেখিলাম যে নদীর কিনারে ক্যাম্প খাটে জেনারেল্ মেলিস (Sir Charles Mellis) ঘুমাইতেছেন। অসম সাহসিকতার জন্য ইঁহার খ্যাতি ছিল ও ইনি V. C. পদবীধারী ছিলেন। ইনি বলিতেন যে অনাবশ্যক সাবধানতার কোনও প্রয়োজন নাই। সম্মুখেই বন্দুকধারী শান্ত্রী—আমাদিগকে ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া কলরব করিতে নিষেধ করিল।

আমরা আহারাদির পর শয়নের ব্যবস্থা করিতেছি এমন সময় নদীর ওপারে কড় কড় শব্দে বন্দুকের আওয়াজ হইয়া উঠিল ও আমাদের ক্যাম্পের উপর দিয়া শোঁ শোঁ শব্দে আরবীদের মোটা বোরের বন্দুকের গুলি চলিতে লাগিল। আমাদের নিকটবর্ত্তী ফায়ারফ্লাই হইতে তাহার বৃহদাকার তোপটী দুইবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আমরা এইবার সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম যে আমরা শত্রুদলের কত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। সে রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল এবং ভোর বেলায় আমরা শুনিতে পাইলাম যে প্রধান সেনাপতি জেনারেল্ নিক্‌সন্ (Nixon) সমুদয় ডিভিসনটী পরিদর্শন করিবেন। আমরা বেলা ৯টার সময় আনড্রেস্ ইউনিফর্ম্মে অর্থাৎ কোমরবন্ধ ইত্যাদি না পরিধান করিয়া, আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফল্-ইন করিলাম। প্রধান সেনাপতি অশ্বারোহণে যখন আমাদের দলের সম্মুখে আসিলেন তখন চম্পটী আমাদের অ্যাটেন্‌সন্ করাইয়া অভিবাদন করিলেন। সেনাপতি বলিলেন "আমি তোমাদের কথা শুনিয়াছি, তোমাদের দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম," পরে আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যথেষ্ট খাওয়া ও যথেষ্ট কার্য্য করিতে পাইতেছি কিনা। আমাদের

তখন পর্য্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে দলপতি ভিন্ন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সহিত কথা বলিবার অধিকার কাহারও নাই। আমরা নিরুত্তর থাকিলাম। সেনাপতি বলিলেন যে ইহারা কি ভাষা বলে? চম্পটী যখন বলিলেন যে সকলেই ইংরাজী বুঝে তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "Enough to eat and enough to do?" আমরা বলিলাম যে যথেষ্ট খাইতে পাইতেছি বটে, তবে যথেষ্ট কার্য্য নাই। সেনাপতি সহাস্যে বলিলেন, শীঘ্রই যথেষ্ট কার্য্য করিতে পাইবে। মেজর ল্যাম্বার্ট সর্ব্বদাই আমাদের ২নং ফিল্ড অ্যাম্বুলান্স হইতে স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতে দিতেন। যদিও আমাদের দলে মাত্র ৩৬ জন লোক ছিল এবং আমরা ২নং ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের অধীন ছিলাম তবুও জেনারেল্ প্যারেডে চম্পটী বাবুকে অফিসারের ন্যায় পদমর্য্যাদা দিতেন।

বৈকালে আমরা হুকুম পাইলাম যে আমাদের সেই দিনই পুনরায় অগ্রবর্ত্তী হইতে হইবে। সেদিন অসুস্থতার জন্য আমি প্রধান দলটি হইতে বিচ্যুত হইয়া সেকেণ্ড লাইন অব্ ট্রান্সপোর্টের সহিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বেলা ৩টার সময় অন্যান্য সকলে চলিয়া গেল, আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রওনা হইলাম ও কয়েক মাইল চলিবার পরই মেসো-পটেমিয়ার অন্ধকারময় সন্ধ্যার কবলে পড়িলাম। পথ ভুল হইবার ভয়ে আমাদের কলামটি অতি মৃদু গতিতে চলিতে লাগিল এবং রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেলে ভার প্রাপ্ত অফিসারেরা বুঝিলেন যে আমাদের পথ ভুল হইয়াছে। শত্রু-সমাকুল দেশে আন্দাজে ইতস্ততঃ না চলিয়া আমরা মাঠের মাঝখানে হল্ট করিলাম এবং আমাদের পৌঁছিতে দেরি দেখিয়া প্রধান দলটী হইতে লাইট ছোড়া হইতে লাগিল। আমরা সেই লাইট দেখিয়া দিক্ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাত্র প্রায় ১০টার সময় শিবিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। শুনিলাম সেদিন দলের সকলের অত্যন্ত খাটিতে হইয়াছে কারণ শত্রুর অবস্থান আবিষ্কার করিবার জন্য সমগ্র ব্রিগেড্‌গুলিকে একস্‌টেণ্ড্ করিয়া

অগ্রসর হইতে হইয়াছিল এবং ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিতে সকলকে প্রায় ২৫ মাইল পথ হাঁটিতে হইয়াছে। সেকেণ্ড লাইনে আসিয়াছি বলিয়া সহযোগীদের কৃত্রিম ঈর্ষা উপভোগ করিয়া কুঠার হাতে কাঠ কাঁটিতে লাগিয়া গেলাম এবং ১১ টার মধ্যে সকলে মহোল্লাসে গরম গরম খিচুড়ি খাইয়া মুক্ত আকাশতলে কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। সেই পনের হাজার লোকের মধ্যে একটিও কথাবার্ত্তা শোনা যাইতেছিল না। কেবল নদীর উপর ষ্টীমার হইতে বেতার যন্ত্রগুলি গুঞ্জন করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে প্রহরীদের কার্য্য পরিদর্শক ভিজিটিং রাউণ্ডের শব্দ কানে আসিতে লাগিল।

আমরা যেস্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম তাহার নাম ল্বাজ। স্থানটী সেনাপতি নুরুদ্দিনপাশার প্রধান শিবির টেসিফোন হইতে মাত্র ৮ মাইল তফাতে। যুদ্ধ যতই আসন্ন হইয়া উঠিতেছিল আমরাও ততই উৎসুক হইয়া পড়িতেছিলাম। ডাক্তার মহাজনী আমাদের রোজকার বিশেষ সংবাদগুলি দিয়া যাইতেন এবং আমরা অ্যাম্বুল্যান্সের অন্যান্য লোকদের নিকট যুদ্ধের সময় ঠিক কি অবস্থা হয় তাহার খোঁজ লইতাম। এ বিষয়ে কাপ্তান ম্যাক্ রেডী আমাদের প্রধান উপদেশক ছিলেন। তিনি বলিলেন সম্মুখে শেল্ পড়িলে কখনও পিছন ফিরিয়া পলাইও না কারণ স্প্রাপনেল ছুটিয়া তাহাতে গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা বেশী, শেল দেখিলেই তাহারই দিকে ছুটিয়া যাইও। বলা বাহুল্য, উপদেশটী শুনিয়া আমরা দন্তবিকাশ নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই।

ল্বাজে আমরা দুই দিন বিশ্রাম করিয়া লইলাম। তৃতীয় দিন ভোর বেলায় জেনারেল্ ষ্টাফ অশ্বারোহণে শত্রু শিবিরের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাদের অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক তথ্য লইয়া আসিলেন এবং বৈকালে আমরা সংবাদ পাইলাম যে আমাদের সেই রাত্রেই অগ্রসর হইয়া ভোর বেলায় টেসিফোনের ট্রেঞ্চ শ্রেণী আক্রমণ করিতে হইবে।

আমরা বৈকালে দাড়ী কামাইয়া ও স্নান করিয়া লইলাম, ও যতদূর সম্ভব পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরিধান করিলাম। হ্যাভারস্যাক হইতে আরও কিছু জিনিষপত্র কিট্ ব্যাগে ভর্ত্তি করিয়া নিজেরা হাল্কা হইয়া লইলাম। লুচি, ডাল, টিনের মাংস প্রভৃতি দ্বারা নৈশ আহার সমাধা করিলাম ও রেসন টিনগুলিতেও আহার্য্য ভর্ত্তি করিয়া লইলাম। রাত্র ১২টার সময় আমাদের মার্চ্চ আরম্ভ হইল।

টাউনসেণ্ড আক্রমণকারী বাহিনাটিকে এ, বি, সি এই তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন ও অশ্বারোহী ব্রিগেডও অশ্বতর বাহিত গাড়ীতে আরোহী একটি রেজিমেণ্ট লইয়া জেনারেল মেলিসের অধীনে একটি ফ্লাইং কলাম বা দ্রুতগামী দল গঠিত হইল।

জেনারেল ডিনামেইনের উপর Column A লইয়া তুর্কীদের প্রথম ট্রেঞ্চ শ্রেণীর মর্ম্মস্থান বা ভাইটাল পয়েণ্ট বলিয়া পরিচিত একটি রিডাউট (বৃত-বদ্ধ মাটির টিলা) আক্রমণ করিবার ভার পড়িল। Column A ১৬ ব্রিগেড লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং আমরা এই কলামটির সহিতই সংযুক্ত হইলাম, তাহাদের অ্যাম্বুল্যান্সের কার্য্য করিবার জন্য।

২১শে নভেম্বর রাত্র ৯টার সময় আমরা মার্চ্চ আরম্ভ করিলাম। নৈশ আক্রমণের নিয়মগুলি সঠিক পালিত হইতে লাগিল এবং আমরা ধীর গতিতে নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে মধ্যে গোলাকৃতি শুষ্ক পুষ্করিণীর ন্যায় উঁচু পাড় বেষ্টিত স্থান অতিক্রম করিতে হইতেছিল। শুনিলাম সেগুলি পুরাকালীন জলাধার। গ্রীষ্ম-কালে এইগুলিতে চাষের জন্য জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত। কখনও আমরা ইষ্টকপূর্ণ ঢিবির উপর দিয়া চলিতেছিলাম। এইগুলিই পুরাতন গ্রীক্ নগরী টেসিফোনের ধ্বংসাবশেষ। এইরূপে চলিয়া রাত্র ৪টার সময় আমরা একটি দীর্ঘাকৃতি বালির টিলার পশ্চাতে হল্ট করিলাম ও শুইয়া পড়িলাম। এই রাত্রে আমাদের শীতের দরুণ বিশেষ কষ্ট পাইতে

ভয় নাই কারণ সকলের গায়েই মোটা জামা ও তাহার উপর বৃটিশ ওয়ার্ম্মার নামক পুরু গরম কোট ছিল ও হাতে পশমের দস্তানা ছিল।

আমরা ঘুমের মধ্যেই শুনিতে পাইলাম আমাদের বাম দিকে বহু দূরে তোপ চলিতেছে। আমরা বুঝিতে পারিলাম যে সেনাপতি হাউটন (Houghton) তাহার ১৭ সংখ্যক ব্রিগেড লইয়া তুর্কী ট্রেঞ্চের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়াছেন। আমাদের এ অনুমানটী ভুল ছিল এবং সে সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বলিতেছি।

(৯)

টেসিফোনের যুদ্ধ।

বাগদাদ হইতে ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে টাইগ্রিসের বাম তীরে পুরা-কালীন গ্রীক নগরী টেসিফোনের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। ইহারই অতি নিকটে সুলেমাইনপাক্ নামক একটী ছোট বেদুইন গ্রাম। তাহার অতি নিকটে টাগ-কিসরা নামক বিখ্যাত বিজয় তোরণ। পারস্য দেশের নরপতি সম্রাট খসরু বাগ্‌দাদ বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ এই তোরণটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সামরিক মানচিত্রে ইহাকে আর্চ-অফ টেসিফোন্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল।

এসিনের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সেনাপতি নুরুদ্দিন পাশা বাগ্‌দাদ রক্ষার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য টেসিফোনের নিকট ট্রেঞ্চ (খাল) খনন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। টেসিফোন ও সুলেমাইন পাকের নিকটেই তুর্কীদের প্রথম ট্রেঞ্চ শ্রেণী, তাহার প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণী, এবং টেসিফোন হইতে পাচ মাইল পশ্চিমে ডিয়ালা

(Diala) নদীর অপর পারে তাহাদের তৃতীয় ট্রেঞ্চ শ্রেণী খনন করা হইয়াছিল। টেসিফোনের নিকটবর্ত্তী টাইগ্রিসের বক্রগতির জন্য প্রথম ট্রেঞ্চ শ্রেণী হস্তগত না করিয়া বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হওয়া বৃটিশ বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব ছিল, এবং সে চেষ্টা করিলে তুর্কীরা তাহাদের সুরক্ষিত স্থান হইতে আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করিতে সমর্থ হইত। এই সকল বিবেচনা করিয়া জেনারেল টাউনসেণ্ড সর্ব্বপ্রথমে এই প্রথম ট্রেঞ্চ শ্রেণীটী আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হন।

সপ্তদশ বিগেডের নেতা জেনারেল হাউটন সর্ব্বপ্রথমে আর্চ অব টেসিফোনের নিকটবর্ত্তী তুর্কী ট্রেঞ্চ আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হন। কথা থাকে যে ১৭ ব্রিগেড ট্রেঞ্চটী দখল করিয়াই প্রথম লাইনের মধ্যস্থিত রিডাউট (Redoubt) বা দুর্ভেদ্য স্থানে আক্রমণ করিবে এবং সেই অবসরে ১৬ বিগেড সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া রিডাউটটি দখল করিয়া লইবে। যে সময় ১৬ বিগেড আক্রমণে অগ্রসর হইবে সে সময় দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ১৮ বিগেড রিডাউটের উপর গোলা চালাইয়া ১৬ ব্রিগেডের সাহায্য করিবে এবং ৩০ বিগেডের সহায়তায় দ্বিতীয় লাইনটী আক্রমণ করিয়া ডিয়ালা নদীর পথ বন্ধ করিবে। প্রথম লাইনের মধ্যস্থিত রিডাউট দখল করিতেই আমাদের ফৌজের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। ইহা হস্তগত হইলেই যে তুর্কীরা প্রথম লাইন ট্রেঞ্চ ত্যাগ করিয়া হটিয়া যাইবে তাহা টাউনসেণ্ড বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই রিডাউটকেই যুদ্ধের মানচিত্রে ভি, পি (V. P.) অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন। ভি, পি, অর্থ ভাইটাল পয়েণ্ট বা মর্ম্মস্থান। টেসি-ফোনের যুদ্ধের পর এই রিডাউটটিকে আমরা সকলে ভি, পি, পয়েণ্ট বলিয়া উল্লেখ করিতাম।

জেনারেল হাউটন্ শেষ রাত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু সেদিন তাঁহার প্রতি ভাগ্যদেবী বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। নদীর নিকট দিয়া

যাইবার সময় বৃটিশ মানোয়ারী জাহাজ বহরের অধ্যক্ষ, তুর্কী ফৌজ মনে করিয়া তাঁহার উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করেন। আলোকের সংকেত করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া হাউটন্ পুণর্ব্বার অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় তাঁহার বাম পার্শ্বস্থিত বুস্তান নামক গ্রাম হইতে একটি তুর্কীদল ১৭ ব্রিগেডের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। ইহা-দিগকে বিতাড়িত করিয়া হাউটন যে সময় তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ট্রেঞ্চ শ্রেণী আক্রমণ করেন, তখন বেলা ৭টা বাজিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের গোলমালে তুর্কীরা উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া প্রথম শ্রেণীতে অধিকতর সৈন্য আনয়ন করিতে আরম্ভ করে এবং হাউটনকে প্রচণ্ড বাধা প্রদান করিতে থাকে। তুর্কীরা যখন প্রথম শ্রেণীটা অধিকতর দৃঢ় করিবার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিতেছিল, তখন তাহাদের ছাউনিতে ব্যস্ততা দেখিয়া জেনারেল ডিলামেইন মনে করিলেন, তুর্কীরা পালাইতেছে এবং অক্রমণের ইহাই উৎকৃষ্ট সুযোগ মনে করিয়া ১৮ ব্রিগেডের সাহায্য ব্যতিরেকেই ভি, পি রিডাউট অক্রমণ করিয়া এক ঘণ্টার যুদ্ধের পর তাহা দখল করিয়া লন। ভি পি দখল করার পর ডিলামেইন, জেনারেল হাউটনের সাহয্যে অগ্রসর হইয়া যান এবং ডিভিসনের নেতা জেনারেল টাউনসেণ্ড সদলবলে ভিপিতে উপস্থিত হন। ১৬ ব্রিগেডের সহায়তায় জেনারেল হাউটন প্রথম তুর্কী ট্রেঞ্চ শ্রেণী দখল করিয়া লন এবং ইহার কিছু পরে সমগ্র ডিভিসনটি তূর্কীদের দ্বিতীয় লাইন অক্রমণ করিতে থাকে। ভোর পাঁচটায় অন্ধকার একটু তরল হইতেই আমরা উঠিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচালী সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে র‍্যাসন টিনে চা তৈয়ারি করিয়া রাত্রের আনিত খাবার খাইয়া লইলাম। আমাদের সম্মুখে প্রায় এক মাইল দূরে তুর্কী অশ্বারোহীর দল সংবাদ সংগ্রাহকের কাজ করিতেছে দেখা গেল। বেলা প্রায় ৬টার সময় ১৬ ব্রিগেডের যোদ্ধারা তাহাদের গরম কোটগুলি ফেলিয়া দিয়া

একৃষ্টেণ্ড করিল ও বন্দুক হাতে ধীর পদক্ষেপে আক্রমণে অগ্রসর হইয়া গেল।

১৬ ব্রিগেডের পদাতিকের দল অগ্রসর হইয়া চলিয়া যাইবার ১৫ মিনিট পরেই কাপ্তেন মার্ফি (Murphy. R. A. M. C.) আমাদের "প্রসারিত হইবার" আদেশ প্রদান করেন এবং তাহার কিছু পরেই আমরাও সেই দীর্ঘাকৃতি টিলাটি উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে থাকি। প্রায় অর্দ্ধ মাইল চলিবার পর আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের সম্মুখভাগে রীতিমত যুদ্ধ চলিতেছে। রাইফেল ও মেসিনগানের আও-য়াজে তখন চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সমগ্র আর্টিলারি ব্রিগেডের তোপ গুলির গর্জ্জনে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ। আমরা শুইয়া পড়িবার হুকুম পাইলাম। শুনিতে পাইলাম আমাদের মাথার উপর দিয়া অজস্র বুলেট্ ছুটিতেছে। বুলেট গুলি বাতাস ভেদ করিয়া যাইবার সময় নানাবিধ শব্দ করিয়া যাইতেছিল। ৩০৩ বোরের ছুঁচাল বুলেটগুলি বায়ু ভেদ করিয়া যাইবার সময় মার্জ্জার শিশুর ন্যায় মিউ মিউ শব্দ করিয়া যায়। আরবী ইরেগুলার সিপাহীদের অপেক্ষাকৃত স্থূলতর বোরের বন্দুকের বুলেট ভ্রমর গুঞ্জনের অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত প্রায় প্রতি সেকেণ্ড অন্তরই তোপের আওয়াজ শুনিতে পাইতে-ছিলাম এবং তাহাদের শেলগুলি দূর হইতে হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া এবং নিকটে শঙ্খধ্বনির অনুকরণ করিয়া উর্দ্ধে, উভয়পার্শ্বে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে সশব্দে ফাটিয়া যাইতেছিল। কতকগুলি শেল্ ফাটিয়া না যাইয়া ক্ষেত্রের উপর পড়িতেছিল। সে চমৎকার দৃশ্য ও অভিনব শব্দ সঙ্গীতে বোধ হয় অতি কাপুরুষেরও পুরুষ স্বভাবজাত যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠে। হাতিয়ার হাতে সম্মুখস্থ বীরগণের যশের ভাগী না হইয়া, ষ্ট্রেচার হাতে পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর হঠাৎ একটি গুলি আসিয়া প্রাইভেট মহেন্দ্র মুখার্জ্জির ললাটে লাগিল। তাহার অকস্মাৎ উঃ শব্দে আমরা ফিরিয়া দেখি যে তাহার কপাল হইতে রক্তধারা বহিতেছে। বহুদূর হইতে আসিয়াছিল বলিয়া আঘাতটি মারাত্মক হয় নাই। আমরা মুখার্জ্জির মস্তকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম এবং কাপ্তেন মার্ফি তাহাকে দ্বিতীয় লাইন ট্রান্স পোর্টে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর আমরা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলাম ও কয়েকটি আহত সিপাহীকে ষ্ট্রেচারের উপর বহিয়া আনিয়া তাহাদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। আহত সিপাহীদের যে স্থানে রাখিয়াছিলাম তাহার নিকট একটা বৃহৎ রেড ক্রশ পতাকা প্রোথিত করা হইল। কাপ্তেনের আদেশে আমরা অধিকতর ‘প্রসারিত’ হইয়া আমাদের সম্মুখবর্ত্তী ময়দানে আহতের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম এবং আহত পাইলেই তাহাদিগকে ড্রেসিং ষ্টেসনে আনয়ন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে লাগিলাম। অনুসন্ধানের সময় আমরা বহুসংখ্যক মৃতদেহ অতিক্রম করিতে লাগিলাম এবং পূর্ব্ব আদেশ মত তাহাদের নাম নম্বর সংযুক্ত আইডেণ্টিটি চাকতিগুলি তাহাদের গলদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এই টিনের চাকতি গুলি হইতেই পরে ক্যাজুয়াল্‌টী রোল বা মৃতের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে। আমরা যে সময় অনুসন্ধান করিয়া আহত সংগ্রহ করিতেছিলাম সে সময় যুদ্ধ্যমান রেজিমেণ্ট সকল হইতে রেজিমেণ্টাল ষ্ট্রেচার বেয়ারারের দলও আহত লইয়া আমাদের পৌঁছাইয়া দিতেছিল। প্রতি রেজিমেণ্টের সহিত যে ডাক্তারেরা থাকেন তাঁহারা কোন রকমে গুলি বৃষ্টির মধ্যে ইহাদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছেন। আমরা সেগুলি পুনরায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলাম।

প্রথম ড্রেসিং ষ্টেশনে প্রায় পঞ্চাশজন আহতের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া ও তাহাদের সাধ্যমত জলপান করাইয়া আমরা আরও অধিকদূরে

অগ্রসর হইয়া গেলাম। যে আহতদের আমরা পশ্চাতে রাখিয়া গেলাম তাহাদের ক্লিয়ারিং হস্‌পিটালের গাড়ী আসিয়া পশ্চাদবর্ত্তী হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার কথা। যুদ্ধের প্রচণ্ডতার জন্য হাঁসপাতালের এই ব্যবস্থাটী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। ৬ষ্ঠ ডিভিসনের ব্রিগেড সকল যে সময় তুর্কীদের দ্বিতীয় ট্রেঞ্চ শ্রেণী আক্রমণ করিতেছিল, সে সময় ৩০ ব্রিগেডকে বাধ্য হইয়া তাহাদের সাহয্যে অগ্রসর হইতে হয় এবং দক্ষিণভাগ সম্পূর্ণ অরক্ষিত থাকায় তুর্কী ও আরবী রেশালা আমাদের দ্বিতীয় লাইন অফ-ট্রান্সপোর্ট আক্রমণ করে। জেনারল মেলিস্ তাহার অশ্বারোহী ব্রিগেড লইয়া ইহাদের বিতাড়িত করেন এবং দ্বিতীয় লাইনকে ল্বাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দেন। ক্লিয়ারিং হস্‌পিটাল ও দ্বিতীয় লাইনের সহিত ক্যাম্প ল্বাজ্ এ প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং ২২ শে নভেম্বর আমরা তাহার সাহায্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হই।

আমরা তখন এ বিষয় অবগত ছিলাম না এবং ক্লিয়ারিং হস্‌পিটালের উপর নির্ভর করিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম। তখন পর্য্যন্ত সমান ভাবে যুদ্ধের গর্জ্জন চলিয়াছে এবং অবিশ্রান্ত গুলি ও গোলা বৃষ্টি হইতেছে। আমাদেরই কিছুদূরে দক্ষিণ দিকে যে ব্যাটারী যুদ্ধ করিতেছিল তাহার দুটী গান্ টিমের উপর শত্রু পক্ষের গোলা আসিয়া পড়িয়া অশ্ব সকল ও তাহাদের চালকদের নিহত করিল। একটি ষ্ট্রেচার বেয়ারারের দল আমাদের নিকটে একটি আহত পৌছাইয়া দিয়া কিছু দূরে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল, এমন সময় একটি গোলা তাহাদের উপর পতিত হইয়া তাহাদের চারিজনকেই নিহত করিল এবং উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকার দ্বারা অর্দ্ধপ্রোথিত করিল। যদিও আমাদের অতি নিকটেই এই হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় মহেন্দ্র মুখার্জ্জির পর আমাদের দলের আর কেহই সেদিন আহত হয় নাই।

বেলা প্রায় ১টার সময় আমাদের সম্মুখবর্ত্তী পদাতিকের শ্রেণীটি আকারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং কাপ্তেন মার্ফি বলিলেন যে তাহারা রিট্রীট বা পিছু হটিতেছে। কাপ্তেন বলিলেন ব্যাপার সুবিধার নয়। পদাতিক দলের নিকট হইতে অ্যাম্বুল্যান্সের নিয়মানুযায়ী দূরত্ব রাখিবার জন্য আমাদিগকে পিছু হটিতে আদেশ দেওয়া হইল। আমরা ক্রমে হটিয়া আমাদের প্রথম ড্রেসিং ষ্টেশনের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন প্রায় বেলা দুইটা হইয়াছে। এতাবৎকালে আমাদের সংগৃহীত আহতের সংখ্যা ২০০ শতের অধিক হইবে। এস্থানে আমরা বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্সের ৩৬ জন মাত্র কাজ করিতেছিলাম। ২নং ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের লোকেরা, প্রায় দেড়শত, অন্যত্র কার্য্য করিতেছিল এবং তাহাদের সংগৃহীত আহতের সংখ্যা ইহারও অধিক ছিল।

বেলা চারিটা পর্য্যন্ত এই স্থানে কার্য্য করিয়া পুণরায় আহতের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া গেলাম। যুদ্ধের বেগ যেন ক্রমে কমিয়া আসিতেছে বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমার সেক্‌সনটি একটি আহতকে উত্তোলন করিতেছে, এমন সময় প্রায় ২০৷২৫টী বুলেট আসিয়া আমাদের মধ্যে পড়িল। আমরা লক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছি বুঝিয়া তখনই শুইয়া পড়িলাম। কিছুপর উঠিয়া আহতটিকে ষ্ট্রেচারে উঠাইতেছি এমন সময় দেখিলাম গলদেশে জরির পাতা কাটা রক্তবর্ণ চিহ্নধারী একজন উচ্চপদস্থ ষ্টাফ্ অফিসার অশ্বারোহণে আমাদের দিকে আসিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেঙ্গল ?" অভিবাদন করিয়া বলিলাম, "হাঁ বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স।" তিনি নোটবুকে কিছু টুকিয়া লইলেন এবং ঘোড়া ছুটাইয়া প্রস্থান করিলেন।

আহতের ব্যঁবহারের জন্য আমাদের নিকটে যে টিঞ্চার আইওডিন ও পাণীয় জল ছিল তাহা অপরাহ্ন ৪টার সময়ই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কাপ্তেন মার্ফি এক চিরকুট দিয়া প্রাইভেট ললিত মোহন ব্যানার্জ্জিকে

সেকেণ্ড লাইনে পাঠাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, " যে কোন হাঁসপাতালে পাও এই জিনিষগুলি আনয়ন কর।" ললিত ব্যানার্জ্জি আর ফিরিয়া আসিল না ; এবং পরে শুনিলাম যে একজন ষ্টাফ অফিসার তাহাকে অরক্ষিত স্থানে ভ্রমণ করার জন্য তিরস্কার করিয়া নিকটস্থ একটি অ্যাম্বুল্যান্সে পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য যে, ইহার বহুপূর্ব্বে সেকেণ্ড লাইন সে স্থান হইতে শত্রুপক্ষীয় অশ্বাদির আক্রমণের জন্য ক্যাম্প্ ঘাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সন্ধ্যা ৬টার সময় হাবিলদার চম্পটী প্রাইভেট বিনোদ চট্টোপাধ্যায়কেও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের জন্য পাঠাইয়া দেন কিন্তু বিনোদ চাটুর্য্যেও পূর্ব্বোক্ত অ্যাম্বুল্যান্সে আশ্রয় লয়।

অপরাহ্নের পর হইতেই আমরা জলাভাবে কষ্ট পাইতে লাগিলাম। সে ভীষণ রৌদ্রে ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম আমাদের নিজেদের জলের বোতল পূর্ব্বেই শূণ্য হইয়া গিয়াছিল। আমরা তখন মৃত সিপাহীদের জলের বোতল সংগ্রহ করিতে লাগিলাম এবং সেই জল দ্বারা আহত সিপাহীদের ও নিজেদের তৃষ্ণার কিঞ্চিৎ লাঘব করিলাম। রৌদ্রের প্রখরতায় বোতলের জল গরম হইয়া গিযাছে কিন্তু তখন তাহাই অমৃত তুল্য বোধ হইতেছিল।

এত কষ্টেও আহত যোদ্ধাদের সহিষ্ণুতা দেখিয়া আশ্চার্য্য হইতে হয়। কাহারও পাঁজড়ের অস্থি চূর্ণ হইয়া গিযাছে, কাহারও চোয়াল উড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারও মুখে একটু কাতরোক্তি নাই। যুদ্ধের সময়কার তীব্র স্নায়বিক উত্তেজনার পর আহত হইয়া যোদ্ধারা স্তব্ধ ও অসাড় হইয়া থাকে, কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। যাহা কিছু কাতরোক্তি সিপাহীদের মুখে শোনা যায় তাহা যুদ্ধের দুই কি তিন দিন পরে হাঁসপাতালে অস্ত্রোপচারের সময়। আমাদের সংগৃহীত আহতদের মধ্যে একজন বৃটিশ কাপ্তেন ছিলেন, তাঁহার দক্ষিণপদ গোলার আঘাতে হাঁটুর নিম্নদেশ হইতে একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ হস্তে

কণ্ঠ সংলগ্ন ক্রশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। আমরা যখন তাঁহাকে জলপান করাইলাম ও ষ্ট্রেচারে উঠাইবার পূর্ব্বে সেলাম করিলাম, তখন তিনি যে ম্লান হাস্য করিয়াছিলেন তাহা আজ এতদিন পরেও বেশ স্পষ্ট মনে হইতেছে। একজন পাঞ্জাবী সুবেদার মেজর কুক্ষিদেশে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার রসিকতার বিরাম ছিলনা। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা চমকিত হইয়া দেখিলাম যে, ষোড়শ রাজপুতের হাবিলদার খুবি সিং আহত হইয়া আমদের নিকট আনিত হইয়াছে। এই হাবিলদার খুবি সিং আলিপুর লাইনে সর্ব্বপ্রথম আমাদের ষ্ট্রেচার ড্রিল শিক্ষা দিয়াছিল। সে কিম্বা আমরা কখনও মনে করি নাই যে তাহার প্রদত্ত শিক্ষার পরিচয় তাহার দেহের উপরই প্রদান করিব। খুবি সিং মাত্র দুই দিন জীবিত ছিল। তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তাহার বাঙ্গালী শিষ্যেরা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাহার কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করিয়াছিল। খুবি সিং মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যার কিছু পর আমরা দেখিলাম যে, আমাদের সম্মুখ দিয়া অষ্টাদশ ব্রিগেড বামদিকে চলিয়া যাইতেছে। রিডাউট দখল করিবার পরই জেনারেল ডিলামেইন ষোড়শ ব্রিগেডের সিপাহীদের লইয়া তুর্কীদের দ্বিতীয় ট্রেঞ্চ শ্রেণী আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ময়দানের অবস্থিত ৮টী তুর্কী তোপ অধিকার করিয়াছিলেন। এই স্থানে ট্রেঞ্চের সম্মুখবর্ত্তী ভূভাগ অগ্নিসংযোগে চিহ্নিত করিয়া রাখা ছিল এবং সেই লক্ষ্যগুলির উপর তুর্কীরা পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মেসিন গান ও রাইফেলের পাল্লা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, ডিলামেইনের সিপাহীর দল এই স্থানটিতে আসিলে তাহাদের উপর যে প্রবল অগ্নিবৃষ্টি হইতে থাকে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ডেলামেইন ভিপিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং প্রধান সেনাপতির আদেশে সপ্তদশ ব্রিগেড় যে স্থানে অবস্থান

করিতেছিল সেদিকে চলিয়া যান। এইরূপে টেসিফোনের যুদ্ধের প্রথম দিন দ্বিপ্রহরের পর হইতেই আমরা নিজেদের ব্রিগেড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অষ্টাদশ ব্রিগেডের সহিত কার্য্য করিতেছিলাম।

সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই উভয় পক্ষের বন্দুক ও কামানের আওয়াজ থামিয়া গেল। কাপ্তেন মার্কি ও ডাক্তার মহাজনী, আদেশ আনয়নের জন্য ভিপিতে চলিয়া গেলেন। তাহারা চলিয়া যাইবার পর একজন ষ্টাফ অফিসার আসিয়া বলিলেন যে রাত্রিকালে আরবী ইরেগুলার দলের লোকেরা মৃত ও আহত সিপাহিদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তোমরা সেজন্য প্রস্তুত থাকিও। আমাদের দলে যে আহত সুবেদার মেজর ছিলেন, তাঁহার আদেশে অল্প আঘাত প্রাপ্ত সিপাহীরা তাহাদের বন্দুক ভর্ত্তি করিয়া ড্রেসিং ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে প্রস্তুত হইয়া রহিল। আরব লুণ্ঠনকারীরা রেডক্রশের মর্য্যাদা রক্ষা করে না। রাত্র ৭৷৷টার সময় ট্রান্সপোর্ট বিভাগের এক কপ্তেন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের কয়খানি গাড়ীর প্রয়োজন। তিনি ২০ খানি ট্রান্সপোর্ট ওয়াগন পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি আমাদের কাঁটা ঝোপ সংগ্রহ করিয়া একটি অগ্নিকুণ্ড (বনফায়ার) প্রস্তুত করিতে বলিলেন, যাহাতে রাত্রের অন্ধকারে তাঁহার গাড়োয়ানেরা আমাদের অবস্থান বুঝিতে পারে। আমরা তাঁহাকে বলিলাম যে আগুন দেখিয়া শত্রুপক্ষ গোলা চালাইতে পারে। কাপ্তেন গাড়ী পাঠাইবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাত্র ৮ টার সময় ডাক্তার মহাজনী আসিয়া বলিলেন যে সমগ্র ডিভিসন্ রিডাউটে কনসেনট্রেট করিতেছে এবং মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদের সেখানে যাইতে বলিয়াছেন। আমরা আমাদের ষ্ট্রেচারগুলি বোঝাই করিয়া রওনা হইলাম। যাহারা পড়িয়াছিল, তাহারা কাতর স্বরে বলিতে লাগিল—"আমাদের ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ বাবু লোক?" ট্রান্সপোর্ট

কোরের স্বীকৃত গাড়ী রাত্র প্রায় দুইটার সময় আসিয়া ইহাদিগকে ভিপি রিডাউটে আনয়ন করে।

প্রায় রাত্র ৯ টার সময় দুই মাইল হাঁটিবার পর আমরা ভিপিতে পৌছিলাম। অন্ধকারে, যুদ্ধের গোলমালে সমগ্র ডিভিসনটিতে একটা বিশৃঙ্খলার ভাব আসিয়াছিল। ভিপিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া টাউনসেণ্ড তাঁহার অধস্তন সেনাপতিদিগকে নিজ নিজ ব্রিগেড ঠিক করিয়া লইতে বলিলেন। আমরা রিডাউটে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে একটা হট্টগোল চলিতেছে। কোথায় যাইতে হইবে কিছু ঠিক নাই। একজন মেডিকাল অফিসার আসিয়া আমাদের সম্মুখে হ্যারিকেন্ লণ্ঠন ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন। বহু সংখ্যক ট্রেঞ্চে স্থানটী চষা ক্ষেতের ন্যায় দেখাইতেছিল। আমরা রিডাউটের পশ্চাতে আসিয়া পৌছিলাম, স্থানটি আহত সিপাহীতে পরিপূর্ণ। ২নং ফিল্ড অ্যাম্বুলান্সের ভার প্রাপ্ত আহতের সংখ্যাই প্রায় এক সহস্র হইবে; অফিসারদের জন্য একটী পৃথক স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং সেস্থানে প্রায় ৩০০ আহত বৃটিশ কর্ম্মচারী ষ্ট্রেচারের উপর শুইয়া আছেন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত লেফটনেণ্ট প্যাটেলকে আহত অবস্থায় দেখিলাম। ইনি মান্দ্রাজ হস্-পিটাল জাহাজে আমাদের সহিত আসিয়াছিলেন। পরদিন ভোর বেলায় ডাক্তার প্যাটেল প্রাণত্যাগ করেন।

রিডাউটে পৌছিবার পরই আমাদের কার্য্যের ভাগ করিয়া দেওয়া হইল; প্রতি আম্বুল্যান্সের অফিসারেরা বাঙ্গালীদের চাহিতে লাগিলেন। তাহাদের প্রতিজনের নিকট যে আহত বৃটিশ অফিসারদের ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের তত্ত্বধান করিবার জন্য বাঙ্গালীরা নিযুক্ত হইল। হাবিলদার অমরেন্দ্র চম্পটী, আমি ও অন্যান্য কয়জনে কার্নেল হেয়ারের আদেশ মত আহতদের গাড়ী হইতে নামান পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। প্রায় রাত্র ২৷৷০টা পর্য্যন্ত এই কার্য্য চলিল; গাড়ী

গুলি আহত বোঝাই করিয়া আমাদের নিকট আসিয়া তাহাদের নামাইয়া দিয়া পুনরায় আহত সংগ্রহের জন্য চলিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও আমাদের সহিত কাজ আরম্ভ করিলেন। তখন অন্ধকার এবং কার্য্যের চাপে পদমর্য্যাদা উঠিয়া গিয়াছে; সকলেই আহতদের বহন করিতে লাগিলেন, সম্মুখে একজন অফিসারকে দেখিয়া আমাদের বন্ধু ডাক্তার সিমেইন বলিলেন, "চলে এসো, হাত লাগাও।" অফিসারটি বলিলেন, "নিশ্চয়ই কারণ আমি ১৮ ব্রিগেডের ব্রিগেড্ মেজর।" বলিয়া আহত বহন করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন ম্যাক্‌রেডি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের হাবিলদার বাঁচিয়া আছে?" চম্পটী বাবু জীবিত আছেন শুনিয়া বলিলেন, "তাহার যুদ্ধদর্শনের সখ মিটিয়াছে কি?" চম্পটী বাবু নিকটেই ছিলেন, উত্তর তিনিই দিলেন।

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আমরা ছুটী পাইলাম। বেল ৬টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্র ৩টা পর্য্যন্ত অনবরত পরিশ্রম করিয়া আমাদের করতল ও স্কন্ধদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছিল এবং তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া গিয়াছিল। প্রাইভেট শিশির প্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর স্কন্ধদ্বয় অস্বাভাবিক স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। সুখের বিষয় যে সে ভীষণ পরিশ্রমে কাহারও একটুও ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই।

উন্মুক্ত আকাশতলে ভূমিশয্যায় শয়ন করিলাম। সে রাত্রে অত্যধিক শীত পরিয়াছিল এবং মোটা ওয়ার্মার গায়ে দিয়াও আমরা শীতে কাঁপিতেছিলাম। যে টিলাটির নিম্নে আমরা 'বিভোয়াক্' করিলাম তাহার উপরে দুটি তোপ উঠান হইয়াছিল। তাহারা দূর পাল্লায় তুর্কী তোপখানার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ (আর্টিলারি ডুয়েল) চালাইতে ছিল। দুইপক্ষের তোপখানাই গোলা চালাইয়া পরস্পরের কামান নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ইহা ব্যতীত সে রাত্রে আর কোন যুদ্ধ ভিপি রিডাউটে হয় নাই।

২৩শে নভেম্বর প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলাম যে সিপাহীরা স্থান ত্যাগ করিয়া রাত্রে খনিত ট্রেঞ্চে চলিয়া যাইতেছে এবং রিডাউট পাণ্টা আক্রমণ (কাউণ্টার অ্যাটাক্) হইতে রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমরা গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বাঁধিতে ডাক্তারদের সহায়তা করিতে লাগিলাম এবং আহতদের জলে গোলা টিনের দুগ্ধ বিতরণ করিলাম, এবং পরে আহতদের তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। ডিভিসনাল ষ্টাফ্ হইতে একজন অফিসার আসিয়া চম্পটী বাবুকে বলিলেন যে, সমবেত সিপাহীদের শুনাইয়া দাও যে ইহাদের একা যুদ্ধ করিতে হইবে না, আরও দুইটি ডিভিসন শীঘ্রই আমাদের সহিত মিলিত হইবে। চম্পটী তাঁহার জলদগম্ভীর স্বরে সকলকে সেই আশার বাণী শুনাইয়া দিলেন। তখন আমরা জানিতামনা যে সে দুই ডিভিসন ফ্রান্স হইতে আসিয়া তখনও জাহাজের জন্য মিশরে অপেক্ষা করিতেছে। প্রধান সেনাপতি জেনারেল্ নিক্সন কয়েকঘণ্টার জন্য আসিয়া পুনরায় নিজের নির্দ্দিষ্টস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

বেলা ৯টার সময় আমরা শুনিতে পাইলাম যে প্রায় আধ মাইল দূরে এক পানীয় জলের নালা আছে। ইহা শুনিয়াই আমারা নিজেদের ও অন্যের জলের বোতল লইয়া সেদিকে রওনা হইলাম। পথে আমারা তুর্কীদের প্রথম ট্রেঞ্চের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া যাইলাম। খননকারীরা তখনও তাহা ভরাট করিয়া ফেলিতে পারে নাই। ট্রেঞ্চটীতে তখনও সদ্য যুদ্ধের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিখ, গুর্খা, পাঞ্জাবী, ইংরাজ, আরবী ও তুর্কী সকলে একসঙ্গে মহানিদ্রায় শয়াণ। স্থানটী রক্তে একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কিছুদূর যাইয়া দেখিলাম একজন আহত তুর্কী হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে। আমরা তাহাকে বৃটিশ হাঁসপাতালের নিশান দেখাইয়া দিলাম। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যে তাহার সে স্থানে যাইবার

ইচ্ছা নাই। লোকটী আহত অবস্থায় গুলিবৃষ্টির মধ্যে নিজদলে পৌছিতে পারিয়াছিল কিনা তাহা জানিবার উপায় আমাদের ছিলনা। নালাতে পৌছিয়া দেখিলাম মাত্র দুই ইঞ্চি পরিমিত গভীর ঘোলা জল সেস্থানে আছে। হেভি ব্যাটারির বিরাটকায় মুলতাণী বলদেরা তাহা পান করিতেছে এবং সেই জল ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া আমরা কয়েকটি জলের বোতল ভর্ত্তি করিয়া লইলাম। জলের মধ্যেই একটি তুর্কীর মৃতদেহ এবং বিষ্ঠা রহিয়াছে দেখিলাম। শেষোক্ত ব্যাপারটি বোধ হয় কোন হিন্দুস্থানী সিপাহীর কাণ্ড। সে ভীষণ তৃষ্ণায়ও সেই জল পান করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। তুর্কীরা নিজেদের ট্রেঞ্চে জল আনয়ন করিবার জন্য এই নালাটী খনন করিয়াছিল এবং পরে ট্রেঞ্চটী আমাদের হস্তগত হইলে নালার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। নদীর নিকটবর্ত্তী ভাগ তখনও তুর্কীদের দখলে ছিল।

প্রায় একশত শ্বেতবর্ণের বৃহৎকায় বলদ একত্র জলপান করিতেছিল এবং দূর হইতে তুর্কীদের নজরে পরিয়াছিল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরেই পালের উপর তুর্কী গোলা আসিতে লাগিল। প্রথমটি না ফাটিয়া আমাদের সম্মুখবর্ত্তী ভূমিতে প্রোথিত হইয়া গেল। দ্বিতীয়টি বহুদূরে যাইয়া পরিল। কিন্তু তৃতীয় শেল্ আমাদের সম্মুখে পরিয়াই সশব্দে ফাটিয়া গেল এবং স্রাপ্‌নেল গুলি ভীষণ সোঁ সোঁ। শব্দ করিয়া আমাদের দলের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। ইহার পরই আমরা স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিলাম। বলদ কিংবা মানুষ কেহই আহত হয় নাই। প্রতি যুদ্ধে যত গোলাগুলির ব্যবহার হয় তাহার এক শতাংশও কার্য্যকরী হইলে এক একটী বৃহৎ বাহিণী ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। ব্যবহৃত গোলাগুলির অনুপাতে হতাহতের সংখ্যা খুবই কম হয়।

আমরা ভিপিতে প্রত্যাবর্ত্তণের কিছু পরই তুর্কিরা স্থানটী পুনঃ দখল করিবার জন্য পাল্‌টা আক্রমণ আরম্ভ করিল। চারিদিক হইতে আক্রমণকারী তুর্কী ফৌজের উপর রাইফেল ও মেসিন গান চালাইতে আরম্ভ করা হইল এবং ভিপিতে অবস্থিত একটি ময়দানী তোপখানা ও একটি অবরোধকারী তোপখানা হইতে অনবরত গোলা বর্ষণ করা হইতে লাগিল। কিছু পরেই তুর্কী গোলন্দাজেরাও আমাদের তোপখানার অন্বেষণে ইতস্ততঃ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল, এবং মধ্যে মধ্যে রিডাউটের পিছনে অবস্থিত আহতদের উপরও গোলা পড়িতে লাগিল। বেলা প্রায় তিনটার সময় আহতদের স্থানান্তরিত করিবার জন্য একটী দীর্ঘ শকট শ্রেণী ভিপির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুত বেগে আহতদের তাহাদের উপরে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। বেলা পাঁচটার সময় কর্ণেল ব্রাউন মেসন আসিয়া আমাদের বলিলেন যে তোমরা এই গাড়ীগুলির সহিত ক্যাম্প ব্লাজে ফিরিয়া যাও।

প্রথম দিনের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সেনাপতি নুরুদ্দিন পাশা ডিয়ালা নদীর অপর পারে হটিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় একজন অসাধারণ মেধাবী পুরুষ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইনি সেনাপতি খলিল পাশা। ইনি এরজেরুম বিভাগে রাশিয়ানদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং ইস্তাম্বুলের আদেশে সেইদিনই বাগদাদে পৌঁছিয়া তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীদের টেসিফোন প্রেরণ করেন এবং তাঁহার উপরওয়ালা নুরুদ্দিনের আদেশ অমান্য করিয়া পাল্‌টা আক্রমণের আদেশ দেন। ইঁহারই কৃতিত্বে কিছুকালের জন্য বাগদাদ বৃটিশের অস্ত্র হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। নবাগত তুর্কী রেজিমেণ্টগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পাল্টা আক্রমণে অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু বৃটিশ অগ্নিবৃষ্টির মুখে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছিল। বার বার সাত বার এইরূপে পাল্টা আক্রমণ করিয়া

সন্ধ্যা ৬টায় তুর্কীরা বিফল মনোরথ হইয়া কিয়ৎকাল আক্রমণ হইতে ক্ষান্ত হয়।

কর্ণেল ব্রাউন মেসনের আদেশে আমরা পূর্ব্বোক্ত অ্যাম্বুল্যান্স ট্রেণের সহিত যাত্রা করিলাম। খোলা মাঠে আসিয়া পৌছিলেই তুর্কীরা আমাদের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, বোধহয় আমাদের বৃহৎ রেডক্রশ নিশানটি তাহারা দেখিতে পায় নাই। এই দলটির অধিনায়ক ছিলেন কাপ্তেন পুরী এবং কাপ্তেন কল্যাণ মুখার্জ্জি তাঁহার সহকারী ছিলেন। আমরা প্রথম দিনের যুদ্ধের পর রিডাউটে আসিয়াই কাপ্তেন মুখার্জ্জিকে আহত অবস্থায় দেখি। ইঁহার হস্তে গুলি বিদ্ধ হইয়া ছিল এবং হাতখানি বাঁধিয়া গলদেশে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। ইনিই প্রথম আমাদের সংবাদ দিলেন যে ২২শে নভেম্বরের যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্যের জন্য বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্সের নাম ডেস্‌প্যাচে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তুর্কীরা আমাদের গতিবিধি দেখিবার জন্যে ষ্টার-শেল নামক তুবড়ীর গোলা বা হাউই ছাড়িতে লাগিল। এক একটি গোলা উর্দ্ধে আকাশে বেগুনি রংএর আলোক বিকীর্ণ করিয়া ফাটিয়া যাইতেছিল এবং তাহাতে সমস্ত প্রান্তরটি তিন চার সেকেণ্ড ধরিয়া আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। সেই আলোকে পাল্লা ঠিক করিয়া তাহারা আমাদের উপর গোলা চালাইতেছিল। কিন্তু সুখের বিষয় তাহাদের লক্ষ্য ঠিক হয় নাই। একটি গোলাও আমাদের উপর আসিয়া পড়ে নাই।

আমরা রাত্রি ৯টার সময় হল্ট করিবার হুকুম পাইলাম এবং কাপ্তেন পুরীর আদেশমত আহতদের নামাইয়া অশ্বতরদিগকে বিশ্রাম করিতে দিলাম। ইহার কিছুপর কাপ্তেন পুরী বলিলেন, নিকটেই নদী আছে, জল আনয়নের বন্দোবস্ত কর। আমরা বহু সংখ্যক জলের বোতল

লইয়া রওয়ানা হইলাম, আমাদের অনুগামী রক্ষী অশ্বারোহী দলের রিশালদার বলিলেন, সাবধানে যাইও, বন্দী হইবার সম্ভাবনা আছে। ইনি যোধপুরের মহারাজের ভ্রাতুস্পুত্র, যুদ্ধের সময় স্বেচ্ছায় ভারতীয় কমিশন গ্রহণ করিয়া মেসোপটেমিয়ায় তাঁহার খুল্লতাতের লান্সার্স দলের সহিত আসিয়াছেন। আমরা ঘন অন্ধকারে অর্দ্ধঘণ্টা চলিবার পর নদী পাইলাম এবং সর্ব্বপ্রথমে বুট পট্টি ভিজাইয়া হাঁটুজলে নামিয়া গিয়া উবু হইয়া জল পান করিতে লাগিলাম। ৪৮ ঘণ্টার পিপাসা কিছুতেই নিবারণ হইতে ছিলনা, পরে অসুস্থ হইবার ভয়ে আমরা জল পান হইতে বিরত হইয়া জলের বোতলগুলি ভর্ত্তি করিয়া চলিয়া আসিলাম। আমরা জল ভর্ত্তি করিতেছি, এমন সময় মৃদু বেগে একটী ষ্টীমার যাইতেছে দেখিয়া শত্রুপক্ষের রণতরী আশঙ্কা করিয়া নদীর তীরে শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু পরে জাহাজে হিন্দুস্থানী কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে আমাদেরই জাহাজ।

আনীত জলে টিনের দুধ গুলিয়া আমরা আহতদের পান করাইলাম। কাপ্তেন পুরী গুড্‌বয়েজ্‌, ব্রেভবয়েজ বলিয়া আমাদের তারিফ করিতে লাগিলেন। আমরা আহতদের উপর কম্বল বিছাইয়া দিয়া নিজেদের গাত্রের উপর একটি বৃহৎ তাম্বু টানিয়া শুইয়া পড়িলাম। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত ভিপিতে তুর্কীদের পাল্টা আক্রমণের গর্জ্জন শুনিতে পাইয়াছিলাম।

দিবা ভাগে প্রচণ্ড বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তুর্কীরা রাত্রে পুনরায় ভিপি দখল করিবার জন্য পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করে। সে রাত্রে বৃটিশ ও হিন্দুস্থানী সিপাহীরা যে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা চির বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। অতিশয় দ্রুতগতিতে ব্যবহারের জন্য তোপের গোলা ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতেছিল। মধ্যরাত্রে একদল আমিউনিসন বাহী গাড়ী অবিরত ঘোড়া ছুটাইয়া বাজ হইতে গোলা আনিবার জন্য প্রস্থান

করে। দ্বাদশবার কাউণ্টার অ্যাটাক বিতাড়িত করিবার পর ভিপিতে অবস্থিত প্রতি ব্যাটারির তোপ পিছু ছয়টী করিয়া মাত্র গোলা অবশিষ্ট ছিল। সকলে নীরবে অস্ত্রহস্তে শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল, কারণ রাত্রের অন্ধকারে যখন রণোন্মত্ত যোদ্ধার দল সঙ্গীনের মুখে কোন সুরক্ষিত স্থান অধিকার করিয়া লয়, তখন বাধা প্রদানকারীরা কৃপার আশা করিতে পারে না। সকলেই শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তুর্কীরা আর ত্রয়োদশবার পাল্টা আক্রমণ করিল না। সমস্ত দিনের যুদ্ধের পর লোক ক্ষয় স্বীকার করিয়া তাহারাও ক্লান্ত হইয়াছিল এবং ভিপির অতি নিকটেই ট্রেঞ্চ খনন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। স্থানটি যে কোন মুহূর্ত্তে বিপক্ষের হস্তগত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া অন্ধকারের আবরণে হেভি ব্যাটারির বড় তোপ গুলিকে জেনারেল ডিলামেইনের নিকট প্রেরণ করা হইল। অনবরত ২০ মাইল সমানভাবে গ্যালপ্ করিয়া ভোর পাঁচটার পর অ্যামিউনিশন কলামটি ভিপিতে গোলা লইয়া ফিরিয়া আসায় সকলেরই উৎকণ্ঠার বিরাম হইল।

২৪শে নভেম্বর প্রাতে আমরা ক্যাম্প ল্যাজে প্রবেশ করিলাম এবং স্নান ও আহার করিয়া বিশ্রাম করিয়া লইলাম।

২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর দুইদিনই টেসিফোনে তুর্কীফৌজের সহিত বৃটিশ বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। তুর্কীরা টাউন সেণ্ডকে স্থানচ্যুত করিতে অপারগ হয়। টাউন-সেণ্ডও দেখিলেন যে অনর্থক সৈন্য নষ্ট করিয়া কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহার অধীনে হতাবশিষ্ট মাত্র ১১০০০ যোদ্ধা ছিল। ইহা দ্বারা নুরুদ্দিন ও খলিল পাশার মিলিত বাহিনী ভেদ করিয়া বাগদাদ অধিকার করিতে চেষ্টা করা অসম্ভব। তুর্কী ফৌজ তখন সংখ্যায় প্রায় ২০,০০০ ছিল। আজিজিয়া থাকিতেই জেনারেল টাউনসেণ্ড বাগদাদ দখল করিবার জন্য আর এক ডিভিসন

সৈন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; পরে জেনারেল নিক্সনের আদেশে ও রাজনৈতিক কারণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থিত বল তাঁহার অধীনে থাকিলে তিনি এই চেষ্টাতেই অল্পায়াসেই বাগদাদ দখল করিয়া লইতে পারিতেন।

টেসিফোন যুদ্ধকে তুর্কী এবং বৃটিশ উভয়পক্ষই নিজেদের বিজয় বলিয়া মনে করেন। জার্ম্মাণ সামরিক ইতিহাসে যুদ্ধ বিজ্ঞান হিসাবে ইহাকে বৃটিশ বিজয় বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(১০)

প্রত্যাবর্ত্তন
ও
উম্মাল-তাবুলের যুদ্ধ।

২৫ শে নভেম্বর মধ্যরাত্রে সমগ্র ডিভিসনটি ল্বাজে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতে আহতদের আ-মারায় পাঠাইবার জন্য ষ্টীমারে উঠাইতে আরম্ভ করা হয়।

২৫ শে নভেম্বরের কার্য্যে বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্সের লোকেরা সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং বহুসংখ্যক ষ্টীমারের আহত ও রোগীদের স্থানান্তর কার্য্য তাহাদের তত্ত্বধানে হইয়াছিল। প্রতিদিন আমাদের দলস্থ প্রাইভেটরাও অন্য অ্যাম্বল্যান্সের ড্রুলি বেহারাদের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত হইত। কাপ্তান পুরী তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রাইভেট সৌরীন্দ্র মিত্র ও ললিত মোহনকে চাহিয়া লইয়াছিলেন ও তাহাদের

নাম ডেসপ্যাচে উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি নিক্সন ও মেডিকাল বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল হ্যাথাওয়ে উভয়েই আমাদের কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন ও চম্পটীকে আহ্বান করিয়া আমাদের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

টেসিফোন হইতে চলিয়া আসিবার সময় সেকেণ্ড লাইন, আহতদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য বহুসংখ্যক ট্রান্সপোর্ট কার্ট হইতে জিনিষ পত্র ফেলিয়া দিয়াছিল এবং আমাদের কীট্‌ব্যাগগুলি ও রন্ধনের তৈজস পত্রও সেই সঙ্গে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ল্বাজে পৌছিয়া আমরা একটি কেরোসীন তৈলের টিন সংগ্রহ করিয়া লই ও তাহাতেই চাল ও ডাল একত্র সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করি। আর একটি কেরাসিন টিন কাটিয়া ও তাহার .টিনগুলি একত্র পিটাইয়া আমরা রুটী সেঁকিবার তাওয়া প্রস্তুত করিয়া লই। চায়ের জন্য এটি বৃহৎ জ্যামের টিনও সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম।

২৬ শে নভেম্বর বৈকাল হইতেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া মধ্য রাত্রে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আমরা কম্বল গুটাইয়া হাঁসপাতালের তাঁবু গুলিতে প্রবেশ করিলাম। হাবিলদার রামলাল উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, এই জন্যই সিপাহীর এত ইনাম,—"ধুপমে জ্বলনা, পানি মে ভিঙ্‌না" ইত্যাদি। তাহার এই দার্শনিক মন্তব্য সে সময় বেশ চিত্তগ্রাহী বোধ হইতেছিল।

২৭ শে নভেম্বরও সমস্ত সকালটি আহতদের ষ্টীমারে উত্তোলন করা হইল। আমরা আহারাদির পর কিঞ্চৎ বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় প্রায় বেলা তিনটায় হঠাৎ 'ফল-ইন্' করিবার আদেশ পাইলাম। একখানি এরোপ্লেন আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল যে তুর্কীয়া টেসিফোন ত্যাগ করিয়া আমাদের আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। আহতদের লইয়া ষ্টীমারগুলি অবিলম্বে লঙ্গর তুলিয়া যাত্রা করিল এবং তাহাদের রক্ষার জন্য

অধিকাংশ মানোয়ারী জাহাজও তাহাদের সহিত চলিয়া গেল। আমরা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলাম। জেনারেল টাউনসেণ্ডের আদেশে যে তাঁবুগুলি খাটান হইয়াছিল সে গুলিকে সেই অবস্থাতেই ফেলিয়া আমরা বেলা পাঁচটার সময় রিট্রিট আরম্ভ করিলাম।

ক্যাম্প পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই এক অভিনব দৃশ্য দেখিলাম আমরা সরিয়া যাইতেছি এ সংবাদ ধূর্ত্ত বেদুইনেরা জানিতে পারিয়াছিল; নদীর অপর পার দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্যক বেদুইনে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা উচ্চস্বরে চিৎকার করিতেছিল এবং কেহ কেহ দীর্ঘ তরবারি লইয়া মাথার উপর ঘুরাইতেছিল। কাহারও কাহারও হাতে রাইফেল ছিল কিন্তু নিজেদের বিপদ আশঙ্কা করিয়া বোধ হয় তাহারা সেগুলি ব্যবহার করে নাই। বৃটিশ বন্দুকের পাল্লা ও তোপখানার ক্ষমতা তাহারা বেশ জানিত। ইহারা সকলেই আমাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠনের জন্য সমবেত হইয়াছিল এবং স্থানটি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইতে আরম্ভ করিল। একখানি ষ্টীম লঞ্চ হইতে 'মেসিন গান' চলিবার পর সকলে পলায়ন করিল।

সহসা রিট্রিট আরম্ভ হইবার জন্য আমাদের বহুদ্রব্যাদি ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল। গুড়ের বস্তা, ময়দার থলি, পনির (cheese) পরিপূর্ণ টিনের পেটিকা প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু তুর্কী ফৌজ সেগুলি হস্তগত করিবার পূর্ব্বেই বেদুইনেরা তাহার অধিকাংশ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘনাইয়া আসিলে আমরা দেখিলাম যে আমাদের পরিত্যক্ত তাঁবুগুলির উপর তুর্কী শেল্ ফাটিতেছে। তাঁবু দেখিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল বোধ হয় তখনও আমরা সেই স্থানেই আছি। টেসিফোনের যুদ্ধের পর ষষ্ঠ সংখ্যক পুণা বহিনীর (6th Poona Division) বিখ্যাত প্রত্যাবর্ত্তন এইরূপে আরম্ভ হয়।

আমরা খাজ পরিত্যাগ করিয়া অনবরত চলিতে লাগিলাম। সে রাত্রে মেঘের জন্য আকাশে একটিও তারকা ছিলনা। ঘোরতর অন্ধকারে চারিদিক আবৃত হইয়া উঠিল। আমরা কখনও কাঁটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া কখনও বা অসমান নদীর তীর ধরিয়া চলিতেছিলাম। শর্ট বা হাফ্ প্যাণ্ট পরিধানের জন্য আমাদের অনাবৃত হাঁটু কাঁটা জঙ্গলে ছড়িয়া গেল ও রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। সে গভীর অন্ধকারে আমরা সম্মুখের কোন বস্তু দেখিতে পাইতেছিলাম না। প্রায় ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর আমরা প্রথম হল্ট করিবার আদেশ পাইলাম এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাত তিনটার সময় আমাদের পুরাতন ছাউনি এল্-কুট্নিয়া অতিক্রম করিলাম। তখন মেঘ সরিয়া গিয়াছে এবং চারিদিক তারকার মৃদু আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় একপক্ষ কাল অবিচ্ছিন্নভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সমগ্র বাহিনীটি সম্মুখে ঝুঁকিয়া নিঃশব্দে পথ অতিবাহিত করিতেছিল। ভোর পাঁচটার সময় এক মার্চ্চে পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আজিজিয়া পৌছিলাম। আজিজিয়ার সে পুরাতন সমৃদ্ধভাব আর নাই। সামান্য পরিমাণ ভূভাগ কাঁটার তারের বেড়ায় ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহার ভিতর একটী ক্ষুদ্র সিপাহীর দল রক্ষীর কার্য্য করিতেছিল।

আজিজিয়ায় আসিয়া আর একটি আহত সিপাহীর দলকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দেওয়া হইল। বস্‌রা মেজিদিয়া প্রভৃতি বৃহদাকার ষ্টিমারগুলিকে হাঁসপাতাল জাহাজে পরিণত করা হইয়াছিল এবং সেগুলির উভয় ডেকে আহত ও রুগ্ন সিপাহীদের ঠাসাঠাসি করিয়া রাখা হইয়াছিল। কয়েক-দিনের অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য আমাদের দলস্থ কয়েকজনও অসুস্থ হইয়া পরিয়াছিল; তাহারাও একটী ছোট ফ্ল্যাটে স্থান লইল। ইহাদের নাম যতীন্দ্র মুখার্জ্জি, মনীন্দ্র দেব, শচীন্দ্র বোস ও শৈলেন্দ্র বোস।

এই ফ্লাটটিকে "সয়তান" নামক 'গান্ ·বোটের' সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

বৈকালে হাঁসপাতাল জাহাজগুলি আজিজিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ২৯শে নভেম্বর সংবাদ পাওয়া গেল যে, তুর্কীরা পুনরায় অগ্রসর হইতেছে। তখনই ক্যাম্প ভঙ্গ করিবার আদেশ হইল এবং আমরা বেলা দশটার সময় কুচ্ আরম্ভ করিলাম। বেলা ১টার সময় মাত্র ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া উম্মাল্-তাবুল নামক স্থানে হল্ট করিলাম। রোমান ক্যাথলিক পাদরী ফাদার মেলান্ আসিয়া বলিলেন যে, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তুর্কীরা থামিয়াছে তাহারা অধিকতর অগ্রসর হইবে না এবং আমরা এই স্থানেই ট্রেঞ্চ খনন করিয়া, বসরা হইতে যে সৈন্তেরা আমাদের সহায়তার জন্য আসিতেছে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিব। এই সময় বেতার টেলিগ্রাফে সংবাদ আসে যে, সেনাপতি নিক্সন বসরা অভিমুখে যাত্রা কালীন একদল তুর্কি অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য সেনাপতি মেলিস্ ৩০ সংখ্যক ব্রিগেড্ লইয়া কুট্-এল আমারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এস্থানে কয়েকদিন বিশ্রাম লাভ করিতে পারিব এই আশায় আমরা আহ্লাদিত হইয়া উঠিলাম। নদীর জলে নামিয়া অবগাহন স্নান করিয়া লইলাম। জল দিবাভাগেও বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। মেসোপটেমিয়ায় নভেম্বর মাসে আমাদের দেশের পৌষ মাস অপেক্ষাও বেশী শীত। আমরা যে স্থানে 'বিভোয়াক্' করিয়া ছিলাম, তাহার নিকটেই একটি তোপের ব্যাটারী আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। একখানি কামানের গাড়ীকে খাড়াভাবে দাঁড় করাইয়া তাহার উপর হইতে দুরবীন হস্তে একজন গোলন্দাজ পাহাড়া দিতেছিল।

সূর্য্যাস্তের কিছু পরে আমরা কেরোসিন তৈলের টিনে সিদ্ধ চাউল ও ডাইলের সদ্ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় গুড়ুম গুড়ুম

আওয়াজের সহিত তুর্কী শেল্ আসিয়া ক্যাম্পে পড়িতে লাগিল। সেই বিশাল ভুভাগ ব্যাপিয়া আমাদের যে ক্যাম্প ফায়ার জ্বলিতেছিল তাহা দুই সেকেণ্ডের মধ্যে নিভাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর কবে এবং কোথায় আহার জুটিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই বুঝিয়া আমরা শুইয়া আহার সমাধা করিলাম। প্রায় মিনিট দশেক তোপ্ দাগিয়া তুর্কীরা থামিয়া গেল। আমাদের তরফ হইতে মাত্র 'ফায়ার ফ্লাই' দুইটী শেল্ নিক্ষেপ করিয়াছিল। হেড্ কোয়ার্টার্সের আদেশ মত আমাদের তোপখানাগুলি নীরব রহিল।

জেনারেল টাউনসেণ্ড যখন বুঝিলেন যে, একটি বৃহৎ শত্রুদল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন তিনি ৩০শ ব্রিগেডকে ফিরাইয়া আনিতে মনস্থ করিলেন এবং ৭ নং হারিয়ানা ল্যান্সার্সের দুইজন যুবককে সেই রাত্রেই জেনারেল্ মেলিসের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা দুই জনেই কর্ম্মচারীর পদস্থ ছিলেন; একজন ভারতীয় ও একজন ইংরাজ। মেলিস্ শেষ রাত্রে সংবাদ পাইয়া তখনই তাঁহার রেজীমেণ্ট গুলিকে ফিরিতে আদেশ দেন এবং বেলা ৯ টার সময় টাউনসেণ্ডের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন।

৩০শে নভেম্বর সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বেই উষার মৃদু আলোকে ৬ষ্ঠ সংখ্যক পুনা ডিভিসনের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, একটি বিশাল তুর্কী ক্যাম্প মাত্র অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থান করিতেছে। শত্রু পক্ষের এত নিকটে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করা সামরিক রীতি ও নীতির বহির্ভূত। বোধহয়. তুর্কীরা মনে করিয়াছিল যে আমাদের প্রধান দলটী চলিয়া গিয়াছে ও সেস্থানে মাত্র একটি ছোট পশ্চাৎ রক্ষীদল অবস্থান করিতেছে। যাহা হউক, এই ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র আমাদের তোপখানাগুলি গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং যদৃচ্ছা (পয়েণ্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জে) তুর্কী ক্যাম্পের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল।

দূরত্ব অনুসারে গোলা বিদারণ করিবার জন্য প্রতি শেলের মুখের নিকট সেকেণ্ড অঙ্কিত একটি ফিউজ বা অগ্নি সংযোগের নল থাকে। যখন অতি নিকটে লক্ষ্য বস্তু থাকে তখন ফিউজ শূন্যের (zero) ঘরে রাখিয়া তোপ দাগা হয়, যাহাতে গোলাটী বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফাটিয়া স্র্যাপ্‌নেল গুলি কার্য্য করিতে পারে। আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে আমাদের গোলা বর্ষণে তুর্কিরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের তাম্বুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং মানুষ, ঘোড়া, গাড়ী প্রভৃতি বিশৃঙ্খলভাবে মিশ্রিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সমর-নীতির প্রতি অমনোযোগিতার জন্য তুর্কিদের সেদিন অসম্ভাবিত ভাবে লোকক্ষয় হইয়াছিল এবং পরে তুর্কি সেনাপতি খলিল পাশা বলিয়াছিলেন যে ঠাউনসেণ্ড যদি রিট্রিট না করিয়া পাণ্টা আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র তুর্কিবাহিনী বন্দী হইত। যাহা হউক, ইহার পর তুর্কীরা এরূপ অবিমৃষ্যকারিতা আর করে নাই এবং আমাদের ডিভিসনের লোকেরাও তাহাদের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পরেই তুর্কীরা গ্যালপ্‌ করিয়া তাহাদের একটি তোপখানা আমাদের সম্মুখবর্ত্তী নদীর বাঁকে লইয়া গেল এবং গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাদের উদ্দেশ্য যে আমাদের নদীগামী ষ্টীমারগুলিকে ধ্বংস করা তাহা বেশ বুঝা গেল। আমরা নদীর অতি নিকটেই ছিলাম এবং দেখিতে পাইলাম যে নদীর জলে শিলাবৃষ্টির ন্যায় শেল্‌ আসিয়া পড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট জলস্তম্ভের সৃষ্টি হইতেছে, বোধ হইতেছিল যেন নদীতে একটী জলময় বৃক্ষের জঙ্গল হইয়াছে।

ট্রান্সপোর্ট গুলিকে নিরাপদে অপসারিত করিবার জন্য টাউনসেণ্ড এই সময় তাঁহার দুইটি ব্রিগেড্‌ লইয়া তুর্কীদের পাণ্টা আক্রমণ

করিলেন ও তুর্কিরা হঠিতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে ষ্টীমারগুলি নঙ্গর তুলিয়া কুট্ অভিমুখে যাত্রা করিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের মানোয়ারী জাহাজ বহরের অদৃষ্ট সেদিন সুপ্রসন্ন ছিলনা। মালবাহী ও হাঁসপাতাল জাহাজগুলি নিরাপদে চলিয়া গেল' কিন্তু নিজ নিজ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে হইতেছিল বলিয়া অধিকাংশ রণতরী শত্রুর গোলার আঘাতে ভগ্ন হইয়া গেল। আমরা যখন নদীর তীর বাহিয়া আত্মগোপন করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম তখন দেখিলাম একটি তুর্কি শেল্ আসিয়া নিকটবর্ত্তি "ফায়ার ফ্লাইকে" আঘাত করিল এবং তাহার বয়লার বিদীর্ণ হইয়া শ্বেতবর্ণ (ষ্টীম) ধূম নির্গত হইতে লাগিল। 'ফায়ার ফ্লাই' কে রক্ষা করিতে গিয়া "সয়তান" ও গোলার আঘাতে ভগ্ন হইয়া যায়। পরে নৌ বহরের অধ্যক্ষ কাপ্তান নান্ (Nunn) গোলাবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া ও "সুমানা" নামক জাহাজে পূর্ব্বোক্ত দুইটী রণতরীর নাবিক দিগকে উদ্ধার করিয়া আনেন। ইনি সাহসিকতার জন্য 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' পদক পাইয়াছিলেন।

"সয়তান" যুদ্ধজাহাজ ভগ্ন হওয়াতে বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোরের এক অভাবনীয় দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইল। আমাদের দলের অসুস্থ যে ছয়জনকে একটি ফ্লাটে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা "সয়তান" টানিতেছিল। "ফায়ার ফ্লাইয়ের" দুরবস্থা দেখিয়া ফ্লাটের দড়ি কাটিয়া দিয়া "সয়তান" তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং ফ্লাটখানি ভাসিতে ভাসিতে একটি চড়ায় আট্‌কাইয়া যায়। ইহার পর "সুমানা" তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করে, এবং অপারগ হইয়া প্রস্থান করে। তখন নদীর বামতীরে তুর্কিরা আসিয়া পৌছিয়াছে এবং ফ্লাটখানির উপর শেল্ ও মেসিন গান্ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। একটি গুলি যতীন্দ্র মুখার্জ্জির ললাটে বিদ্ধ হইয়া মস্তক ভেদ করিয়া চলিয়া যায় এবং যতীন্দ্র তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মনীন্দ্র নাথ দেবের উরুতে ও বাহুতে

সর্ব্বসমেত পাঁচটী মেসিন গানের গুলি লাগে ও সে অচেতন হইয়া পড়ে। অন্য তিনজন, অমূল্য ব্যানার্জ্জি, শৈলেন বোস্ ও সুশীল লাহা পরে বন্দী অবস্থায় বাগ্দাদে প্রাণত্যাগ করে। ইহাদের রক্তপাতের জন্য নিম্ন মোসোপটেমিয়ায় উম্মাল্-তাবুলের যুদ্ধক্ষেত্র বাঙ্গালীর পক্ষে তীর্থস্থান হইয়াছে। ইহাদের অস্থি কোন্ স্থানে সমাহিত আছে আমরা পরে বন্দী অবস্থায় বহু অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই। শচীন্দ্র বোসের কোনও বিপদ ঘটে নাই। ট্রান্সপোর্ট গুলি নিরাপদে চলিয়া যাইলে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হয়। সর্ব্বপ্রথমে ১৬, তাহার পর ১৭ এবং সর্ব্বশেষে ১৮ ব্রিগেড, রিয়ার গার্ডের কার্য্য করিবার আদেশ পায়। আক্রমণকারী শত্রুকে বাধা দিতে দিতে ক্রমে পশ্চাৎপদ হওয়ার নামই রিয়ার গার্ড অ্যাক্শন এবং ইহাই সমর কৌশলের সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্য। ইহার জন্য পদাতিকদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য দুইটী তোপ্ বিভাগ থাকে। যখন একশ্রেণী পদাতিক ও একটি তোপ বিভাগ শত্রুর দিকে মুখ ফিরাইয়া ও গুলি গোলা চালাইতে থাকে অন্য পদাতিক শ্রেণী ও তোপবিভাগটি গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রায় ৫০০ গজ চলিবার পর মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায় এবং গুলি চালাইতে আরম্ভ করে এবং প্রথম শ্রেণী তাহার তোপ লইয়া গন্তব্য স্থানের দিকে চলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে ৫০০ গজ অন্তরে থাকিয়া পুনরায় মুখ ফিরাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে। এই যোদ্ধাদের আবরণে বাহিনীর অন্যান্য দল কলম্ অফ্ রুটে চলিয়া যায়। এই সময় অশ্বারোহী ব্রিগেড আমাদের বাম ভাগ রক্ষা করিতেছিল এবং দক্ষিণে নদীগামী রণতরীর বহর ছিল।

সর্ব্বপ্রথমে রিয়ার গার্ডের কাজ করিবার পালা ১৬ ব্রিগেডের থাকায় আমরাও ষ্ট্রেচার হাতে নিজেদের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। উম্মাল তাবুলের আক্রমণের সময় কার্ণেল হেনেসি ও মেজর ল্যাম্বার্ট

দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; আমরা সম্পূর্ণভাবে হাবিলদার চম্পটীর অধীনে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। এক সময় আমাদের দলটি শেষ পদাতিক শ্রেণী ও শত্রুদলের মধ্যবর্ত্তী স্থলে কার্য্য করিতেছিল, কিন্তু কর্ণেল হেয়ার তাহাদিগকে সেস্থান হইতে অবিলম্বে চলিয়া আসিতে বলেন।

বেলা ৯ টার সময় জেনারেল্ মেলিস্ আমাদের সহিত মিলিত হন এবং তখনই তুর্কি ফৌজের বাম ভাগ আক্রমণ করেন। দ্বিপ্রহরের পর হইতেই তুর্কিদের আক্রমণ মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং তাহারা দূরে পিছাইয়া পড়িতে থাকিল। ১২ টার পর ১৭ ব্রিগেড আসিয়া ১৬ ব্রিগেডকে ছুটী দিল এবং আমরা কলম্-অফ্-রুট বা চারিজন করিয়া সারি বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর আমাদের বন্ধু লক্ষ্ণৌ প্রবাসী সান্যাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি রসদ-বিভাগের প্রবীণ কর্ম্মচারী। ইনিও আমাদের দলস্থ পূর্ব্বোক্ত ছয়জনের সহিত সেই ফ্লাট্টিতে ছিলেন, এবং তাহা আটকাইয়া যাইবার পরই লাফাইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার বহু সৌভাগ্যের বিষয় যে ইনি তাঁহার বিশাল দেহ লইয়াও তুর্কি গুলি অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সময় তাঁহার হাঁটিবার ক্ষমতা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; আমরা তাঁহাকে একখানি ট্রান্সপোর্ট গাড়ীতে উঠাইয়া দিলাম।

আমরা ধীর গতিতে চলিতে লাগিলাম এবং কখনও নদীর ধারে যাইয়া জলপান করিতে লাগিলাম। বৈকাল ৫ টার সময় গুলি ও গোলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল। কেবল নদীর অপর পার হইতে বেদুইনেরা মধ্যে মধ্যে আমাদের উপর গুলি চালাইতেছিল। একটি বেদুইন পল্লীর নিকট দিয়া আমাদের হাঁসপাতাল জাহাজগুলি যাইবার

সময় গ্রামস্থ বেদুইনেরা তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। ইহাদের পশ্চাতে যে একটি যুদ্ধ জাহাজ আসিতেছিল তাহারা তাহা জানিত না। যুদ্ধ জাহাজটি উপস্থিত হইলে ইহারা গ্রামের ভিতর পলাইয়া যায় কিন্তু এই দস্যু জনোচিত ব্যবহারের শাস্তি দিবার জন্য যুদ্ধ জাহাজ গতি মন্দ করিয়া গ্রামটির উপর তোপ দাগিতে আরম্ভ করে এবং মিনিট কয়েক লিডাইটের বিস্ফোরণের পর গ্রামটি ভূমিসাৎ হইলে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করে।

ভোর ছয়টা হইতে মার্চ্চ আরম্ভ করিয়া রাত্রি দুইটার সময় আমরা হল্ট্ করিলাম। অন্ধকারে ও পথ পর্য্যটনের ক্লেশে আমরা একরূপ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে স্থানটিতে আমরা হল্ট করিয়াছিলাম তাহা আমাদের নিকট মংকি ভিলেজ নামে পরিচিত ছিল, ইহার আরবী নাম এখন মনে পড়িতেছেনা। ক্যাম্পে পৌছয়াই কর্ণেল হের্নেসির দেখা পাইলাম। তিনি কয়েকজনকে তখনই ষ্ট্রেচার লইয়া কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিলেন। আমরা কাজ শেষ করিয়া দলস্থ অন্যান্য সকলের অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত মেজিদিয়া জাহাজের বেতার বার্ত্তা প্রেরকের সহিত দেখা হইল। লোকটি একজন শিক্ষিত ইংরাজ যুবক। আমাদের অবস্থা দেখিয়া তখনই এক কেট্লি গরম কোকো আনিয়া উপস্থিত করিল; তাহা পান করিয়া আমরা অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। আমরা কয়েকখানি কম্বল সংগ্রহ করিয়া শুইয়া পরিলাম এবং ক্লান্তির জন্য অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রত্যুষে ডিভিসন পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা সকলে ষ্টীমারে আঁরোহণ করিলাম এবং বেলা দশটায় কুট্-এল্ আমারায় পৌছিলাম। তিন মাস পূর্ব্বে আমরা এই স্থানেই ষষ্ঠ ডিভিসনের সহিত আ-মারা হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলাম।

কুট্-এল্ আমারায় পৌঁছিবার পরই মাত্র এক স্কোয়াড্রন (প্রায় ১৫০) অশ্বারোহী রাখিয়া বাকি অশ্বারোহী ব্রিগেড্ সেনাপতি রবার্টসের অধীনে কুট পরিত্যাগ করিয়া সেখসায়াদ অভিমুখে প্রস্থান করে এবং দুই দিনের মধ্যেই সমুদয় ষ্টীমার গুলি আহত বোঝাই হইয়া আ-মারায় চলিয়া যায়। ইহাদের সহিত আমাদের দলস্থ কয়জনও আমারায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাদের নাম রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি, ললিত ব্যানার্জ্জি, জিতেন্দ্র মিত্র, ভূপেন্দ্র মুখার্জ্জি, অনাদি চাটার্জ্জি, ও সৌরীন্দ্র মিত্র। এইরূপে আমাদের ৩৬ জনের মধ্যে কুট-এল্ আ-মারায় আমরা মাত্র ১৮ জন অবশিষ্ট থাকিলাম। আজিজিয়া হইতে ছয় জন অক্টোবর মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করে, উম্মাল্ তাবুলের যুদ্ধে একজন হত ও পাঁচজন বন্দী হয় এবং সর্ব্বশেষে কুট হইতে পূর্ব্বোক্ত ছয়জন দল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

কুটে পৌঁছিয়া আমরা সহরের পশ্চিমে একটী খেজুর বাগানে আসিয়া ২নং ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের সহিত মিলিত হই এবং একটী বড় ডাগ্ আউট্ খনন করিয়া তাহার চারিপার্শ্বে শুষ্ক খড়ের গাঁইট সারি করিয়া রাখিয়া সেটিকে বাসের উপযোগী করিয়া লই।

৩রা ডিসেম্বর বৈকালে দূরে তোপধ্বনির সহিত কয়েকটি শেল্ আসিয়া কুটের নিকটে পতিত হয়। আমরা বুঝিতে পারি যে তুর্কিরা আমাদের স্থানচ্যুত করিবার জন্য কুটে উপস্থিত হইয়াছে। কুট্-এল্-আমারায় অবরোধ আরম্ভ হইল।

কুট-এল্-আমারার অবরোধ

কুট-এল্-আমারা টাইগ্রিস্ নদীর বাম পার্শ্বে অবস্থিত একটী ছোট সহর। ইহার সাধারণ অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার হইবে। ইহাদের সকলেই আরবী মুসলমান ও বেদুইন। কয়েক ঘর ইহুদী ও কয়েক শত ইরাণী কুলিও সে সহরে বাস করিত। কুট-এল্-আমারা পারস্যের সীমা হইতে মাত্র ২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং দিবাভাগের প্রায় সর্ব্ব সময়েই পুস্ত-ই-কুহ পর্ব্বত শ্রেণীর নীল চূরাগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইত। কুটের ঠিক সম্মুখেই নদীর দক্ষিণ তীর হইতে সাত-এল্ হাই বা সর্পাকার নদীটি বাহির হইয়া প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে নাসিরিয়া নামক সহরের নিকট ই-উফ্রেটিশ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

কুট-এল্-আমারায় অবস্থান করিলে তুর্কী ফৌজের অগ্রগমণে বাধা দেওয়া সহজ হইবে বলিয়া টাউনসেণ্ড স্থানটি সুরক্ষিত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে সংকল্প করিলেন। আমাদের সাহায্যার্থ আলিগরবীর নিকট সমবেত বৃটিশ বাহিণীর সংখ্যা তখনও একটী পূরা ডিভিসনও হইবেনা এবং কুট পরিত্যাগ করিলে এই কয় মাসের বহু আয়াস লব্ধ আ-মারা, বস্‌রা প্রভৃতি স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইত এবং বোধ হয় একেবারে মেসোপটেমিয়াও পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তণ করিতে হইত; কারণ সে সময় খলিল পাশার অধীনে প্রায় আশিহাজার সিপাহী সমবেত ছিল। কুটের তিনদিক্ বেষ্টন করিয়া নদীটি গিয়াছে বলিয়া সহর দখল না করিয়া তুর্কিরা তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি সামারাণ হইতে অধিকদূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইত, কারণ নদীগামী ট্রান্সপোর্ট গুলি আট্‌কাইয়া থাকিত। কুট

অধিকার .করিয়া থাকার জন্য সাত-এল-হাইয়ের পথে ইউফ্রেটিশ অভিমুখে অভিযান করাও তুর্কিদের পক্ষে অসম্ভব হইল।

পুণা ডিভিসন কুটে পৌঁছিয়াই কয়েক শ্রেণী ট্রেঞ্চের দ্বারা সহরটি সুরক্ষিত করিয়া লইল। কুটের দক্ষিণে ও উত্তরে নদীর বাহু দুইটি পরস্পর প্রায় দুই মাইল ব্যবধান ছিল এবং ট্রেঞ্চ গুলিও সেই অনুযায়ী দীর্ঘ করিতে হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কয়েকটি কমিউ-নিকেশন ট্রেঞ্চ খনন করিয়া সহর হইতে সম্মুখবর্ত্তি ট্রেঞ্চে যাতায়াত নিরাপদ করিয়া লওয়া হইল। তুর্কিরা কুট-এল-আমারা হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে আমারাণ নামক স্থানে তাহাদের প্রধান শিবির সন্নিবেশ করে এবং আমাদের প্রথম লাইন ট্রেঞ্চের সমান্তরালে কয়েক মাইল ট্রেঞ্চ খনন করিয়া সেপথ দিয়া বৃটিশ ফৌজের বহির্গমন নিবারণ করে। উহারা ট্রেঞ্চ খনন করিয়া ক্রমেই আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল এবং অবরোধের পূর্ণ অবস্থায় তাহাদের প্রথম লাইন ট্রেঞ্চ আমাদের প্রথম লাইন হইতে কয়েকস্থানে মাত্র ১০০ হাত দূরে ছিল।

কুটের পরপারে টাইগ্রীসের দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ইহাতে ভেড়ার লোম বস্তাবন্দী করিবার একটি কল ছিল এবং সে জন্য আমরা ইহাকে উল্-প্রেস্ ভিলেজ্ বলিতাম। কুটের সম্মুখবর্ত্তী নদীর তীর জল আনয়নের পক্ষে নিরাপদ করিবার জন্য এই গ্রামটিকেও ট্রেঞ্চ দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া একদল পদাতিক তথায় রক্ষীর কার্য্য করিত। তুর্কীরা ক্রমে এই গ্রামটির নিকট দিয়া কুট-এল-হাই নামক গ্রাম পর্য্যন্ত ট্রেঞ্চ খনন করে এবং কুট্-এল-হাই হইতে ম্যাগাসিস্ পর্য্যন্ত আর এক মাইল ট্রেঞ্চ খনন করিয়া লয়। এইরূপে কুট্-এল-আমারা একটি ত্রিভুজ ট্রেঞ্চ শ্রেণীর মধ্যে শত্রুদল দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

কুটে পৌঁছিবার পর আমরা শুনিতে পাইলাম যে, অবরোধ তিন সপ্তাহের বেশী স্থায়ী হইতে পারিবেনা, কারণ আলি-গরবী হইতে শীঘ্রই

সেনাপতি এল্‌মার (Aylmer) কুট অভিমুখে আসিতেছেন। আমরা ইহাদের আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সময় আমরা কুটের পশ্চিমে একটি খেজুর বাগানে ২নং ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের সহিত বাস করিতেছিলাম। আমাদের ডাগ্‌-আউটের নিকটেই আর একটি ছোট ডাগ্‌-আউটে ডাক্তার মহাজনী ও দাদাভাই আসিয়া আশ্রয় লইলেন। বাগানটিতে তুর্কীরা প্রায়ই গোলা নিক্ষেপ করিত এবং নদীর পরপার হইতে বালির টিলায় লুক্কায়িত একটি মেসিন গান প্রায়ই বাগানটি ঝাঁটাইয়া গুলি ছুড়িত। ১৫ই ডিসেম্বর তুর্কীরা প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিন ব্যাপিয়া কুটের উপর গোলা বর্ষণ করে। আমাদের খেজুর বাগানেও বহু সংখ্যক শেল আসিয়া পড়িতে লাগিল। একটি শেল আমাদের গর্ত্তটির নিকটে পড়িয়া ফাটিয়া যায় এবং ম্যাথিউ জেকব, ফকির চক্রবর্ত্তী ও প্রিয়নাথ রায় তাহাতে অল্প বিস্তর আহত হন। ম্যাথিউ জেকব ইহার পূর্ব্ব দিনেও মেসিন গানের গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালী ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহা ব্যতীত হাঁসপাতালের তাঁবু গুলিতেও কয়েকটি শেল আসিয়া পড়িয়া কয়েকজন রোগীকে হতাহত করে। একটি পাঞ্জাবী সিপাহীর বাহুর অতি নিকট দিয়া শেল চলিয়া যাইবার সময় বাতাসের ধাক্কায় তাহার হাতের একখানি অস্থি ভাঙ্গিয়া যায় ও সে বহুদিন তাহাতে অসুস্থ থাকে। ১৬ই ডিসেম্বর তুর্কীরা সমস্ত দিন ধরিয়া সহরের উপর গোলাবর্ষণ করে এবং রাত্রে সঙ্গীনহস্তে আমাদের ট্রেঞ্চ দখল করিবার চেষ্টা করে কিন্তু বহুসংখ্যক সিপাহীর নিধন স্বীকার করিয়া অপারগ হইয়া শেষ রাত্রে যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়। ১৭ই ডিসেম্বর আমাদের উপর আদেশ দেওয়া হয় যে সহরের মধ্যে যাইতে হইবে। আমরা বাজারের নিকট ১নং রাস্তার উপর একটি ছোট মৃৎকুটীরে আশ্রয় লই এবং হাঁসপাতালটি একটি বৃহৎ দ্বিতল গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়।

আমাদের বিলেট্ বৃটিশ অফিসারদের হাঁসপাতালের পশ্চাতে অবস্থিত ছিল। কুটীরটি দুই অংশে বিভক্ত এবং খেজুরের পাতার ছাউনি বিশিষ্ট। ছাতের উপরে খেজুর পাতার উপর প্রায় অৰ্দ্ধহস্ত গভীর মাটির আস্তর। দুটি কামরাতে আমরা ১৮ জন বিছানা বিছাইয়া লইলাম। গৃহটির সম্মুখেই একটি টালি আচ্ছাদিত বড় উঠান এবং তাহার এক পার্শ্বে একটি কুয়া ছিল। এই বিলেটে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এক একটি হাঁসপাতালে কার্য্য করিবার জন্য আমাদের ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ছয় জন বৃটীশ জেনারেল হাঁসপাতালে, ছয় জন ইণ্ডিয়ান জেনারেল হাঁসপাতালে ও একজন ২নং ফিল্ড-অ্যাম্বুল্যান্সে (লেখক) কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। হাবিলদার চম্পটী সব কয়টী দলের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন ও লান্স নায়েক প্রবোধ ঘোষ বিলেটের কোয়ার্টার মাষ্টার নিযুক্ত হন।

সহরে আসিবার পরই সকলের দৈনিক প্রাপ্য ২৪ আউন্স আটার পরিমাণ কমাইয়া শান্তির সময়কার ১৬ আউন্স করিয়া দেওয়া হয় এবং কিছুদিন পরে তাহাও কমাইয়া ১২ আউন্স করা হয়। চাল, ডাল ও গুড় অতি সামান্য পরিমাণে দেওয়া হইতে লাগিল এবং জ্বালানি কাষ্ঠের পরিমাণও যথেষ্ঠ কমিয়া গেল, এই সমুদয় দেখিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে তিন সপ্তাহের মধ্যে যে অবরোধ উন্মোচনের কথা ছিল তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইবে। আমরা এই সময় হইতেই খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করি। বরবটির বীজ তখন সহরে এক টাকা সের বিক্রয় হইতেছিল। সাধারণ অবস্থায় ইহার মূল্য সের প্রতি চারি পয়সা মাত্র। আমরা ভবিষ্যতের জন্য এক মণ বরবটির বীজ কিনিয়া রাখিলাম। বরবটির বীজ একটি পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী।

তুকরা প্রায় প্রতিদিনই সহরের উপর এবং ট্রেঞ্চের উপর গোলা বর্ষণ করিত। ১৯১৫ সালের খৃষ্টমাস্‌ডে বা বড়দিন কুটের অবরোধের

এক স্মরণীয় দিন! ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা হইতে তুর্কীরা বম্বার্ডমেণ্ট আরম্ভ করে এবং রাত্রের অন্ধকারে বারবার আমাদের ট্রেঞ্চ দখল করিবার মানসে আক্রমণ করিতে থাকে। ক্রমান্বয়ে চারিমাস কাল অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিয়াও পুণা ডিভিসনের ভারতীয় ও ইংরাজ সিপাহীরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই এবং তাহাদের সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অটুট ছিল। শ্রেণীর পর শ্রেণী তুর্কী সিপাহী স্থির লক্ষ্য ৬ষ্ঠ ডিভিসনের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিতে লাগিল। প্রতি ট্রেঞ্চ বিভাগের (Sector) সম্মুখস্থ ভূমির উপর কুট-এল-আমারা স্থিত চল্লিশটী বড় ও ছোট তোপ রেজিষ্টার করিয়া রাখা হইয়া ছিল। তুর্কীরা আক্রমণ আরম্ভ করিলে তোপগুলি হইতে তাহাদের উপর অজস্র স্রাপনেল ও লিডাইট্ শেল বর্ষণ আরম্ভ করা হয়। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া যুদ্ধ চলে। তুর্কীরা কেবল আমাদের ট্রেঞ্চস্থিত সিপাহীদের উপরই গোলা নিক্ষেপ করিতে ছিলনা। মধ্যে মধ্যে তাহাদের হেভিগানের গোলা সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া সহরের উপর পড়িতেছিল এবং ইতস্ততঃ আহত আরব অধিবাসীদের করুণ আর্ত্তনাদ সেই গভীর রাত্রে কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল।

শেষ রাত্রে কিয়ৎকাল যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ও নূতন সৈন্যদল আনয়ন করিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তুর্কীরা পুনরায় প্রবল বেগে আমাদের ট্রেঞ্চ আক্রমণ আরম্ভ করে। ট্রেঞ্চের উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ফোর্ট নামক রিডাউট্ লইবার জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করিল। তাহাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ্য করিতে না পারিয়া ১০৩ নম্বর মারহাট্টা লাইট্ ইনফ্যান্ট্রির দল দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া হটিয়া আসে এবং তুর্কিরা ট্রেঞ্চে প্রবেশ করিয়া হাত বোমা (Hand grenade) ছুড়িতে আরম্ভ করে। ভলাণ্টিয়ার তোপখানার অধ্যক্ষ কাপ্টেন্ ক্রিলগু ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার ইউরেশীয় গোলন্দাজ ও ১১৯ সংখ্যক পাঞ্জাবীদের

সমবেত করিয়া তুর্কীদের পাণ্টা আক্রমণ করিয়া বিতাড়িত করেন এবং ফোর্ট পুনরায় দখল করেন ও প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তুর্কিরা আক্রমণ হইতে বিরত হয়। আমাদের ট্রেঞ্চের (প্রথম লাইন) সম্মুখবর্ত্তী স্থান তুর্কি মৃতদেহে সমাকীর্ণ ছিল। উভয় পক্ষের যুদ্ধের অবিরামতার জন্ত তাহাদের সমাধিস্থ করা হয় নাই। এই যুদ্ধের দুই দিন পর একজন মাতাল তুর্কি মেজর (বিম্বাসি) সাদা নিশান হাতে স্থানীয় তুর্কি অধিনায়কের নিকট হইতে আর্শ্মিষ্টিশ্ প্রার্থনা পত্র লইয়া উপস্থিত হয় কিন্তু স্বয়ং খলিল পাশা তাঁহার নিকট পত্র প্রেরণ করেন নাই বলিয়া টাউনসেণ্ড সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। ইহার কিছুদিন পর বন্তার জন্ত তুর্কি ট্রেঞ্চ দূরে সরিয়া গেলে আমাদের সিপাহীরা এই গলিত শবগুলি প্রোথিত করে। ভলাণ্টিয়ার ব্যাটারীতে ঘোষ নামক একজন বাঙ্গালী যুবক গোলন্দাজের কার্য্য করিতেন। ইঁহার সহিত কুটে আমাদের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। ইনি কয়েকদিন হেড্ কোয়াটার্সে আৰ্দ্দালীর কাজ করিয়াছিলেন ও আমাদের রয়টারের বেতার টেলিগ্রাফের সারাংশ আনিয়া দিতেন। আমরা কুটে থাকিতেই সার ফেরোজশাহ্ মেটার মৃত্যু সংবাদ ও লর্ড হার্ডিঞ্জের ভারত পরিত্যাগ সংবাদ পাইয়াছিলাম।

জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে জেনারেল এল্‌মার তাঁহার সৈন্য সমাবেশ সম্পূর্ণ করিয়া কুট উদ্ধারের জন্ত তুর্কীদের আক্রমণ করেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই জয়লাভ করিতে তাঁহার এত অধিক সৈন্তক্ষয় হয় যে তিনি অধিকতর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া পুনরায় সেখ্ সাআদে ফিরিয়া যান। যুদ্ধের কয়দিন আমরা সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়া থাকিতে আদেশ পাইয়াছিলাম—এবং ইহা স্থির করা হইয়াছিল যে, এল্‌মার ম্যাগসিস্ (Magasis) পর্য্যন্ত পৌছিলেই কুটস্থিত বাহিনী অবরোধ ভেদ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবে।

এলমার সেখ সা-আদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অধিকতর সাহায্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্র মুক্তির আশা নাই দেখিয়া আমাদের আহার্য্যের পরিমাণ ১২ আউন্স হইতে ৮ আউন্সে কমাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় হইতে সিপাহীদের আহারের জন্য অশ্ব ও অশ্বতরের মাংস দেওয়া হইতে থাকে। প্রথমাবস্থায় অশ্বমাংস খাইতে কেবলমাত্র গোরা সিপাহী ও গুর্খারা স্বীকৃত হয়, হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা অশ্বের মাংস খাইলে ধর্ম্মের হানি হইবার ভয়ে তাহা খাইতে অস্বীকৃত হয়। আমরা তখনও মনে করি নাই যে ইউনিয়ন জ্যাক্ কখনও তুর্কীদের নিকট অবনত হইবে এবং স্থির বিশ্বাস ছিল যে শীঘ্রই আমরা মুক্ত হইব। দেশে ফিরিয়া কুটের অবরোধে ছিলাম অথচ ঘোড়ার মাংস খাই নাই একথা বলিতে হইবে ভাবিয়া আমরা একদিন কসাইখানার বাঙ্গালী কেরাণী বাবুর নিকট হইতে কিছু অশ্বমাংস চাহিয়া লইয়া তাহার আস্বাদ লইলাম। তখন ভাবি নাই যে, কিছুদিন পরে ঐ অশ্বমাংসই সকলের প্রধান আহার হইবে।

টাটকা সব্জীর অভাবে এই সময় কুটস্থ হিন্দুস্থানী ও গোরা সিপাহীরা পাইওরিয়া নামক দাঁতের মাড়ির পীড়ায় আক্রান্ত হইতে লাগিল। এই রোগ নিবারণের জন্য যুদ্ধের সময় যে লেবুর রস দেওয়া হইত তাহা বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তখনও কুটের কমলালেবু গাছগুলির পাতা ঝরিয়া পড়ে নাই। ডাক্তারদের আদেশমত হাঁসপাতালে এই লেবুর পাতার ঝোল সকলে খাইতে লাগিল। আমাদের দলস্থ রণদাপ্রসাদ সাহা এই সময়ে কুটের বাহিরের মাঠ হইতে ডাণ্ডেলিয়ন লতা সংগ্রহ করিয়া হাসপাতালে বিতরণ করিত এবং আমরাও সেগুলি ভাজিয়া আহার করিতাম।

জানুয়ারী মাস হইতে মেসোপটেমিয়ার বর্ষা আরম্ভ হইল! অবিরত বৃষ্টিপাতে সহরের রাস্তাগুলি তরল কর্দ্দমের প্রণালীতে পরিণত হইল

এবং নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া উভয় কূল প্লাবিত করিয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কেবল নোয়ার (Noah) সময় নহে এখনও বৎসরে একবার শীতকালে মেসোপটেমিয়ার অধিকাংশ ভূভাগই বন্যার জলে নিমজ্জিত হয়। মার্চ্চের শেষভাগে বন্যা অপসারিত হইলে একটি তরল কর্দ্দমের আবরণ ভূমিকে চাষের উপযোগী করিয়া তোলে। এই বৃষ্টিতে ও জলপ্লাবনে ট্রেঞ্চস্থিত সিপাহীদের দুরবস্থার একশেষ হইল এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট পাইল যে বৃটিশ বাহিনীটি আমাদের অবরোধ উন্মোচনের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। নদীর জলে ভূমি কোমল হওয়াতে পায়ে চলিবার সময় সিপাহীদের পদদ্বয় প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত প্রোথিত হইয়া যাইতে লাগিল এবং সে কর্দ্দমে তোপ, ট্রান্সপোর্ট ও অশ্বাদির পরিচালনা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। সামান্য মাত্র বল সংগ্রহ করিয়া এল্‌মার ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে প্রায় ছয় সাতবার তুর্কীদের আক্রমণ করেন কিন্তু শত্রুর প্রবল বাধা ও নৈসর্গিক কারণের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই আমাদের আর এক বিপদ আসিয়া জুটিল। একদিন অপরাহ্নে সহরের উপর একটি বিপক্ষের এয়ারোপ্লেন দেখা দিল। তুর্কী এয়ারোপ্লেন আমাদের তোপ সমূহের অবস্থিতি অন্বেষণ করিতে আসিয়াছে মনে করিয়া আমরা এয়ারোপ্লেনটী দেখিতেছি এমন সময় সেটি ভল্‌প্লেন বা ঘুড়ির গোত্তা মারার ন্যায় নিম্নমুখী হইয়া নামিয়া আসিয়া সহরের উপর কতকগুলি বোমা নিক্ষেপ করিয়াই উপরে উঠিয়া গেল। ট্রেঞ্চস্থিত সিপাহীরা ও সহরের মধ্যস্থিত সিপাহীরা এয়ারোপ্লেনটীর উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করে কিন্তু উহা সে সময় বন্দুকের পাল্লার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ট্রেঞ্চ হইতে নিক্ষিপ্ত কয়েকটি গুলি সেদিন সহরের মধ্যে পতিত হইয়া কয়েকজনকে আহত করে এবং ইহার পর হেড্‌কোয়াটার্স হইতে আদেশ ব্যতীত শত্রু এয়ারোপ্লেনের উপর বন্দুক

ছোড়া নিষিদ্ধ হইয়া যায়। উড়ো জাহাজ ধ্বংস করিবার উদ্দেশে প্রস্তুত অ্যান্টি-এয়ার ক্র্যাফ্‌ট গান আমাদের সহিত একটিও ছিল না এবং সে অভাব মোচনের জন্য সহরের বাহিরে দুইটী ১৬ পাউণ্ডার তোপকে আকাশের দিকে মুখ করিয়া এক একটি উঁচু মাচার উপর খাড়া করা হয়। ইহা ব্যতীত সহরের মধ্যেও কয়েকটি মেসিনগান ঊর্দ্ধমুখ করিয়া সজ্জিত করা হয়। ইহার পর যখনই শত্রুপক্ষীয় এয়ারোপ্লেন আকাশে দেখা দিত তখনই ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইত এবং পূর্ব্বোক্ত তোপ দুইটিও মেসিন গান হইতে তাহার উপর গোলা বর্ষণ করা হইত। এই বন্দোবস্তের পর তুর্কী এয়ারোপ্লেন আর বড় বেশী কুটের উপর দিবাভাগে আসিত না। রাত্রে আসিয়া বোমা ফেলিয়া চলিয়া যাইত। একদিন একটি এয়ারোপ্লেন হইতে মুক্ত একটি ১২০ পাউণ্ডের বোমা আমাদের বিলেটের অতি নিকটে এক আরব কুটীরের উপর পড়িয়া ছাদের মৃত্তিকার উপর বসিয়া যায়। নরম স্থানে পড়িয়াছিল বলিয়া সেটি ফাটে নাই, নচেৎ সেদিন আমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী ছিল। তুর্কীরা জার্ম্মান্ ফোকার (Foker) মেসিন ব্যবহার করিত। এই এয়ারোপ্লেনগুলি বৃটিশ এয়ারোপ্লেন হইতে হাল্কা এবং শীঘ্রগতি ছিল বলিয়া রিলিভিং কলামের এয়ারোপ্লেনগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত তুর্কী এয়ারোপ্লেনের অনিষ্ট করিতে পারে নাই। পরে হাল্কা ফ্রেঞ্চ্ মেসিন আসিয়া তুর্কীদের 'এয়ার সুপ্রিমেসি' বা আকাশ পথের প্রাধান্যের অবসান করে।

গোইবেন ও ব্রেসলাউ নামক জার্ম্মান যুদ্ধ-জাহাজদ্বয়ের ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত। মার্চ্চ মাসের শেষভাগে আমরা শুনিলাম যে, এই যুদ্ধ-জাহাজ দুটী হইতে কয়েকটি বড় তোপ তুর্কীরা কুটে আনয়ন করিতেছে। দুইটি বৃহদাকারের মানোয়ারী তোপ হইতে মার্চ্চ মাসের শেষে তুর্কিরা কুটের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। বায়ু ভেদ করিয়া

তীক্ষ্ণ চাৎকার করিতে করিতে শেল গুলি যখন সহরে আসিয়া পড়িত তখন আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া থাকিতাম। একদিন প্রাতঃকালে সংবাদ পাইলাম যে গত রাত্রে একটি শেল পড়িয়া আমাদের ডাক্তার মহাজনীকে নিহত করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিনও সন্ধ্যার সময় আমরা মহাজনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এই নম্র স্বভাব পুনার ব্রাহ্মণের প্রতি সকলেই প্রীত ছিলেন। কর্ম্মতৎপরতার জন্যও ইনি উপরওয়ালার অনুগ্রহভাজন ও আই. ও, এম রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরাহ্নে আমরা মহাজনীর দেহ বহন করিয়া কুট্-এল-আমারার উত্তরে অবস্থিত একটি খেজুর বাগানে সমাহিত করিয়া আসিলাম। কর্ণেল হেনেসি মহাজনীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে অতিশয় শোকান্বিত হইয়াছিলেন। তুর্কিদের এই তোপ দুটি ধ্বংস করিবার বিশেষ আয়োজন হইতে লাগিল। একদিন প্রত্যূষে একখানি বৃহদাকার বাইপ্লেন রিলিভিং কলাম হইতে কুটের উপরে উপস্থিত হইল এবং তুর্কি শিবির সামরাণের দিকে চলিয়া গিয়া তোপ দুইটির স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য একটি স্মোক্-বম্ব্ বা ধোঁয়ার গোলা নিক্ষেপ করিল। প্রায় দশ সেকেণ্ড যাবৎ একটি নাল ধূমের দীর্ঘ রেখা স্পষ্ট রহিয়া ধীরে ধীরে বাতাসে মিলাইয়া গেল। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই পাল্লা ঠিক্ করিয়া কুট্-এল্ আমারাস্থিত হেভি ব্যাটারির তোপগুলি গোলা ছুড়িতে লাগিল। এয়ারোপ্লেনটি উচ্চ হইতে বেতার টেলিগ্রাফে সংবাদ দিতে লাগিল যে গোলা ঠিক পড়িতেছে, না, বামে, দক্ষিণে, পশ্চাতে বা পার্শ্বে পড়িতেছে। এয়ারোপ্লেনের নির্দ্দেশ মত অর্দ্ধ ঘণ্টা তোপ চলিবার পর সেই তুর্কি মানোয়ারী তোপ দুইটিই চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার মহাজনীর মৃত্যু হওয়াব পর আমরা একদিন আমাদের পূর্ব্বতন নেতা মেজর ল্যাম্বার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মেজর

তখন অতিশয় অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। আমাদের দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া কথোপকথন করিলেন এবং চম্পটীকে বলিলেন যে তিনি আমাদের পরিচালনা করিবার ভার পাইয়াছিলেন বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন (I am proud that I Commanded you) আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার কয়েকদিন পরই মেজর লাম্বার্ট প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সমাধির দিন আমরা উর্দ্দি পড়িয়া তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান দেখাইবার জন্য উপস্থিত হই এবং আমাদের প্রার্থনা শুনিয়া কার্ণেল হেয়ারের আদেশে যে গোরা সিপাহীরা তাঁহার দেহ বহন করিতে আসিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া যায় এবং আমরা তাঁহার শবাধার লইয়া তাঁহাকে ডাক্তার মহাজনীর পার্শ্বেই সমাধিস্থ করিয়া আসি। মেজর লাম্বার্টের মৃত্যুর কিছুদিন পরই ১৭ ব্রিগেডের নেতা জেনারেল হাউটন্ পাড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তুর্কীরা যদিও বার বার কুট্ অধিকারের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হয় কিন্তু আমাদের অবস্থাও অতিশয় সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। যে খাদ্য সামগ্রী অবশিষ্ট ছিল তাহাতে মাত্র কয়েকদিন চলিতে পারে। অবশেষে আমাদের যে খাদ্যের অভাবেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে তাহা বুঝিয়া তুর্কীরাও কুট্ আক্রমণ হইতে বিরত থাকিল। মধ্যে খলিলপাশা মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার অধিকাংশ বল নিযুক্ত করিয়া ও সমুদায় তোপগুলির সাহায্যে জোর পূর্ব্বক কুট দখল করিয়া লইবেন কিন্তু বিখ্যাত জার্ম্মান যোদ্ধা ভন্ ডার গল্জ (Von Der Goltz) তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে তাহাতে প্রভুত তুর্কি সৈন্য নষ্ট হইবে এবং অ্যানাটোলিয়া হইতে ক্ষতিপুরণের জন্য সৈন্য আনয়নে বিলম্ব হইবে। মার্চ্চ মাসের পর হইতে তুর্কিরা আর বৃটিশ ট্রেঞ্চ আক্রমণ করে নাই। মধ্যে মধ্যে গোলা-বর্ষণ করিয়া আমাদের অন্তিম শ্বাস লক্ষ্য করিতে লাগিল ও রিলিভিং কলামকে বাধা দিতে লাগিল।

জেনারেল এল্‌মার কুট উদ্ধারে অসমর্থ হইলে তাঁহার স্থানে নাসিরিয়ার যুদ্ধবিজেতা জেনারেল গরিঞ্জ রিলিভিং কলামের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার বীরত্বের খ্যাতির জন্য ইহার উপর সমগ্র বাহিণীর অসীম ভরসা ছিল। কুটেও আরও কিছু কাল বাধা প্রদানের চেষ্টা হইতে লাগিল। পুনা ডিভিসন কুট-এল্‌-আমারায় পৌছিয়াই দেখিতে পায় যে তথায় বিয়ার মদ্য প্রস্তুতের জন্য বহু পরিমাণে নিকৃষ্ট শ্রেণীর যব বিদেশে রপ্তানীর জন্য মজুত আছে। পলিটিকাল বিভাগ উচিত মূল্য দিয়া সে যব কিনিয়া লয় এবং এপ্রিলের প্রথম হইতে এই যব চূর্ণ করিয়া আমাদের আহারের জন্য দেওয়া হইতে থাকে। এই যব ভাঙ্গিবার জন্য এয়ারোপ্লেনের মোটর দ্বারা একটী যাঁতা কল প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আহারের জন্য আমাদের যে ৪ আউন্স যবচূর্ণ দেওয়া হইত তাহাও অর্দ্ধেক তুষ ও ধুলিতে পূর্ণ। প্রতিজন করিয়া একখানি মাত্র ক্ষুদ্রকায় রুটি প্রস্তুত হয় দেখিযা আমরা সে যবচূর্ণ সিদ্ধ করিয়া তাহার মণ্ড প্রস্তুত করিতাম। এক এক চুমুক যবের মণ্ডের সহিত এক এক গ্রাস ঘোড়ার মাংস বিশেষ মন্দ লাগিতনা। সে সময় আমরা প্রতিজনে এক পাউণ্ড করিয়া অশ্বমাংস আহার করিতে পাইতাম। আমরা ঘোড়ার মাংস উত্তমরূপে থুরিয়া লইয়া লবণ ও রসুন সহযোগে রন্ধন করিতাম। ঘৃতের অভাব ঘোড়ার চর্ব্বি দিয়া পুরণ করিতে হইত। সে সময় জ্বলানি কাষ্ঠের অভাবে রন্ধনের জন্য আমাদের ক্রুড অয়েল দেওয়া হইত। সিপাহীরা সেই তৈলে একমুষ্টি ভূষি নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া কোনও রূপে তাহাদের অশ্বমাংস অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া লইত। একটি ব্যবস্থার জন্য আমরা কিন্তু জালানি কাষ্ঠের অভাবে বিশেষ কষ্ট পাই নাই। হেভিব্যাটারির বলদ গুলি উদরসাৎ হইবার পূর্ব্বেই আমরা প্রচুর পরিমাণে গোবর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং নদীর ধার হইতে সংগৃহীত কয়লার গুঁড়া দিয়া ও তাহাতে কিঞ্চিৎ

পরিমাণে এঁটেলমাটি সংযোগ করিয়া বহুসংখ্যক গুল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম। এই গুল গুলি হইতে উত্তম অগ্নি প্রস্তুত হইত এবং আমরা শেষ পর্য্যন্ত ঘোড়ার মাংস বেশ সুসিদ্ধ করিয়া আহার করিতে পাইতাম। আমাদের পূর্ব্ববাসস্থান খেজুর বাগানটীর নিকটে নদীর ধারে একটি হাঁসপাতাল বোট গোলার আঘাতে অর্দ্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় ছিল এবং তুর্কিরা তাহার উপরেও মধ্যে মধ্যে গোলা নিক্ষেপ করিত। যখন দেখা গেল যে বোটটি শীঘ্রই জলমগ্ন হইয়া যাইবে অথচ কাহারও কাজে লাগিবেনা, তখন আমাদের বিলেট হইতে প্রতিরাত্রে বাঙ্গালী রবিনসন ক্রুসোর দল সে বোটটিতে যাতায়ত আরম্ভ করিল। বরফের চাইতেও টাণ্ডা জল পার হইয়া সেই বোট হইতে আমরা কতক গুলি বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি যোগার করিয়াছিলাম এবং ইহা ব্যতিত প্রচুর পরিমাণে ক্যান্‌ভাস্, টীনের মাংস, ও কয়েকটি বৃহৎ লবণাক্ত বেকনের খণ্ড আমরা সেই বোট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। আমাদের বিলেটের কাঁচা মেঝে ছিল বলিয়া আমরা কয়েক পর্দ্দা ক্যান্‌ভাস তাহার উপর বিছাইয়া লইয়া কক্ষ দুটিকে আরামদায়ক করিয়া তুলিলাম এবং পূর্ব্বে টেবিল, চেয়ারগুলির সদ্‌গতি করিয়া পরে আমাদের সঞ্চিত গুলে, অগ্নির প্রয়োজনে হাত দিলাম। ঘোড়ার চর্ব্বি ও নেকড়ার পলিতা দিয়া আমরা কতকগুলি বাতিও প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

কুট-এল-আমরায় শীতের প্রকোপ দিবাভাগে তত বুঝা যাইতনা, কিন্তু রাত্রে শীতে অস্থির হইতে হইত। দৈনিক অর্ডারে তাপমান যন্ত্রের পারদ প্রায়ই বরফ জমার ঘরের নীচে দেখা যাইত এবং জানুয়ারী মাসে পারদ কোনও রাত্রে ৪৫ ডিগ্রীর উর্দ্ধে উঠে নাই। একদিন রাত্রে এত অধিক শীত পরিয়াছিল, যে দুইটি সিপাহী পাহারা দিবার সময় শীতে জমিয়া মরিয়া গিয়াছিল। মেসোপটেমিয়ায় অতি শীতের উপর অতিবৃষ্টি

একটি মহা বিরক্তিকর ব্যাপার, ইহার উপর আরও অধিক বিরক্তিকর শীত কালে সকলের গাত্রে একরকম সাদা রঙ্গের উকুনের প্রাদুর্ভাব। কেহই ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। প্রতিদিন কার্ব্বলিক লোসনে ধুইয়া, গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, লাইজলের মধ্যে ডুবাইয়াও আমরা জামা কাপড়গুলি এই উকুনের হাত হইতে মুক্ত করিতে পারি নাই। রাত্রে যখন আমরা শীতের জন্য গরম গেঞ্জি ও কোট চাপাইয়া তাহার উপর তিন চারিখানি করিয়া কম্বল টানিয়া দিতাম তখন এই পোকা গুলি সুবিধা বুঝিয়া সর্ব্বাঙ্গে বেড়াইতে আরম্ভ করিত। তাহা কিরূপ বিরক্তি-জনক তাহা বর্ণনা করা যায় না। মেডিক্যাল বিভাগের ডিরেকটার সার্কুলার জারি করিলেন যে উদ্ভিদ জাত তৈল মাখিলে এই পোকা নষ্ট হয় কিন্তু তখন কোথায় পাইব উদ্ভিদজাত তৈল? আমরা ভেসেলিন্ পেট্রোলিয়ম জেলি প্রভৃতি মাখিয়া দেখিলাম তাহাতে কোন ফল হয় না। ইহার পর আর কেহ সরিষার তৈলের নিন্দা আমাদের নিকট করিতে পারিত না।

আমাদের এসময় প্রচুর অবসর ছিল। সকালে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত হাসপাতালে কাজ করিয়া আমরা বিলেটে স্নানাহারের জন্য ফিরিয়া আসিতাম এবং পুনরায় বৈকালে ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হাস-পাতালে থাকিয়া দিনের কাজের অবসান করিতাম। প্রতি রাত্রে দুইজন করিয়া বৃটিশ ও ইণ্ডিয়ান হাঁসপাতালে কাজ করিতে যাইত ও একজন আমাদের নিকটবর্ত্তি অফিসারদের হাঁসপাতালে কাজের জন্য যাইত। ইহা ভিন্ন রাত্রে আর কাহারও ডিউটি পড়িত না। আমরা সময় কাটাইবার জন্য তাস্ দাবা প্রভৃতি খেলিতাম ও পুস্তক পড়িতাম। বৃটিশ হাঁসপাতালের সংলগ্ন লাইব্রেরীতে ইংরাজি কথা সাহিত্যের প্রায় সমুদায় গ্রন্থকারেরই বই ছিল এবং হিউগো, ডুমা, টলষ্টয় প্রভৃতির পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদও পাওয়া যাইত। নাইন্টিথ্‌

ও ট্রৌল্‌বি বই ডুখানি অন্ততঃ দশবার করিয়া পাঠ করিয়াছিলাম মনে হয়।

প্রায়ই সন্ধ্যার সময় আমরা ২নং ফিল্ড আম্বুলান্সের ডাক্তার দিগের সহিত আলাপ করিতে যাইতাম ও সাহিত্য, সমাজনীতি ও রাজ নৈতিক আলোচনা প্রভৃতি করিতাম। তখনও ডাক্তার মহাজনী জিবীত ছিলেন। ইনি যে শুধু অমায়িক ও বিনয়ী ছিলেন তাহা নহে। ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তাতে বেশ বুঝা যাইত ইনি শিক্ষিত ও উদার পরিবারের লোক। হাঁসপাতালের ষ্টোর কিপার মুদ্‌লিয়ারও বেশ আমুদে ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া তখনকার দুষ্প্রাপ্য ভাত' ডাল প্রভৃতি খাওয়াইতেন। ইঁহার স্বদেশ বাসী লেফটেনাণ্ট উভায় মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডাই খাইবার জন্য ইঁহার নিকট আসিতেন। তেঁতুলের গোলায় লঙ্কা বাটা ঠাণ্ডাই আমাদের একদিনের বেশী ভাল লাগে নাই। লেপটেনাণ্ট উভায় আমাদের রাশিয়ান বাহিণীর অবস্থান সম্বন্ধে সংবাদ দিতেন। জেনারেল স্যাগারফ্ তখন কুট্ হইতে প্রায় ১৫০ শত মাইল উত্তর পশ্চিমে খানিকিনের নিকট দিয়া মেসোপটেমিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিলেন। আমাদের অবরোধ উন্মোচনের জন্য আমরা অনেকটা ইঁহার উপরেও আশা রাখিতাম। কুটের অবরোধের শেষদিকে ইনি তুর্কি বাহিণীর নিকট বিষম পরাজিত হইয়া বহুদূরে হটিয়া যান এবং আমাদের সে আশা নির্ম্মুল হয়। এই সান্ধ্য সম্মীলনের আর একজন সভ্য ছিলেন আমাদের হাঁসপাতালের অনুবাদক তৌফিক্ নামক আরব দেশীয় যুবক। ইনি ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তুর্কি বিদ্বেষী ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং পরিবারের অনেকেই তুর্কি ফৌজের উচ্চ কর্ম্মচারী হইলেও ইনি আমাদের বলিতেন যে শিক্ষিত আরবীয়েরা তুরস্কের অধিনতা মোটেই পছন্দ করেনা এবং তাহারা সকলেই চায় যে যুদ্ধের পর বৃটিশের সহায়তায় তাহারা স্বাধীন

হইবে। তাহাদের সে মনস্কামনা এতদিনে সিদ্ধ হইয়াছে। তৌফিক বেইরুট্ (Beyrut) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন ও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তিনি আমাদের বলিতেন যে তোমরা সকলেই নভেল পড়িতে ভাল বাস কিন্তু আমাদের দেশের যুবকেরা অবকাশের সময় গণিত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকে ও নূতন ভাষা শিক্ষা করে। ইনি বলিতেন যে অবকাশ পাইলেই সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য বোম্বাই যাইবেন। আমাদের নিকট যখন শুনিলেন যে ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে তাহাদের দেশ মনে করে না এবং নিজেদের আরব, পারসিক ও আফ্গান বলিয়া পরিচয় দিতে ভাল বাসে তখন তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন ও বলিলেন যে "They must be d—fools" আমাদের সান্ধ্য আলোচনায় রাজপুৎ রেজিমেণ্টের বৃদ্ধ হাবিলদার রামলাল সিং যোগ দিত ও রামায়ণ মহাভারতের গল্প উল্লেখ করিত। সে প্রতিদিনই আমাদের জন্য কিছু না কিছু খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিত ও আড্ডা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে কোনদিন মালপোয়া কোনদিন খেজুরি প্রভৃতি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিত। এই আতিথেয়তার প্রতিদান অবশ্য আমাদের করিতে হইত। আমাদের সংগ্রাহকেরা সহরের গুপ্ত ব্যবসায়ীদের চিনিত। ইহারা কমিশারিয়েটের পরিত্যক্ত জিনিষপত্র বহু গুণ মূল্যে সকলের নিকট বিক্রয় করিত। আমরা ৮০ টাকা দিয়া দুই মন চাউল কিনিয়াছিলাম ও ঐ মূল্যেই একটিন ঘি সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং দুই তিন পেটিকা টিনের দুধও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বড়দিন, ১লা জানুয়ারী ও আরও তিনচার দিন আমরা পোলাও, পায়স প্রভৃতি করিয়া বন্ধুদের ভোজন করাইয়াছিলাম। ফেব্রুয়ারির শেষে আমাদের সঞ্চিত খাদ্য ফুরাইয়া যায় এবং আমরা সঞ্চিত চাউল ও বরবটীর বিচি দিয়া প্রায় একমাস কাল রাত্রে একবার

করিয়া খিচুরি রাঁধিয়া খাইতাম। এপ্রিলের প্রথমেই এগুলিও নিঃশেষ হয়।

মধ্যে মধ্যে আমাদের বিলেটেও সান্ধ্য সম্মীলনের অধিবেশন হইত ও তাহাতে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুগণ ব্যতীত কমিশারিয়েট বিভাগের বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরাও যোগ দিতেন। সাহিত্যানুরাগী দুই তিন জন গোরা সিপাহীও আমাদের দলে মধ্যে মধ্যে আসিত। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল গরীঞ্জ (gorringe) আমাদের অবরোধ উন্মোচন করিবেনই। আমরাও সর্ব্বান্তকরণে তাহা বিশ্বাস করিতাম। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে কাপ্তান পুরি ও কাপ্তান কল্যাণ কুমার মুখার্জ্জি কয়েকদিন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ও মেজর বোসও কয়েক-দিন আসিয়াছিলেন। কার্ণেল পুরি এক্ষনে পাঞ্জাবে সিভিল সার্জ্জন। কাপ্তান মুখার্জ্জি ও মেজর বোস আর ইহ জগতে নাই।

সেই দুর্ভিক্ষের সময় মধ্যে মধ্যে বাজারে হঠাৎ রকমারী খাদ্যের আবির্ভাব হইত। চাষের সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ায় সহরের অধিবাসীরা ঢেড়স, কুমড়া প্রভৃতির বিচি ভাজিয়া বিক্রয় আরম্ভ করিল। একদিন বৈকালে অগণিত পঙ্গপাল আকাশে দেখা দিল এবং কুট-এল আমারা সহরের উপর পড়িতে লাগিল। আরবী অধিবাসীরা সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া আগুনে ঝল্‌সাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে লাগিল। ঋষি যোহনের প্রিয় এই খাদ্যটি আমরা কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া চাখিয়া দেখিলাম। খানিক্‌টা ছোট চিংড়ি মাছের মত আস্বাদ।

বৃটিশ বাহিনীর গোরা ও ভারতীয় সিপাহীরা আহারের ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিল সত্য কিন্তু সহরের অধিবাসীদেরও দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। ‘দরিদ্র লোকেরা ক্ষুধার তাড়নায় পাগলের মত ইতঃস্তত খাবারের অন্বেষণে ঘুড়িয়া বেড়াইত। আবর্জ্জনার স্তূপ হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া শস্যের কনা বাহির করিয়া বালক-বালিকারা খাইতেছে এ দৃশ্য

প্রায়ই দেখা যাইত। অবরোধের শেষভাগে সহরের অধিবাসীরা দলে দলে পলাইবার চেষ্টা করে। টিনের কানাস্তারার ভেলা বাঁধিয়া ইহারা কয়েক দল নদী পার হইয়া পলায়ন করিয়া ক্ষুধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল। কিন্তু প্রথম দিনের চেষ্টার পরই তুর্কী সামরিক বিভাগ জানাইয়া দিলেন যে তাঁহারা ভবিষ্যতে ইহা হইতে দিবেন না। সহরবাসীদের নিকট এ সংবাদ যথাযথ বৃটিশ কর্ম্মচারিরা জ্ঞাপন করিলেন কিন্তু তবুও দ্বিতীয় দিন রাত্রে আর কয়েকটি সহরবাসী আরবের দল টিনের ভেলায় নদী অতিক্রম করিয়া অপর পারে উঠিল। তাহাদের দেখিয়াই তুর্কী সিপাহীরা তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। বহু সংখ্যক মৃত আত্মীয়স্বজন সেই নদী তীরে ফেলিয়া স্বল্প কয়জন পলাইতে সমর্থ হইল। ইহার পরও কয়েকটি দল পলাইতে গিয়া এইরূপে প্রাণত্যাগ করিলে এই চেষ্টা বন্ধ হইয়া গেল। বৃটিশ পক্ষ হইতেও ইহাদের বলা হইয়াছিল যে ইহারা কুট্-এল-আমারায় ফিরিবার চেষ্টা করিলে এ পক্ষ হইতেও তাহাদের উপর গুলি চালান হইবে।

তুর্কী সামরিক বিভাগের এই নৃশংস ব্যবহারের কোনও সামরিক প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা বলা কঠিন। আরবীয়েরা তখন পর্য্যন্ত তাহাদের নিজের লোক বলিয়াই গণ্য হইত এবং বহু সংখ্যক আরবী সিপাহী তখনও তুরস্কের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। কুট্-এল-আমারা সহরেও তুর্কীদের প্রতি অনুকূল ভাবের বিশেষ অভাব ছিল না এবং আমারা প্রায়ই শুনিতাম যে অনেকে তুর্কীদের গুপ্তচরের কাজ করে এবং রাত্রকালে নদী সাঁতারাইয়া তাহাদের বৃটিশ তোপখানা প্রভৃতির অবস্থানের সংবাদ দেয়।

এ সময় আমাদের আর একটি বিশেষ অভাব হইয়াছিল ধুমপানের। বিলাতি সিগারেট বহু পূর্ব্বে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ষ্টীম লঞ্চের বাঙ্গালী খালাসিরা রেড্-ল্যাম্প সিগারেট আটআনা করিয়া প্যাকেট

বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিয়া লইল। আমরা লেবুর পাতা শুকাইয়া তাহাই কিছু তামাকের গুড়ার সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিলাম। অবরোধ শেষ হইবার সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে রসদ বিভাগ তাহাদের শেষ সঞ্চিত আরবী সিগারেট আমাদের বিতরণ করিয়া দিল।

কিছুতেই কিছু হইল না। অসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া গরীঞ্জ এপ্রিলের মধ্যভাগে তুর্কী ব্যূহ আক্রমণ করিলেন, তাঁহার অধীনস্থ ছোট বড় একশত তোপ অনবরত গর্জ্জন করিতে লাগিল। নিরবচ্ছিন্ন তোপের আওয়াজ দূর হইতে যেন ঝড় বহিতেছে এরূপ শুনাইত। রাত্রে ম্যাগাসিসের দিকে অর্দ্ধেক আকাশ ব্যাপিয়া অসংখ্য শেল্ চিক্‌মিক্ করিয়া ফাটিতেছে দেখা যাইত। মনে হইত একটি বৃহৎ নগরী দীপান্বিতার আলোক মালায় সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অভিনব দীপালির সহিত অবিরাম তোপের গর্জ্জন মিশিয়া মনে হইতে লাগিল যেন মহাকাল স্বয়ং বম্ বম্ শব্দে করালীর পূজায় মাতিয়াছেন।

তিনদিন ধরিয়া এই মহাযুদ্ধ চলিল। আমরা সংবাদ পাইলাম যে গরীঞ্জ তুর্কিদের পাঁচটি ট্রেঞ্চ শ্রেণী দখল করিয়া লইয়াছেন। বহুদিন পরে আশার এই ক্ষীণ আলোকে সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম এবং উৎকণ্ঠার সহিত গরীঞ্জের শেষ আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এদিকে কূট্-এল-আমারা আর রাখা যায় না এরূপ অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। আহার প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে আত্মসমর্পণের সময় এক সপ্তাহের খাদ্য হাতে রাখিয়া আত্মসমর্পণ করিবার কথা, কিন্তু তখন এক সপ্তাহের খাদ্যও কুটে নাই। প্রধান সেনাপতি স্যর পার্সিলেকের আদেশে এক অসম সাহসিকতার অভিনয় হইয়া গেল। রিলিভিং কলাম ঠিক করিলেন যে খাদ্য সামগ্রী বোঝাই একখানি ষ্টীমারকে শত্রুর আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া কুটে পৌছিতে হইবে। জুল্‌নার

(Julnar) নামক ষ্টীমারটিতে আটা, ময়দা প্রভৃতি বোঝাই করা হইল ও লোহার পাতে সমগ্র ষ্টীমারটিকে আচ্ছাদিত করা হইল। স্বেচ্ছা-সেবকের আহ্বান হইলে বহু সংখ্যক নাবিক অগ্রসর হইল, কিন্তু অবিবাহিত কয়েকজনকে বাছিয়া লওয়া হইল। একদিন রাত্রের অন্ধকারে সেখ সাআদ হইতে জুলনার যাত্রা করিল। প্রায় ঘণ্টা খানেক চলিবার পর ষ্টীমারের একটি চাকা একটি তারের দড়িতে আট্‌কাইয়া গেল। তুর্কিরা এইরূপ কিছু আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই ম্যাগাসিসের নিকট নদীর ওপার এপার কয়েকটি মোটা তারের দড়ি বাধিয়া রাখিয়াছিল। প্রথম চেষ্টায় তারটি ছিঁড়িয়া যাওয়ার পরই আর একটি তারে চাকাটি আটকাইয়া গেল। ইহার মধ্যেই তুর্কীরা সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে এবং গ্যালপে একটি তোপখানা নদীর কিনারে আনিয়া গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। অর্দ্ধঘণ্টা এই অসম যুদ্ধের পর জুল্‌নার শত্রু হস্তগত হইল। যে কয়েকটি অসাধারণ বীরপুরুষ তাহাদের জন্মভূমির গৌরব রক্ষার জন্য এই মহা বিপজ্জনক কার্য্য স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের কেহই সেই ভীষণ অগ্নি বৃষ্টির পর জীবিত ছিল না। ইহাদের এই স্বার্থত্যাগে চির মহিমান্বিত বৃটনের মহিমা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ধন্য সেই দেশ, যে দেশে এইরূপ বীরপুরুষ ঘরে ঘরে জন্মায়। জুলনারের অকৃতকার্য্যতার পর প্রায় সপ্তাহ খানেক এরোপ্লেন হইতে আমাদের আটা ও ময়দা দিবার চেষ্টা হইত। কিন্তু সপ্তাহ কালের প্রদত্ত আহার্য্যে আমাদের মাত্র একদিনের উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া গিয়াছিল।

জুল্‌নারের শোচনীয় পরিণামের পর গরীঞ্জ পুনরায় তুর্কীব্যূহ আক্রমণ করিলেন এবং আবার দু দিন ব্যাপিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হইল। আমরা ছাদে উঠিয়া উদগ্রীব হইয়া সেই শেলবৃষ্টি দেখিতাম এবং প্রতিক্ষণেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিতাম। তৃতীয় যুদ্ধের পর সব থামিয়া

গেল কিন্তু কোনও সংবাদ আসিল না। টাউনসেণ্ড টেলিগ্রাফের পর টেলিগ্রাফ্ করিয়াও রিলিভিং কলাম হইতে কোনও উত্তর পাইলেন না। তাহার পরদিন এক বেতার টেলিগ্রাফ্ আসিল, স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নিকট হইতে, সম্রাট টাউন সেণ্ডকে ধন্যবাদ দিয়াছেন ও আত্মসমপর্ণের অনুমতি দিয়াছেন। আমরা বুঝিলাম গরিঞ্জও অপরাগ হইয়াছন। গরিঞ্জকে পরাজিত তুর্কী করে নাই, করিয়াছিল মেসোপটেমিয়ার জল প্লাবন।

সম্রাটের আদেশ আসিবার কিছুক্ষণ পরই পার্সিলেক্ বেতার বার্ত্তা প্রেরণ করেন এবং তাহাতে টাউন সেণ্ডকে স্বয়ং আত্মসমর্পনের আয়োজন করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার মতে জেনারেল টাউনসেণ্ড (যিনি বহু-সংখ্যক যুদ্ধে তুর্কীদের পরাজিত করিয়াছেন) স্বয়ং তুর্কীদের নিকট কোনও বিষয় প্রার্থনা করিলে তুর্কীরা তাহা অধিকতর সহৃদয়তার সহিত শুনিবে। এই সংবাদ আসিবার পর একখানি ছোট ষ্টীমলঞ্চে সাদা নিশান তুলিয়া তাহাতে টাউনসেণ্ড খলিল পাশার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়া এই কমিউনিক বাহির করেন যে তুর্কীরা সকলকে প্যারোল বা যুদ্ধের সময় শেষ পর্য্যন্ত পুনরায় তুর্কীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পারিবে না এই অঙ্গীকারে ছাড়িয়া দিবে। এই কমিউনিক বাহির হইবার পরদিনই কনষ্টান্টিনোপলের আদেশে খলিল পাশা তাঁহার অঙ্গীকার প্রত্যাহার করিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পুণা ডিভিসন বিনা চুক্তিতে আত্ম সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয়। তিন দিনের জন্য আর্ম্মিষ্টিস্ বা অস্ত্র সম্বরণ ঘোষণা করা হয় এবং এই সময়ের মধ্যে কুট্-এল-আমারা স্থিত ৪০টী তোপ, সমুদয় বন্দুক, গোলা, গুলি প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং নদীগর্ভে নিম-জ্জিত করা হয়। তাঁবু, ট্রান্সপোর্ট কার্ট প্রভৃতি একত্র করিয়া তাহার উপর ক্রুড অয়েল ঢালিয়া দিয়া আগুণ ধরাইয়া দেওয়া হয়। আর্ম্মিষ্টিস্

ঘোষণার পর হইতেই সকলে নির্ভয়ে নদীর তীরে যাইতে আরম্ভ করে এবং তুর্কী স্নাইপারেরাও তাহাদের গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া নদীর পরপারে আসিতে আরম্ভ করে। আমরা নদীর তীরে যাইলে পরপার হইতে তুর্কীরা উপহাস করিয়া হাত নাড়িয়া ডাকিত।

আর্ম্মিষ্টিসের শেষ দিন ২৯শে এপ্রেল ১৯১৬ বেলা দ্বিপ্রহরের পর হইতেই আরব অধিবাসীদের মধ্যে উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। দলে দলে বালকেরা অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত পতাকাহস্তে শোভাযাত্রা বাহির করিল। বয়োবৃদ্ধেরা সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের গোপনে লুক্কাইত আহার্য্য বাহির করিয়া বিক্রয় আরম্ভ করিল।

বেলা তিনটার সময় সেরাইয়ের উচ্চ চূড়া হইতে ইউনিয়ন জ্যাক্ নামাইয়া লওয়া হইল এবং তৎস্থানে একটি শ্বেতবর্ণের পতাকা উত্তোলন করা হইল। সে দৃশ্যে আমাদের বাঙ্গালী হৃদয়েও যে ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলাম তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে ইউনিয়ান জ্যাকের এই অবনতি স্বীকারে বৃটন সন্তানদের মনে কি ভাব হইতেছে। কিছু পরেই একটি তুর্কী কামান বাহী ছোট ষ্টীমার আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার উপর হইতে পূর্ণ রিভিউ পরিচ্ছদ পরিহিত কয়েকটি তুর্কী কর্ম্মচারী অবতরণ করিয়া সেই শ্বেত নিশান নামাইয়া তাহাদের সাদা অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত রক্তবর্ণ পতাকা সেরাইয়ের চূড়ায় উঠাইয়া দিল। তুর্কী গান বোট হইতে ১০১ বার তোপ ধ্বনি করিয়া পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইল। ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘ অবরোধের পর বৃটিশ বাহিনী কুট্-এল্-আমারায় আত্মসমর্প করিল।

ইহার এক ঘণ্টা পরই একটী তুর্কী ব্যাটালিয়ন বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া কুচ্ করিয়া সহরে প্রবেশ করিল। নিজাম বে নামক একজন প্রৌঢ় কর্ণেল ইহার কর্ত্তা হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আসিতেছিলেন। একজন বৃটিশ কর্ম্মচারী পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতেছিলেন। ব্যাটালিয়নটির

পুরোভাগে আমাদেরই বেলুচিব্যাণ্ড্ ঢক্কা নিনাদ করিতেছিল রাম্‌টি-টাম্‌টি-টাম্‌টি-টাম্। এই চিরপরিচিত ও প্রিয় ঢক্কা ধ্বনি তখন পুণা ডিভিসনের সকলের কাণেই পীড়া উৎপাদন করিতেছিল। যে সময় আরবীরা তুর্কীদের বিজয় গান করিতেছিল এবং স্ত্রীলোকেরা ভারতীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় উলুধ্বনি করিতেছিল। কয়েকজন অতি ভক্ত আরব অগ্রসর হইয়া নিজামবে'র পদচুম্বন করিল। কিন্তু কর্ণেল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তাহাদিগের মুখে পদাঘাত করিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিলেন। সহরের পূর্ব্ব সীমায় আসিয়া দলটি হল্ট করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। কুট্-এল্-আমারা তুর্কীদের হস্তগত হইল। আমরা বন্দী হইলাম।

(১২)

বন্দী

তুর্কীরা সহরে প্রবেশ করিবার কিছু পূর্ব্বেই কয়েকজন অশ্বারোহী বৃটিশ কর্ম্মচারী সকলকে সাবধান করিয়া গিয়াছিলেন, যেন আমরা নিজ নিজ বিলেট ত্যাগ করিয়া কোথাও বাহির না হই।

তুর্কী ব্যাটালিয়নটি ছাড়া পাইয়াই সহরে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়া দিল। আমাদের আবাসের পার্শ্বেই যে এসিণ্টাণ্ট সার্জ্জেনদের গৃহ ছিল, সেখানে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি তুর্কী সিপাহী ডাক্তারদের বাক্স ভাঙ্গিয়া বস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করিতেছিল, এমন সময় রাস্তায় একজন অল্প বয়স্ক তুর্কী কর্ম্মচারী দেখিয়া ডাক্তারেরা

তাহাকে লইয়া আসিলেন। অফিসারটি বেত্রাঘাত করিয়া সিপাহীদের তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পরই তাহারা উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদী লইয়া প্রস্থান করিল। ইণ্ডিয়ান্ জেনারেল হস্পিটালে কয়েকজন তুর্কী, কাপ্তান ম্যাক্লিন্‌কে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার পা হইতে দামী বিলাতী বুট্ কাড়িয়া লইয়া গেল। আমাদের ফণীদত্তও এইরূপে তাহার হাত ঘড়িটী হারাইল। প্রায় ঘণ্টা দুই এইরূপ অরাজকতার পর একদল সামরিক পুলিশ সহরে প্রবেশ করিল। ইহাদিগকে সাধারণ তুর্কী সিপাহী বাদের ন্যায় ভয় করিয়া চলে। আরবী ভাষায় ইহাদের নাম কানুনী। ইহাদের প্রত্যেকের গলায় একটি চওড়া দস্তার হাঁসুলি ঝুলিতেছে এবং তাহার উপর ইহাদের নম্বর ও অন্যান্য লেখা আছে। ইহাদের আবির্ভাবে সহরে শান্তি পুণঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। এস্থানে বলা উচিত যে লুণ্ঠনকারী সিপাহীরা প্রায়ই কুর্দ্দিস্থানের অর্দ্ধসভ্য অধিবাসী। খাঁটি অ্যানা-টোলিয়ান্ তুর্কী নহে।

সহর দখলকারী সিপাহীদের সংখ্যার অনুপাতে লুণ্ঠনকারীদের সংখ্যা খবই কম ছিল। খাস তুর্কীদের ভিতর সিপাহী জনোচিত ডিসিপ্লিনের অভাব নাই। কুর্দ্দ ও আরবীয়েরাই লুণ্ঠন প্রিয় হয়। এ প্রসঙ্গে ইহাও বলা উচিত যে, বৃটিশ আর্ম্মির—কি ভারতীয় কি গোরা সিপাহী কেহ লুঠ তরাজের কথা মনেও আনে না। একটি নব বিজিত সহরে শান্তি রক্ষার জন্য বৃটিশ অফিসারেরা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হন। আমরা যখন আ-মারা হইতে প্রথম নববিজিত কুটে পদার্পণ করি তখন বিনা পাশে বা নন কমিশণ্ড্ অফিসারের সঙ্গ ভিন্ন সিপাহীদের সহরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না।

আমরা সে রাত্রি উৎকণ্ঠার সহিত কাটাইলাম। পরদিন দলের পর দল তুর্কী সিপাহী সহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। পুণ' ডিভিসনের

বন্দী সিপাহীদের তুর্কীদের পুরাতন ক্যাম্প্ সামারাণ্ এ লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। কেবল মাত্র হাঁসপাতাল ও অন্য কয়েকটি নন্ কম্বাটাণ্টদলকে সহরে রাখা হইল। তুর্কী সিপাহীরাও এই পাঁচ মাস কাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছে, তাহা তাহাদের কর্দ্দমাপ্লুত শত ছিন্ন পোষাক দেখিয়া বেশ বোঝা যায়। ইহারা সকলেই কুটে প্রবেশ করিয়া কয়েকদিন বিশ্রামের আশায় উৎফুল্ল হইয়াছে বোঝা গেল। তুর্কী সিপাহীরা শুনিয়াছিল, আমরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া আত্মসমর্পন করিয়াছি, সে জন্য ইহারা আমাদের সহানুভূতির চক্ষে দেখিত। কেহ ইহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে অগ্রসর হইলে তামাকের থলি বাহির করিয়া ধূমপানে নিমন্ত্রণ করিত ও বলিত, "বড় কষ্ট পাইয়াছ তোমরা, কি করিবে যুদ্ধ হইলে এইরূপই হয়।" ইহারা সাধারণতঃ অল্পভাষী, কিন্তু বিশালকায় অ্যানাটোলিও তুর্কীর মধ্যেও হৃদয়ের অভাব নাই। ইহারা আসিয়া পৌঁছা অবধি সহরের ছোট ছোট বালক বালিকারা ইহাদের পশ্চাৎ লইয়াছিল, ইহারাও তাহাদের স্নেহ সম্ভাষণ করিয়া রুটি বিতরণ করিত।

তুর্কীরা কুট অধিকার করিবার পর আমাদের চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তারা তাহাদের দেখাইলেন যে আমাদের হাঁসপাতালগুলিতে প্রায় সহস্রের অধিক রুগ্ন ও আহত সিপাহী রহিয়াছে। অবরোধের অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া ইহারা মৃতপ্রায় হইয়াছিল; ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া না দিলে অতি নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইবে এবং এতগুলি রুগ্ন সিপাহী লইয়া তুর্কী মেডিকেল বিভাগও বিব্রত হইবে। তুর্কীরা ইহাদিগকে বন্দী তুর্কী সিপাহীদের সহিত বিনিময় করিতে স্বীকার করিল। এক সপ্তাহের আর্মিষ্টস্ ঘোষণা করা হইল। তুর্কী ডাক্তার কাপ্তান আব্দুল কাদের বে হাঁসপাতালগুলিতে ভ্রমণ করিয়া যাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে তাহাদের পরিদর্শন আরম্ভ করিলেন। এসময় কার্ণেল হেয়ারের

অসুস্থতার জন্য কার্ণেল ব্রাউন্ মেসন মেডিকাল বিভাগের ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার ষ্টাফ্ সার্জ্জেণ্টের অসুস্থতার জন্য লেখককে সেস্থানে নিযুক্ত করিয়া লইলেন। কার্ণেলের আদেশে বিভিন্ন হাঁস-পাতাল হইতে নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে অর্পণকরিবার পর দিন সাদা নিশান ও রেড্‌ক্রশ্ নিশান তুলিয়া সিকিম নামক ষ্টীমারটী রিলিভিং ফোর্স হইতে কুটে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন তুর্কী ষ্টাফ অফিসার সেটীকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এই ষ্টীমারটির উপর আমাদের রুগ্ন ও আহত সিপাহীদের তুলিয়া দেওয়া হইতে লগিল। তিন দিনে প্রায় ৭০০ শত রুগ্ন ও আহত সিপাহীকে এইরূপে কুট হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে প্রায় ৫০০ শত ভারতীয় ও ২০০ শত ইংরাজ ছিল। আমাদের দলের বিনোদ চাটুয্যেও এই দলের সহিত দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং আমাদের দলটী ১৭ জনে পরিণত হয়।

এই কয়দিন কার্ণেল ব্রাউন মেসনের সহিত ঘুরিয়া কয়েকজন তুর্কী অফিসারকে লক্ষ্য করিরার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহারা আদব কায়দায় অতিশয় দুরস্ত। অনর্গল ফরাসী (French) ভাষায় কথোপ-কথন করিতে পারে এবং ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে অতিশয় কঠোর; বিনা বিচারে সিপাহীদিগকে বেত্রাঘাত ও পিস্তল যোগে হত্যা করার অধিকার অতি অধস্তন তুর্কী অফিসারেরও আছে। তুর্কী অফিসারেরা তাহাদের লোকের নিকট বেতের আগায় কাজ লওয়াই ভাল মনে করেন। এই কঠোর প্রথা বোধ হয় তুর্কী ফৌজে অধিকাংশ সিপাহীদের দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির জন্য প্রচলন করিতে হইয়াছে। খাস তুর্কী সিপাহীরা কিছু শিক্ষিত ও ভদ্র ভাবাপন্ন কিন্তু কুর্দ্দিস্তানের বর্ব্বর সিপাহীদের আয়ত্তে রাখিতে বোধ হয় এইরূপ কঠোর ব্যবহারেরই প্রয়োজন হয়। বেঙ্গল লাইট হর্সে শিক্ষানবীসির সময় দেখিয়াছি পাঠান রেজিমেণ্টগুলিতেও

ভারতীয় জমাদার, রিশালদার প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ রুম সম্রাটের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

বৃটীশ আর্ম্মিতে সামরিক শিক্ষা দানের মূল নীতি হইতেছে প্রতি সিপাহীকে আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন করিয়া তাহার কর্ত্তব্য বোধ জাগরূক করা। অনেক ইংরাজ অফিসারকে অভিমত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি যে কায়িক দণ্ড দান যথা বেত্রাঘাত প্রভৃতি করিলে, সিপাহীদের আত্ম-মর্য্যাদা বোধ চলিয়া যায়। বৃটিশ আর্ম্মিতে কোনও অফিসার যদি তাঁহার অধস্তন কোনও সিপাহীকে প্রহার করেন তাহা হইলে তিনি সামরিক আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হন। বহু পূর্ব্বে ইংরাজেরাও সাধারণ সিপাহীদের ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিতেন কিন্তু এখন আর তাহার প্রচলন নাই। বৃটিশ আর্ম্মিতে সাধারণ সিপাহীর নাম "প্রাইভেট্" "সিপয়" ইত্যাদি; তুর্কীরা সাধারণ সিপাহীকে বলে "নফর" ইহার অর্থ ভৃত্য।

কুট-এল-আমারায় একজন তুর্কী অফিসার অতি পরিষ্কার ইংরাজী বলিতেন। ইঁহার নাম লেফটেনাণ্ট হায়দার বে। ইনি আমেরিকার তুর্কী রাজদূতের পুত্র, কুটের অবরোধের সময় একটি হেভি ব্যাটারি ইঁহার অধীনে ছিল।

কুট অধিকার করিবার পরই তুর্কীরা একটী নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। অবরোধের সময় যে সমুদয় আরবেরা কোন না কোনও প্রকারে বৃটিশের সহায়তা করিয়াছিল তাহাদের ধরিয়া অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। দোভাষী, পুলিশ, কুলি, গুপ্তচর প্রভৃতি প্রায় দুই শতাধিক লোককে গুলি করিয়া মারা হয়। কুটের সেইখ্, তাঁহার দুই পুত্র ও জামাতা এবং সেস্থন্‌নামধারী একজন ধনী ইহুদী ব্যবসায়ী ও তাহার অনুচর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া গোপনে কুট পরিত্যাগ করিয়া পলাইতেছিল, কিন্তু ধরা পড়িয়া কুটে আনিত হয় এবং বিশ্বাস-

ঘাতক সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। প্রথমে ইহাদের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করা হয় এবং পদদ্বয় ভগ্ন করা হয় তাহার পর ত্রিকোণাকৃতি ফাঁসিদণ্ডে (Gibebet) লট্‌কাইয়া প্রাণ বধ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের মনে ভীতি সঞ্চার করিবার জন্য এই মৃত দেহ গুলি তিনদিন পর্য্যন্ত ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল।

প্রায় ৭০০ শত রুগ্ন ও আহত সিপাহীদের কুট হইতে মুক্তি দিবার পর আমরা শুনিতে পাইলাম যে, চিকিৎসা বিভাগীয় লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আমরা আদেশমত একদিন বৈকালে নদীর তীরে সমবেত হইলাম। আমাদের রোজনামচা, ছুরি, কমপাস প্রভৃতি তুর্কীরা অনুসন্ধান করিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল। বেলা ৪টার সময় আবার 'সিকিম' জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ষ্টীমারে উঠিতে যাইতেছি এমন সময় একজন তুর্কী কর্ম্মচারী আসিয়া জানাইলেন যে, ইস্তাম্বুল হইতে আদেশ আসিয়াছে যে আমাদের যাইতে দেওয়া হইবে না। সিকিম লঙ্গর তুলিয়া চলিয়া গেল। নিজের মুখ নিজে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সে দিন ইংরাজ ও ভারতীয় সঙ্গীদের মুখে যে হতাশার ছায়া দেখিয়াছিলাম তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। সকলের মুখেই হতাশের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু কাহারও মুখে কাতরতার চিহ্ন ছিলনা, ভাবপ্রবণতা প্রকাশের স্থানও সেটা ছিল না, কারণ তুর্কী সিপাহী ও কর্ম্মচারীরা কৌতূহলের সহিত আমাদের মুখভাব লক্ষ্য করিতে ছিল।

এই কয়দিনে ডিভিসনের লোকেরা সামারাণ হইতে বাগদাদ্ অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের পরিচিত সান্যাল মহাশয়ও ইহাদের সহিত চলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক কমিসারিয়েটের কেরাণী এই মার্চ্চের সময় সর্দ্দি-গর্ম্মিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেনাপতি টাউনসেণ্ড ও

তাঁহার পার্শ্বচরেরা সসম্মানে বাগদাদে নীত হন, এবং মোটর যোগে কনষ্টান্টিনোপলে প্রেরিত হন।

সিকিম চলিয়া যাইবার পরদিন আমরা জুল্‌নার নামক ষ্টীমারে আরোহণ করিতে আদেশ পাই। এই হতভাগ্য বাষ্পীয়পোতই আমাদের বিপদ মোচনের জন্য শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিল। ইহার ফাঁদল (Funnel) ও অন্যান্যস্থান অসংখ্য বুলেটের আঘাতে একেবারে ঝাঁঝরার ন্যায় ছিদ্র বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ডকের উপর যে যে স্থানে শেল পড়িয়া ফুটা হইয়াছিল তাহা নূতন তক্তা লাগাইয়া মেরামত করা হইয়াছে দেখিলাম। একটী স্ক্রু খারাপ হইয়া যাইবারজন্য ষ্টীমার খানি কাৎ হইয়া চলিতেছিল।

উপরের ডেকে ভারতীয় সিপাহীদের এবং নীচের ডেকে গোরা সিপাহীদের তুলিয়া দেওয়া হইল। নীচের তলায় এঞ্জিনের পশ্চাদ্ভাগে কাপ্তান পুরি, কার্ণেল ব্রাউন মেসন প্রভৃতি প্রায় ৪০ জন অফিসার আশ্রয় লইলেন ও তাঁহাদের পশ্চাতে হালের কাছে আমরা ১৭ জন বাঙ্গালী স্থান পাইলাম। বাগদাদে পৌঁছিতে ৪ দিন সময় লাগিবে। এই অনুমানে আমাদের দৈনিক চারিখানি করিয়া তুর্কী আর্ম্মি বিস্কুট দেওয়া হইল। এই বিস্কুটগুলি প্রায় ইটের ন্যায় শক্ত ও তুষ ও ধূলিকণা মিশ্রিত যবে প্রস্তুত।

৭ই মে বৈকালে কুট পরিত্যাগ করিয়া আমরা রাত্রে সামরান্ ক্যাম্পে আসিয়া নঙ্গর করিলাম। ডিভিসনের কয়েকটি রেজিমেণ্ট তখনও সেস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা শুনিতে পাইলাম যে, অব্যবস্থার জন্য আমাদের লোকেরা বড়ই কষ্ট পাইতেছে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া জেনারেল মেলিস্ স্থান পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় তুর্কী উচ্চ কর্ম্মচারীরা এদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হইলেন। কয়েকটি রুগ্ন সিপাহাকে ষ্টীমারে তুলিয়া লইয়া ৮ই মে প্রাতঃকালে আমরা

সামরান্ ত্যাগ করিলাম এবং সন্ধ্যায় চাহেলা গ্রামে পৌঁছিলাম। ষ্টীমার ঘাটে লাগিবার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইলাম গ্রামবাসী বেদুইনেরা 'দিন্' 'দিন্' করিয়া চীৎকার করিতেছে। ষ্টীমার ঘাটে লাগিলে ইহারা রুগ্ন গোরা সিপাহীদের প্রহার করিতে আরম্ভ করে। পরে তুর্কী গার্ড ইহাদিগকে বন্দুকের কুঁদার গুতা মারিয়া ষ্টীমার হইতে নামাইয়া দেয়।

পরদিন প্রাতে পুণরায় যাত্রা আরম্ভ করা হইল। আমরা দ্বিপ্রহরে উম্মাল তাবুলের যুদ্ধ ক্ষেত্র অতিক্রম করিলাম। বহুসংখ্যক মাটির ঢিবি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে বৃটিশ শিবিরের অতি নিকটে শিবির সন্নিবেশ করার ভুলের জন্য তুর্কীরা সেদিন গুরুতর শাস্তি ভোগ করিয়াছে। এই ঢিবি গুলি তুর্কী সৈন্যদের সমাধি। সন্ধ্যায় আমরা আমাদের পুরাতন অজিজিয়া অতিক্রম করিয়া রাত্রে নঙ্গর করিলাম। আজিজিয়া অতিক্রম করিবার পরই নদীতে চড়ার বাহুল্য দেখা দিল। এবং ষ্টিমার ঘন ঘন আট্‌কাইয়া যাইতে লাগিল। পঞ্চম দিনে আমরা টেসিফোন অতিক্রম করিলাম। ইহারই বন্ধুর ভূপৃষ্ঠে পুণা ডিভিসনের ও ত্রিংশ ব্রিগেডের যোদ্ধারা সাহসিকতার চরম দেখাইয়া গিয়াছিল এবং এই স্থানেই মেসোপটেমিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর প্রথম নিষ্ফলতা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

চারিদিন পরই তুর্কীদের দেওয়া বিস্কুটগুলি নিঃশেষ হইয়া গেল। পঞ্চম দিনে ষ্টীমারের তুর্কী কর্ম্মচারী একটি আরবী গ্রামে যাইয়া কিছু কিছু খবুস্ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। আমরা জনপ্রতি দেড়খান করিয়া রুটী পাইলাম এবং বলা হইল যে ইহাতেই বাগদাদ পর্য্যন্ত চালাইতে হইবে। ডিয়ালা নদীর নিকট কতকগুলি ধীবরের নৌকা আমাদের ষ্টীমারে মাছ বিক্রয় করিতে আসিল। সস্তা দেখিয়া আমরা কয়েকটি বোয়াল ও মৃগেল মাছ ক্রয় করিলাম এবং ইহার পর দুদিন

একরূপ সিদ্ধ মাছের উপরই নির্ভর করিলাম। ৬ষ্ঠ দিনে আমরা বোগদাদ সহরের উপকণ্ঠে পৌঁছিলাম। বেলা ৯ টার সময় একটী দৃশ্যে আমরা আকৃষ্ট হইয়া নদীর বামদিকে দেখিতে লাগিলাম। দিগন্ত সীমায় একটি রেলগাড়ী চলিতেছে দেখা গেল। এই কয়মাস অৰ্দ্ধপক্ক মাংস খাইয়া এবং মৃত্তিকা গহ্বরে বাস করিয়া আমরা যেন মানব সভ্যতার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। রেলগাড়ীটির দৃশ্য যেন হঠাৎ আমাদের সভ্যতার রাজ্যে টানিয়া আনিল। ক্রমে বাগদাদের অসংখ্য মিনারেট্-গুলি দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ সেই হারুণ অল্-রসিদের বাগদাদ। যেখানে বিজয়ীরূপে প্রবেশ করিব ভাবিয়া ছিলাম, আর যৌবনের কল্পনায় কত আবুহোসেনের, কত কুবজ-দর্জ্জির ও কত কৃষ্ণনয়নার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম, সেই বাগদাদ দেখা যাইতেছে দেখিয়া সকলেই বিমর্ষ আগ্রহের সহিত চাহিয়া রহিলাম। সমগ্র দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্ন ষ্টীমারটি বাগদাদের গণ্ডগ্রামগুলি অতিক্রম করিয়া চলিল। গ্রামগুলি প্রায়ই নানাবিধ ফলের গাছে পূর্ণ। মেসোপটেমিয়ার সে অনুর্ব্বর দৃশ্য এখন আর নাই।

অপরাহ্নে একটি ষ্টেশনের নিকট ষ্টীমার আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেটি বাগদাদের এক উপকণ্ঠ। নদীর উভয় পার্শ্বস্থ সুরম্য বাগান-বাড়ীগুলিকে তখন তুর্কী সামরীক বিভাগ হাঁসপাতালের জন্য গ্রহণ করিয়াছে। দলে দলে তুর্কী সিপাহীরা হাঁসপাতালের পোষাকে সজ্জিত হইয়া গৃহগুলির বারান্দা হইতে আমাদের ষ্টীমার দেখিতে লাগিল। হাঁসপাতালের পরিচ্ছদ বেশ মনোরম।

সাদা পিরাণ ও পাজামার উপর নীল, সবুজ প্রভৃতি নয়নস্নিগ্ধকর রঙ্গের ফুল কাটা ক্লোক। বৈকালে ষ্টিমার পুনরায় চলিতে লাগিল এবং আমরা ক্রমেই বাগ্দাদের মধ্যভাগে আসিয়া পরিলাম, নদীর উভয় তীরে কলরব করিয়া হাজারে হাজারে অধিবাসী আমাদের ষ্টিমার

নিরীক্ষণ করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ ইউরোপীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। কার্ণেল ব্রাউন মেসণ বলিলেন, উহারা সহরের খৃষ্টান অধিবাসী। বহু গৃহের ছাদ হইতে স্ত্রী ও পুরুষেরা দূরবীন দিয়া আমাদের দেখিতেছিল। উভয়তীরের অধিবাসীরা করতালি ধ্বনির সহিত আমাদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। পরে শুনিলাম যে, তুর্কী গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছিলেন যে কুট-এল আমারা রক্ষাকারীদের প্রতি যেন যথা যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ইহা বীর জনোচিত বটে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে নদীর মধ্যস্থিত নৌকার সেতুটী খুলিয়া লওয়া হইলে আমাদের ষ্টীমার একটী বৃহৎ শ্বেতবর্ণ অট্টালিকার নিকট আসিয়া লাগিল, একজন তুর্কী সিপাহী বলিল ইহা ইংরাজ দূতাবাস বা কন্‌সুলেট্। তখন তুর্কী গভর্ণমেণ্ট ইহাকে সামরিক কার্য্যের জন্য গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতলে একটি আলোকোজ্জ্বল কক্ষে একজন কর্ম্মচারী মানচিত্র দেখিতেছিলেন। তিনি আমাদের পানে একবার স্মিত বদনে তাকাইয়া লইলেন এবং পরক্ষণেই আর্দ্দালী আসিয়া পর্দ্দা টানিয়া দিল। আমাদের গার্ড বলিল যে উনিই বিখ্যাত তুর্কী বীর সেনাপতি খলিল্ পাশা। দৃশ্যটী আমাদের নিকট নিতান্ত থিয়েটারী অভিনয়ের ন্যায় ঠেকিল। ষ্টীমার পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল এবং ইন্‌ফাণ্ট্রি ব্যারাকের বিশাল হর্ম্ম্যরাজির নিকট আসিয়া লঙ্গর করিল। আমরা সে রাত্রে ষ্টীমারেই থাকিলাম।

(১৩)

বাগ্‌দাদ

১৪ই মে ১৯১৬, আমাদের বাগদাদ নগরীতে প্রথম সূর্য্যোদয়। আমরা বঙ্গালা পুস্তকে ইহার নাম বোগদাদ দেখিয়াছি। কিন্তু স্থানীয় লোক ইহার নাম বাগদাদ উচ্চারণই করিয়া থাকে।

সহরটী টাইগ্রীসের উভয়পার্শ্বেই অবস্থিত। নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত অংশকে লোকে পুরাতন বাগদাদ ও বাম তীরস্থ অংশকে নূতন বাগদাদ বলিয়া থাকে। লোকের বসবাস ও গৃহাদির সংখ্যা বামভাগেই বেশী এবং এই দিকেই তুর্কী গভর্ণমেণ্টের সরকারী অট্টালিকা ও সামরিক ব্যারাকগুলি অবস্থিত, বাগদাদের ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত, তাহার পুনরুল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই। তবে এস্থানে ইহা বলা আবশ্যক যে, হারুণ-অল-রসিদের বাগদাদ এস্থানে ছিলনা; বর্ত্তমান বাগদাদ হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে পুরাতন বাগদাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

বাগদাদের সর্ব্বপ্রধান দৃশ্য ইহার বহুসংখ্যক মিনারেট বা মস্‌জিদের চূড়া। নদীর উভয় পার্শ্বেই মন্নুমেণ্ট আকৃতি এবং শীর্ষভাগে সবুজ এনামেলের কায করা এই স্তম্ভগুলি দেখা যায়। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই উচ্চ চূড়াগুলির উপর হইতে পবিত্র আজান ধ্বনি উত্থিত হইয়া সহরবাসীকে ভগবানের আরাধনায় আহ্বান করে। মুসলমানজগতে বাগদাদের প্রাধান্য, প্রধানতঃ ইহা পুরাকালের খলিফাগণের রাজধানী-ছিল বলিয়া এবং অন্যতম কারণ এখানে মহা সাধক আব্‌দুল-কাদের গাইলানির সমাধি সৌধ আছে বলিয়া।

বাগদাদ নিম্ন মেসোপটেমিয়ার সর্ব্বপ্রধান সহর। এস্থানে তুর্কীদের সামরিক অফিস; তোপখানা, রেশালা, এবং পদাতিকদের প্রধান আড্ডাগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং একটী বেতার টেলিগ্রাফ আফিসও কার্য্য করিত। বিরাটাকার মিলিটারি ব্যারাকগুলি সহরের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া আছে। বাগদাদ হইতে পারস্যের 'কারমানসা' নামক সহর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা বর্ত্তমান আছে। পারস্যের বহির্ব্বাণিজ্য এই পথেই চলিত। ইহা ব্যতীত বাগদাদ হইতে সামারা পর্য্যন্ত ৬০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ বাগদাদ হইতে অরম্ভ হইয়াছিল। তুর্কীদের ইচ্ছা ছিল এই রেলপথটি সম্পূর্ণ করিয়া কনষ্টান্টিনোপল, বাগদাদ ও বাসরা একত্র সংলগ্ন করা। পাছে এই রেলপথটী যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণ হইয়া জার্ম্মাণদিগকে ভারত আক্রমণের সুবিধা করিয়া দেয়, সেই আশঙ্কাতেই ভারতীয় বৃটিশ ফৌজ মেসোপটেমিয়া আক্রমণ করিয়াছিল।

প্রাতঃকালে একজন তুর্কি কর্ম্মচারী ও কয়েকজন সিপাহী আসিয়া আমাদের ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিতে বলিল ও পদাতিক আবাসের একটি বারান্দায় লইয়া যাইল। যুদ্ধের বন্দী আসিয়াছে শুনিয়া দলে দলে স্কুলের বালকেরা আমাদের দেখিতে আসিল। ইহাদের সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক কয়েকজন সামরিক বিদ্যালয়ের ক্যাডেট ও ছিল। আমাদের বাসস্থান বাঙ্গালা দেশ শুনিয়া ইহারা বলিতে লাগিল "Calcutta, Capital of Bengal, Delhi, Capital of India" ইত্যাদি। বুঝিলাম, উহারা ভূগোলের পাঠ মুখস্ত বলিতেছে ও ভূগোল ইহারা ইংরাজীতে শিক্ষা করিয়া থাকে। স্কুলের বালকেরা বলিল যে, তাহারা সকলেই তুর্কী ও আরবী শিক্ষা করিতে বাধ্য এবং সকলেই ফ্রেঞ্চ ও শিক্ষা করে, তবে যুদ্ধের পর কেহ কেহ ইংরাজীও শিখিতেছে। বেলা একটু অধিক হইলে সিপাহীরা ছাত্রদের তাড়াইয়া দিল। তাহারা যাইবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল, "সি বখত ইজু?" অর্থাৎ কখন যাইবে?

আমরা সেই স্থানেই থাকিব শুনিয়া বলিয়া গেল, বৈকালে আসিয়া হিন্দুস্থানের গল্প শুনিবে। আরবীভাষায় বোধ হয় 'ট' বর্গ নাই কারণ ইহারা সকলেই 'ইন্দিয়া' বলিতেছিল, ইণ্ডিয়া নহে।

বেলা প্রায় ১২টার সময় আমাদের পুনরায় চলিবার আদেশ দেওয়া হইল। অফিসারেরা আরবানা বা শকট আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। সিপাহী ও ওহ্‌দেদারেরা (নন্‌ কমিসাণ্ড অফিসার) দল বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা সহরের মধ্য দিয়া চলিয়া বাজারে পৌঁছিলাম। রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে লোকেরা দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে বেদুইনেরা উত্তেজিত হইয়া আমাদের প্রহার করিতে আসিতেছিল ও আমাদের গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছিল। অতি নিকটে আসিলে তুর্কীক সিপাহীরা ইহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইতেছিল। তুর্কীরা আমাদের বলিত, তোমরা সুল্‌তানের "মাহ্‌বুস্‌" (অর্থাৎ-বন্দী) এবং সেজন্য সম্মানের পাত্র। প্রায় দুই মাইল এইরূপে সহরের মধ্যে আমাদের ভ্রমণ করাইয়া নদীর ধারে লইয়া যাওয়া হইল এবং নৌকানির্ম্মিত ভাসমান সেতুটি পার হইয়া আমরা বাগদাদ সহরের রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট উপস্থিত হইলাম।

রেল ষ্টেশনের সাধারণ চলিত নাম সমান্দাফার (ফ্রেঞ্চ-সেমিন-ডি-ফার বা লৌহ বর্ত্ম)। ষ্টেশনটী অতিশয় ছোট, বাগদাদের ন্যায় বিখ্যাত সহরের উপযুক্ত নয়। এই স্থানে আসিয়া আমরা দেখিলাম, আমাদের সম্পূর্ণ ডিভিসনটি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই প্রখর রৌদ্রে দশবার হাজার লোকের ব্যবহারের জন্য মাত্র তিনটি বৃহৎ বেদুইন তাঁবু দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি উষ্ট্রলোম নির্ম্মিত; তাহার ভিতর দিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টি অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে।

সামান্দাফারে অবস্থানের কয়দিনই আমদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। যদিও নিকটে নদী ছিল, কিন্তু আমরা নদীতে যাইতে অনুমতি

পাইতাম না সে জন্য কয়দিনই বিষম জল কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম। ষ্টেশনের প্রাঙ্গনে মাত্র দুইটি জলের কল। তাহা হইতেই সকলকে জল খাইতে হইত। দশ হাজার লোকের জন্য গ্রীষ্মকালে মাত্র দুইটী জলের কল থাকিলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা সহজেই অনুমেয়। জল আনিতে যাইলেই ধাক্কা, মারামারি, ঠেলা, গুঁতা লাগিয়াই আছে। অবস্থা দেখিয়া আমাদের এক পরামর্শ সভা হইল এবং ক্যাম্পের প্রধান নন-কমিসণ্ড্‌ অফিসার ট্রান্সপোর্ট বিভাগের একজন কণ্ডাক্টর (ইহারা ওয়ারাণ্ট অফিসার পদবীধারী) ক্যাম্পের ভার লইলেন ও বিশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনায়ন করিলেন। প্রতিদিন নিয়মিত ক্যাম্প পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করা হইল এবং বহির্গমনের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যাহারা জল অনিতে যাইত তাহারা বিলাতী থিয়েটারের টিকিট ঘরের ন্যায় একজন আর একজনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত একএক জনের বাল্‌তী পূর্ণ হইলে এক একজন করিয়া অগ্রসর হইত। ইহাতে ধাক্কা মারামারি থামিয়া গেল। আমাদের দলের জন্য একদিন প্রাতে ৭টার সময় জল আনিতে গিয়া দেখি যে তখনই বেশ একটী লম্বা সারি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ৭টার সময় শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া এগারটার সময় দুই বাল্‌তী জল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমার পশ্চাতে তখনও অনেকে অপেক্ষা করিতেছিল।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে আমাদের মেডিকেল অফিসারেরা খোঁজ লইতে আসিলেন এবং একদিন মার্কিন রাজদূত আসিয়া গোরা সিপাহীদের টাটকা মাংস দান করিয়া গেলেন। তখনও আমেরিকা যুদ্ধে নামে নাই। আমাদের আহারের জন্য তুর্কীরা বেশ পরিষ্কার যবের ময়দা অতি সামান্য পরিমাণে দিত, আমরা তাহাতেই রুটি প্রস্তুত করিয়া লইতাম। তুর্কী ও আরব সিপাহীরা গোপনে আমাদের নিকট খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করিত এবং দ্বিগুণ, তিনগুণ মূল্য. আদায় করিত। তাহাদের পক্ষে

এটি বেশ লাভজনক ব্যবসা ছিল। ইহা না হইলে আমরাও তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগিতার জন্য বিষম কষ্ট পাইতাম। বহুদিন অনাহারের পর আমারা আগ্রহের সহিত টাট্‌কা ফল, দই ও পনীর ক্রয় করিতাম, মূলের জন্য ভাবিতাম না। আগাদের পুঁজি অবশ্য অতি অল্পই ছিল, জনপ্রতি ১০ টাকার বেশী কাহারও কাছে ছিল না।

সামান্দাফারের তৃতীয় দিন অতি প্রাতে আমাদের ডিভিসনকে ফল্-ইন্ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। আমরা কুচ করিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের উপর সার বাঁধিয়া দাড়াইলাম। শুনিলাম সে দিন তুর্কী সমর মন্ত্রী জগদ্বিখ্যাত এন্‌ভার পাশা আসিবার কথা। আমরা পৌছিবার কিছু পরেই একটি তুর্কী ব্যাটালিয়ন ব্যাণ্ড বাজাইয়া হাজির হইল এবং প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। ইহারা গুজষ্টেপে চলিতেছিল। আমরা হাঁটিবার সময় যেরূপ স্বাভাবিক হাঁটু ভাঙ্গিয়া চলি সেরূপ না করিয়া সমগ্র পা দুটিকে আড়ষ্ট করিয়া সোজা রখিয়া চলার নাম গুজষ্টেপ বা হংস গতি। জর্ম্মাণ আর্ম্মিতে ইহার প্রচলন আছে। আমাদের নিকট কিন্তু ব্যাপারটি শ্রমসাধ্য বলিয়া বোধ হইল। বেলা প্রায় আটটার সময় ট্রেণ আসিয়া পৌছিল। তুর্কী ব্যাটালিয়ন ব্যাণ্ড বাজাইয়া সামরিক কায়দায় মন্ত্রীর সম্বর্দ্ধনা করিল, একটি এয়ারো প্লেন উচ্চ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে ও সবুজ পাতায় প্রস্তুত লরেলের মুকুট ফেলিতে লাগিল। সহরের মধ্য হইতে তোপের আওয়াজ করিয়া মন্ত্রীর আগমণ ঘোষণা করা হইল। এন্‌ভার পাশা গার্ড অব অনার দেখিবার পর আমাদের পরিদর্শণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমরা সেই দশ সহস্র লোক সকলেই উত্তর করিলাম যে যথেষ্ট আহার পাইতেছি না। আমাদের দলের নিকট আসিলে আমরা দোভাষীর সহায়তায় আমাদের প্রার্থনা জানাইলাম যে, হেগ্ কন্‌ভেনসন এর নিয়ম মত আমরা মুক্তির প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বলিলেন, এখন রাস্তা বন্ধ, পরে যাইবে।

মন্ত্রী নদীর দিকে চলিয়া যাইলে আমরা ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলাম। সেদিন বৈকালে প্রচুর খেজুর আহারের জন্য পাইলাম। আন্‌ওয়ার পাশা সদ্য বিজিত কুট্ পরিদর্শনে যাইতেছেন।

পঞ্চম দিন প্রাতঃকালে আমরা সংবাদ পাইলাম যে, হাঁসপাতালের লোকেরা সহরের ভিতর কয়েকটি হাঁসপাতালে কার্য্যের জন্য যাইবে। আমাদের বহুসংখ্যক রুগ্ন ও আহত সিপাহীদের লইয়া তুর্কীরা বাগদাদে কয়েকটি হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছিল। তুর্কী আর্টিলারি ব্যারাকে একটি হাঁসপাতালের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কার্ণেল হেয়ারের আদেশে আমরা সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বৈকালে আমরা রোগীদের সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলাম। অবরোধের ও পথ পর্য্যটনের কষ্টে কয়েকজন ইংরাজ ও হিন্দুস্থানী সিপাহী পাগল হইয়া গিয়াছিল। সহরের ভিতর দিয়া গাধার পৃষ্ঠে চড়িয়া যাইবার সময় ইহারা উচ্চ চীৎকার ও নানাপ্রকার পাগ্‌লামী করিতেছিল। সহরের অধিবাসীরা, দেখিলাম, হাস্য না করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে এবং ভদ্রবেশ-ধারী আরোবেরা বলিতেছে, "ইন্‌সে-আল্লা-সুলা" অর্থাৎ ভগবান করুণ যেন শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যে কনস্ক্রিপসন বা বাধ্যতামূলক সমর আইন চলিতেছিল। প্রতি ভদ্র গৃহস্থের পরিবারের সন্তানেরাও যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল।

আর্টিলারি ব্যারাক বোধ হয় বাগদাদস্থিত সৈন্যাবাসগুলির মধ্যে বৃহত্তম। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও প্রশস্ত কাওয়াজ ক্ষেত্র বহুস্থান ব্যপিয়া আছে। ময়দানে কয়েকটি ক্রুপের (Krupp) কামান রহিয়াছে দেখি-লাম। এই সৈন্যাবাসের ভিতরই মেসোপটেমিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম আর্সেনাল বা অস্ত্রাগার। বহুসংখ্যক বিষাক্ত গ্যাস পরিপূর্ণ চোঙ্গও তথায় আমরা দেখিলাম। তুর্কীরা কিন্তু এগুলি আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নাই। বোধ হয় সিমলের চঞ্চল বায়ু প্রবাহে স্বপক্ষীয়ের

ও ক্ষতি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াছিল। ব্যারাকের পশ্চিমে বাগ্‌-দাদের বৃহৎ সিভিল হস্‌পিটাল। ইহার প্রাঙ্গনে একটি অতিবৃহৎ আঙ্গুর লতা দেখিয়াছিলাম। গাছটী মাচার উপর উঠান এবং থোকা থোকা ফল গাছ হইতে ঝুলিতেছিল।

আর্টিলারি ব্যারাকে আসিবার পর তুর্কীরা আমাদের ব্যায়ামের জন্য কয়েকটি ফুটবল প্রদান করে। আমরা বৈকালে যখন ফুটবল খেলিতাম তখন তুর্কী সিপাহীরা কৌতুহলের সহিত, আমাদের খেলা দেখিতে সমবেত হইত। ভারতীয় মেডিকাল বিভাগের অফিসারেরাও আর্টিলারি ব্যারাকে স্থান পাইয়াছিলেন। ইঁহারা দ্বিতলে থাকিতেন ও প্রতিদিন আমাদের খোজখবর লইতেন।

আর্টিলারি ব্যারাকে আসিবার পর হইতে আমাদের আর নিজের আহার পাক করিতে হইত না। হাঁসপাতালে তুর্কীরা রন্ধনের কার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় আসিয়া চীৎকার করিত "কারওয়ানা, কারওয়ানা," অর্থাৎ "বাসন বহির কর"। আমাদের নিজেদের ডিস্‌ বাহির করিয়া আমরা তুর্কি রান্না চাউল ও মাংস মিশ্রিত সুপ্‌ লইতাম ও হাঁসপাতালের রোগীদিগকে বিতরণ করিতাম। বৈকালে ঘৃতমিশ্রিত ভাত ও প্রচুর তরকারির সহিত নাম মাত্র মাংস মিশ্রিত ব্যঞ্জন পাইতাম। এই সময় কয়েকজন মুসলমান সিপাহী আমাদের ছোঁয়া খাইতে অস্বীকার করিলে, তুর্কীরা তাহাদের বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল "কে বলে তোমরা মুসলমান? তোমরা'ত ইংরেজ, কারণ ইংরেজের সহিত এক হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ।" ধর্ম্মে এক বলিয়াই তুর্কীরা ভারতীয় মুসলমানদের আপন জন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। বরং আমাদের তুর্কী গার্ডেরা অল্পভাষী বলিয়া ভারতীয় হিন্দু মুসলমান সিপাহীদের অপেক্ষা গোরা সিপাহীদের অধিকতর পছন্দ করিত এবং

হিন্দুস্থানী সিপাহীদের পরস্পর কলহ প্রিয়তার জন্যে তাহাদিগকে উপহাস করিত। তুর্কী রসদের ভার প্রাপ্ত "অম্বর্চি" বা ভাণ্ডারী অতিশয় আমুদে লোক ছিল এবং বেশ পরিষ্কার হিন্দুস্থানী বলিতে পারিত। আমরা তাহাকে খোসামোদ করিয়া সম্ভ্রম সূচক "এফেন্দি" বলিয়া ডাকিলে লোকটি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত ও বলিত "কোন এফেন্দি" হায় ? হাম্ এফেন্দি নেই হায়। "এফেন্দি শব্দের অর্থ "মহাশয়", কেবল মাত্র কর্ম্মচারী পদবীর লোকেরাই উক্তরূপে সম্বর্দ্ধীত হইতে পারে। আমাদের ভাণ্ডারীটি "চাউস" বা হাবিলদার পদবীর লোক ছিল।

তুর্কীরা বৃটিশ কমিশন ও ভারতীয় কমিশনের পার্থক্য বুঝিত না, বুঝিলেও তাহার পার্থক্য রক্ষা করিত না। জমাদার ও সেকেণ্ড লেফ্‌টেনণ্ট, সুবাদার ও লেফ্‌টেনাণ্ট, সুবেদার মেজর ও মেজর প্রভৃতিকে সমান পদবীধারীর ন্যায় ব্যবহার করিত। বন্দী অবস্থায় থাকা কালীন খরচের জন্য তুর্কিরা আমাদের অফিসারদের যে অর্থ দিত তাহাও উক্তরূপে বণ্টন করিত। জমাদার ও সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট ৭ লিরা বা মোহর পাইতেন ও সুবেদার মেজর ও মেজরেরা ১২ মোহর করিয়া পাইতেন।— স্কন্ধস্থিত চিহ্ন দেখিয়া ইহারা ইহাদের সমান পদবীর লোক মনে করিত।

আর্টিলারি ব্যারাকে সপ্তাহ খানেক থাকার পর একদিন সংবাদ আসিল কার্ণেল হেনেসি রাস্-এল্-গেরাই নামক খৃষ্টান পল্লীতে এক হাঁসপাতালের ভার পাইয়াছেন এবং তাঁহার বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোরের কয়েকজন লোকের প্রয়োজন। কার্ণেল ব্রাউন মেসনের আদেশে আমি আর ছয়জনকে লইয়া তথায় চলিয়া গেলাম। দলস্থ অন্য ৯ জনের সহিত চম্পটি আর্টিলারি ব্যারাকেই থাকিলেন। রাস্-এল্-গেরাই বাগদাদ সহরের পূর্ব্বাংশের নাম। এস্থানের অধিবাসী বেশীর ভাগই ক্যাল্‌ডীয় খৃষ্টান। পল্লীটি গাইলানির সমাধির নিকটেই এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কয়েকটি খৃষ্টানী গীর্জ্জা, বিদ্যালয় ও ফ্রেঞ্চ কনভেণ্ট নামক সন্ন্যাসিনী

আলয় ও তৎসংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয় এইস্থানে অবস্থিত। বাহির হইতে আমরা যেরূপ ভাবি, বাগদাদের মুসলমান অধিবাসীরা তাহাদের খৃষ্টান প্রতিবেশীদের সেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখে না। পরস্পর সৌহার্দ্দের সহিত বাস করে। খৃষ্টানেরা অধিকাংশই ধনবান ও শিক্ষিত এবং সম্পূর্ণ ইউরোপীয়ভাবাপন্ন।

দুইটি অট্টালিকায় আমাদের হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। একটিতে কার্ণেল ও রুগ্ন অফিসারেরা ও কয়েকটি রুগ্ন ইংরাজ সিপাহী; অন্যটিতে প্রায় ১০০শত ভারতীয় ও ১৫০ ইংরাজ রোগী বাস করিত। আমরা প্রথমটিতেই বাস করিবার আদেশ পাইলাম। মেজর বোস্ আই, এম, এস্, এইস্থানে চিকিৎসার জন্য অন্যান্য অফিসারের সহিত রোগীরূপে ছিলেন। আমাদের দলে তখন আমি; লান্স নায়েক শরৎকুমার রায়, প্রাইভেট ফণীদত্ত, নারায়ন গাঙ্গুলী, হরিদাস বোস্ ও ফকির চক্রবর্ত্তী এই ছয়জন ছিলাম, চম্পটীর হাঁপাতালটি উঠিয়া যাইবার পর প্রাইভেট রণদাপ্রসাদ সাহাও আমার দলে যোগদান করে।

এই পাড়ার লোকেরা খৃষ্টান মনে করিয়া আমাদের সহানুভূতির সহিত দেখিত এবং আমাদের বাহুসংলগ্ন রেড্‌ক্রশ চিহ্ন চুম্বন করিত। যে কয়দিন বন্দীরূপে ছিলাম ইহাদের অনুগ্রহে আহারের ক্লেশ সে কয়দিন পাই নাই। স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছায় আমাদের বস্ত্রাদি ধৌত ও সেলাই করিয়া দিত এবং মধ্যে মধ্যে পিষ্টকাদি উপহার দিত। ভদ্রঘরের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও বেশ ফরাসী বলিতে পারে। ইহাদের নামও তদনুরূপ যথা, যোসেফ্, কঁস্তাঁস্, আরেণ প্রভৃতি। পুরুষেরা কোট্, ওয়েষ্টকোট, প্যাণ্ট্লুন ও মাথায় টসেল্‌যুক্ত লালবর্ণের ফেজ টুপি পরিধান করে। ছোট ছোট মেয়েরা সম্পূর্ণ বিলাতী পরিচ্ছদ পরিধান করে। বয়স্ক লোকদের মধ্যে কখনও কখনও আরবী পোষাকের ব্যবহার দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠন-বিহীন

ইহুদী পরিচ্ছদ, মোজা হাইহিল্ জুতা ও রঙ্গীন গাত্রাবরণ ব্যবহার করে। ইহারা সকলেই গৌরবর্ণ; কিন্তু কিশোর বয়স অতিক্রম করিলেই স্থূলাঙ্গী হইয়া পড়ে। একজন ইংরাজী শিক্ষিত যুবক আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল যে তাঁহারা স্ত্রীলোকের স্থূলতাকে সৌন্দর্য্যর চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যাহাই হোক, গাত্রবর্ণে সমধিক গরিয়সী না হইলেও দেহ সৌন্দর্য্যে ও অঙ্গসৌষ্টবে আরবী যুবতী তাহার খৃষ্টান ও ইহুদি প্রতিবেশিনীকে পরাভূত করে। আরবী রমণীদের বেশ একটি তন্বী শ্রী আছে। খৃষ্টানদিগের আরবী নাম নাস্‌রাণী। কথাটি নাজারেথ হইতে উদ্ভূত। খৃষ্টান স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

আমাদের হাঁসপাতালের তুর্কী অধ্যক্ষ একজন বৃদ্ধ কাপ্তেন (যুস্‌বাসি) ও তাঁহার সহকারী একজন বৃদ্ধ লেফ্‌টেনাণ্ট (মুলাজিম্-আউঅল্)। ইহারা দুজনেই আরব দেশীয় ও বহুপূর্ব্বে পেন্সনপ্রাপ্ত। যুদ্ধের সময় ইহাদিগকে পুনরায় আহ্বান করা হইয়াছে। ইঁহারা উভয়েই পরিপক্ক লোকছিলেন। নিজেদের পরিবারের সমুদয় আহার্য্য সামগ্রী হাঁসপাতাল হইতে লইয়া যাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে বাজারে বিক্রয়ও করিতেন। এদোষটি বোধ হয় সকল দেশের কমিসারিয়েট্ বিভাগেই আছে। অসাধুতার অভিযোগে কমিসারিয়েট্ বিভাগে এখন আর উচ্চপদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হয়না। কিন্তু যে সার্জ্জেণ্ট ও কণ্ডাক্টারদিগকে সে স্থলে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদেরও সাধুতা সম্বন্ধে বিশেষ সুনাম নাই। মেসোপটেমিয়ার কমিসারিয়েট বিভাগের সার্জ্জেণ্ট ও কণ্ডাক্টারদিগকে অন্যান্য গোরা সিপাহীরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। তাহারা কেহ কেহ প্রকাশ্যে বলিত যে উহারা যদি গোপনে আরবীদের নিকট ঘি, ময়দা বিক্রয় না করিত তাহা হইলে আমরা কুট্ এল আমারায় আরও কিছুদিন থাইতে পাইতাম। এই দুইজন কর্ম্মচারী ব্যতীত জনদশেক আরবী

ও তুর্কী সিপাহী আমাদের গার্ডের কার্য্য করিত। ইহাদের সহিত আমাদের অতি শীঘ্রই সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা সহর দেখিতে ইচ্ছাপ্রাশ করিলে ইহারা আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইত। ইহাদের তুর্কী নাম "পোস্তা"।

রাস্ এল্-গেরাইতে আমরা দুইমাস কাল ছিলাম। প্রাতে চা ও তুর্কী আর্ম্মি রুটি পাইতাম। তিনখানি করিয়া জনপ্রতি দেওয়া হইত। এগুলিও যবের প্রস্তুত ও এক একখানি ওজনে প্রায় একপোয়া করিয়া হইবে। আমরা একখানি আহারের জন্য রাখিয়া বাকি দুইখানি প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করিতাম। তাহারা বিনিময়ে আমাদিগকে দিবিস্ বা খেজুরের ফলের নির্য্যাস ও ক্রীম দিত। পাঞ্জাব প্রদেশের ন্যায় এদেশের খেজুরের বল্কল মোটা বলিয়া গাছ হইতে রস পাওয়া যায় না। অধিবাসীরা সুমিষ্ট সুপক্ক ফলগুলি সিদ্ধ করিয়া তাহা ছাঁকিয়া লইয়া গুড় প্রস্তুত করে। এদেশের ক্রীমও একটি দুর্লভ সুখাদ্য দ্রব্য। দ্বিপ্রহরে আরবী রাঁধুনীরা চাউল ও মাংসের সুপ্ দিয়া যাইত, পুনরায় সন্ধ্যার সময় ঘৃতপক্ক ভাত ও ঢেঁড়স্, বেগুন টোমেটো ও লালকুমড়া মিশ্রিত মাংসের তরকারি দিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে কন্‌ভেণ্টের মাদার সুপিরিয়র বা প্রধান সন্ন্যাসিণী আমাদিগকে ও রোগীদিগকে খোবানী, পিচ্, নেকটারিন ও প্লামফলের সুমিষ্ট "ষ্টু" পাঠাইয়া দিতেন। তুর্কী কর্তৃপক্ষীয়ের আদেশে প্রতিদিন শুক্রবার প্রাতঃকালে একদল সিপাহী ব্যাণ্ড্ বাজাইয়া যাইত, আমরা করতালি ধ্বনি করিলে ইহারা খুব আহ্লাদিত হইত।

খৃষ্টান পল্লীতে আসিয়া আমরা যেমন সুখে ছিলাম, দুর্ভাগ্যের বিষয় চম্পটী ও তাঁহার দলের লোকের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আমরা চলিয়া আসিবার পর একটি ঘটনার জন্য আর্টিলারি ব্যারাকের হঁসপাতলটি স্থানান্তরিত হইল। কয়েকজন আরবী কুলি আর্সেনালে কাজ করিতে-

ছিল। ইহাদের একজনের হাত হইতে একটি বৃহৎ বম্ব পড়িয়া গিয়াই সশব্দে ফাটিয়া যায় ও আর্সেনালে আগুন লাগে। দেখিতে দেখিতে ভীষণ শব্দে কামানের গোলা এয়ারোপ্লেনের বোমা' বন্দুকের গুলি, হ্যাণ্ড্‌ গ্রিনেড্‌ প্রভৃতি ফাটিতে আরম্ভ করে। কুলি কয়েকজন তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ফায়ার ব্রিগেড্‌ আসিয়া গুলি বৃষ্টির জন্য তিষ্ঠিতে না পারিয়া চলিয়া যায়। প্রায় মিনিট কুড়ি অনবরত খৈ ফুটার ন্যায় চারিদিকে বন্দুকের গুলি পড়িতে থাকে। প্রথম বিস্ফোরণের ধাক্কায় আর্টিলারি ব্যারাকের বিশাল অট্টালিকাটি ফাটিয়া যায় এবং আরও বিপদ আশঙ্কা করিয়া হাঁসপাতালের রোগীদের প্রাচীরের বাহিরে রাস্তায় লইয়া যাওয়া হয়। শিশির প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রণদাপ্রসাদ সাহা, জগদীশ মিত্র প্রভৃতি যুবকেরা সেই গুলিবৃষ্টির মধ্যে রোগীদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া স্থানান্তরিত করিয়া সকলের প্রশংসা ভাজন হয়। ইহার পর সন্দেহ করিয়া হাঁসপাতালটিকে পুরাতন ট্রেনিং স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয়। বিদ্যালয়টী আরবী পল্লীতে ছিল এবং অধিবাসীরা হাঁসপাতালের সকলের সহিতই অতিশয় দুর্ব্যবহার করিত ও অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিত।

একদিন তুর্কী মিলিটারি হাঁসপাতালে বেড়াইতে যাইয়া আমরা অসম্ভাবিতরূপে উম্মাল-তাবুলের যুদ্ধে বন্দী আমাদের কয়েকজন সঙ্গীর খোঁজ পাই। একজন আরবী সিপাহী নর্সিং অর্ডারলি আমাদের নিকটে আসিয়া গুণ্‌ গুণ্‌ করিয়া গান করিতে লাগিল—"মালা গাঁথচি বসে ভাবছি বসে কার তরে" মনীন্দ্র নাথ দেবের এই গানটি প্রিয় ছিল লোকটি বলিল মনীদেব এই হাঁসপাতালে মাস তিনেক আহত অবস্থায় ছিল ও সে সুস্থ হইয়া কাস্তা-মুনি চলিয়া গিয়াছে। আমরা অন্য সকলের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। সে কেবল বলিল দুইজন এই হাঁসপাতালে মারা গিয়াছে ও বাকী সকলে চলিয়া গিয়াছে ও

বলা বাহুল্য লোকটি উক্ত গীতির প্রথম ছত্র ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গলা কথাই জানিত না।

বাগদাদে শ্রীহট্ট জেলার এক বাঙ্গালী মুসলমানের সহিত দেখা হইয়াছিল। তাহার একটি ঘড়ি মেরামতের দোকান ছিল ও সেই দেশেই বিবাহ করিয়া বসবাস করিতেছিল। আর এক দিন হঠাৎ একজন বন্দুকধারী শান্ত্রী বেতার টেলিগ্রাফ আফিসের সাম্‌নে খিদীরপুরের অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দিল। সে তখন পাহারায় নিযুক্ত ছিল বলিয়া তাহার বিষয় কোন খোঁজ লইতে পারি নাই।

একজন মধ্য বয়স্কা আরবী স্ত্রীলোক মধ্যে মধ্যে আমাদের খোঁজ লইতে আসিতেন। তিনি বলিতেন তাঁহার স্বামী ভারতবাসী (তাঁহার কথায় "হিন্দু") এবং আমরা তাঁহার স্বামীর "দেশ ভাই" অতএব তাঁহার আত্মীয়। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের পিষ্টকাদি উপহার দিতেন এবং বেশী উত্ত্যক্ত করিলে বলিতেন আমি গরীব মানুষ তোমাদের রোজ খাওয়াইব কি করিয়া। আমরা মধ্যে মধ্যে আমাদের তুর্কী র‍্যাসনের রুটি ইঁহাকে উপহার দিলে ইনি "আখু" "আখু" অর্থাৎ ভাই বলিয়া আমাদের আপ্যায়িত করিতেন।

আমরা যখন সামান্দাফার হইতে সহরের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিলাম, তখন ডিভিসনের অধিকাংশ সিপাহীদিগকে রেলযোগে সামারায় পাঠান হইতেছিল। সামরায় একটী প্রধান বন্দী ক্যাম্প স্থাপন করা হইয়াছিল এবং সে স্থান হইতে দলে দলে বন্দী ভারতীয় ও ইংরাজদিগকে তুর্কীরা মোসল্ অভিমুখে পদব্রজে প্রেরণ করিতেছিল। বাগদাদ সহরে তিনমাস অবস্থানের পর চম্পটীর হাঁসপাতালের অধিকাংশ লোক সুস্থ হইয়া উঠিল। অবশিষ্ট কয়েকজনকে আমাদের হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়া তুর্কীরা সেই হাঁসপাতালটি তুলিয়া দিল। এবং চম্পটী প্রমুখ হাঁসপাতালের অন্যান্য লোকদের নদীর পরপারে একটি ক্যাম্পে

পাঠাইয়া দিল। আমরা সংবাদ শুনিয়া সেখানে যাইয়া দেখি চম্পটীর দলের দশজন বাঙ্গালী, প্রায় জন দশেক গোরা সিপাহী ও জন চল্লিশ ভারতীয় সিপাহী তথায় রহিয়াছে। ইহারা ছাড়া তথায় ১২ জন রাশিয়ান্ বন্দীও অবস্থান করিতেছিল। ইংরাজ ও ভারতীয় সিপাহীরা যেরূপ হৃষ্টমনে তাহাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় সহ্য করিতেছিল, রাশিয়ান্‌দের মধ্যে তাহা লক্ষ্য করিলাম না। তাহারা সর্ব্বদাই বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। তুর্কীরা রাশীয়ান্‌দের মস্কোভ বলে ও চির শত্রু বলিয়া অত্যন্ত বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকে। এই ক্যাম্পে একজন পাঞ্জাবী মুসলমান সাব অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ভারতীয় হইয়াও নিজেকে তুর্কী মনে করিত এবং ইংরাজ ও ভারতীয় সিপাহীদের উপর দুর্ব্ব্যবহার করিত। রসদের ভার প্রাপ্ত আরব অফিসারের সহিত ইহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং সেই সুযোগে পূর্ব্বোক্ত রূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছিল। একদিন একজন তুর্কী মেজর ক্যাম্পে আসিলে রণদাপ্রসাদ তাঁহার নিকট দুর্ব্ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। মেজর অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত তথ্য জানিতে পারেন ও তাহাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া তাহার মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। লোকটির ইহাতেও চৈতন্য হয় নাই। শুনিয়াছিলাম যে অ্যানাটোলিয়াতে হাঁসপাতালের গোরা সিপাহী ও বাঙ্গালীদের প্রতি অত্যাচার করিত ও হাতের তারকাচিহ্ন স্কন্ধে পরিধান করিয়াছিল। আর্ম্মিষ্টিস্ ঘোষণার কিছু পূর্ব্বে যখন বিশ্রুতকর্ম্মা কর্ণেল কিলিং তাঁহার বর্ম্মাচ্ছাদিত মোটরে একদিন এই হাঁসপাতালে উপস্থিত হন, তখন সমস্ত শুনিয়া তাহার স্কন্ধের তারকা টানিয়া ছিড়িয়া পদদলিত করেন ও তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করেন।

আমরা চম্পটী বাবুর নিকট বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন গিয়া দেখি দলটি সামরায় চলিয়া গিয়াছে। মহাপ্রাণ স্বদেশভক্ত চম্পটীর সহিত আর ইহ জন্মে দেখা হইবে না তখন তাহা মনে করি

নাই। ইঁহার সহিত শিশির প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, জগদীশ চন্দ্র মিত্র, ফনি ভূষণ ঘোষ, ললিত মোহন ব্যানার্জ্জি, অতুল চক্রবর্ত্তী, প্রিয়নাথ রায়, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ম্যাথিউ জেকব এবং ভোলানাথ মুখার্জ্জি অ্যানাটোলিয়া চলিয়া যায়। ইহারা যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত এশিয়া মাইনরে বন্দী অবস্থায় ছিল, এবং শান্তি ঘোষণার পর তিন বৎসর বন্দী জীবন যাপনের পর দেশে ফিরিয়া আসে। দুঃখের বিষয় সকলে পুনরায় জন্মভূমি দেখিতে পারে নাই।* অমরেন্দ্র চম্পটী, প্রবোধ ঘোষ, প্রিয়নাথ রায়, ম্যাথিউ জেকব মেসোপটেমিয়ার কোন অজানা প্রান্তরে মৃত্তিকার তলে চির নিদ্রায় শয়ান আছেন।

আর্টিলারি ব্যারাকের হাঁসপাতালটি উঠিয়া যাইবার পর আমাদের অফিসারেরা সহরের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত ঘোড়সওয়ারদের ব্যারাকে চলিয়া যান। কর্ণেল হেণেসির দৈনন্দিন রিপোর্ট লইয়া রোজই বেলা ২।৩ টার সময় আমাকে সে স্থানে যাইয়া কর্ণেল ব্রাউন মেসনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। যদিও সে গরমে উর্দ্দি পরিয়া দুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে মৃতপ্রায় হইতাম তবুও বন্দী জীবনের দৈনন্দিন এক ঘেয়েমির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া এই সময়টির অপেক্ষা করিতাম।

আমার সহিত প্রতিদিনই একজন করিয়া পোস্তা বা গার্ড যাইত। প্রথম প্রথম রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার আরব বালকেরা পিছু লইত এবং উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিত "চীন্ চীন্—কর্‌ক্—চীন্—চীংমাচিন" আমাদের গুর্খা হ্যাটের জন্য ইহারা আমাকে গুর্খা মনে করিত। ইহারা গুর্খা উচ্চারণ করিতে পারিত না, বলিত "কড়কা" ও গুর্খাদের মুখশ্রী দেখিয়া তাহাদের চীন দেশীয় মনে করিত। আমার পিছনে চীৎকার করিয়া বলিত "দেখ দেখ চীন দেশীয় গুর্খা যাইতেছে।" পোস্তা ইহাদের ঢিল ছুঁড়িয়া তাড়াইয়া দিত। ক্রমে পাড়ার লোকদের সহিত

বিশেষ করিয়া ছাত্রদের সহিত বাঙ্গালী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া বলিয়া পরিচিত হইবার পর আর বিশেষ উপদ্রব সহ্য করিতে হইত না।

আর একটি ঘটনায় রাস্তার পাশের লোকের সহিত একটু ঘনিষ্ট-ভাবে পরিচিত হই। একদিন আমার সঙ্গে যে পোস্তাটি আসিয়াছিল তাহার সহিতই আমাদের বিশেষ করিয়া সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। তাহাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম "বলিতে পার তোমাদের বাগ্দাদ সহর এত গরম কেন?" সে বলিল—কেন? আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, কারণ ইহা "করিবে বিল্ জাহান্নম" অর্থাৎ জেহেন্নার অতি নিকটে বলিয়া। লোকটি কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিল ও পরে রহস্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া উচ্চস্বরে হাঁসিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী কয়েকজনকে ডকিয়া তাহা শুনাইয়া দিল এবং সকলে হাস্য করিতে লাগিল। ক্রমে এই রহস্যটি বিরক্তি জনক হইয়া উঠিয়াছিল। রাস্তায় যুবকেরা দেখিলেই জিজ্ঞাসা করিত "সেন, লেস্ বাগদাদ্ মিতল্ হার?" এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উত্তর দিতে হইত "করিবে—বিল—জাহান্নম" এবং একটা হাঁসির রোল্ উঠিত।

(১৪)

মুক্তি

বাগদাদের বাজারটি সহরের প্রায় মধ্যস্থলে। মনোহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। কয়েকটি কিউরিও শপ বা প্রাচীন জিনিষ বিক্রয় করিবার দোকানও ছিল। তাহাতে পুরাকালীন বর্ম্ম, তরবারি, ছোরা, গাদা পিস্তল প্রভৃতি যুদ্ধের সরঞ্জাম বিক্রয় হইত। কেহ কেহ বা ব্যবিলনের চিত্রিত ইষ্টক, প্রস্তরের মূর্ত্তি, শিলা লিপি প্রভৃতি বিক্রয় করিত। একদিন

কার্ণেল হেনেসি আমাদের সহিত এই দোকান গুলি দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেদিন একটি মহা অমঙ্গলের সংবাদ আমরা পাইলাম। আমরা কিউরিও শপ দেখিয়া চলিয়া যাইতেছি এমন সময় একজন আরবী অফিসার আসিয়া কর্ণেলকে অভিবাদন করিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে মহাশয় বোধহয় শুনিয়াছেন যে লর্ড কিচ্‌নার জলমগ্ন হইয়াছেন। আমাদের স্তম্ভিত মুখভাব দেখিয়া দুঃসংবাদ দিতে হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অফিসারটি চলিয়া গেলেন।

ইহার ঠিক একমাস পরে কার্ণেল হেয়ার তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষীয়কে বুঝাইয়া দেন যে বাগদাদস্থিত বৃটিশ হাঁসপাতালের রোগীরা যেরূপ অধিক সংখ্যায় মারা যাইতেছে তাহাতে তাহাদের দেশে ফিরিয়া যাইতে না দিলে সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। তুর্কী মেডিক্যাল বিভাগও তাহাতে সায় দিলেন এবং আমাদের মুক্ত করিয়া দিবার জন্য উচ্চ রাজপুরুষদিগের সহিত পত্রবিনিময় করিতে লাগিলেন। তুর্কী গভর্ণমেণ্ট আমাদের বিনিময়ে সমান সংখ্যক কয়েকটি রেজিমেণ্টের বন্দীদের মুক্তি দাবী করিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাবে সম্মত হইলে একদিন বৈকালে প্রতিবেশী খৃষ্টান পুরুষ ও রমণীদের নিকট বিদায় লইয়া আমরা ষ্টীমার ছাড়িয়া বাগদাদ নগরী পরিত্যাগ করিলাম।

বাগদাদস্থিত আমরা সাত জন বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোরের লোক ব্যতীত প্রায় ৩০০ শত ইংরাজ ও ভারতীয় সিপাহী সেদলে ছিল এবং কার্ণেল হেয়ার কার্ণেল ব্রাউন মেসন, কার্ণেল হেনসি, মেজর বোস্, কাপ্তেন ম্যাক্‌রেডি প্রভৃতি ২২ জন ইংরাজ কর্ম্মচারীও এই দলে ছিলেন। আমরা তৃতীয় দিনে সামারান্ ক্যাম্পে পৌছাই ও চুক্তিপত্র প্রস্তুত না হওয়ার জন্য একুশ দিন তথায় ষ্টীমারের উপরেই অপেক্ষা করিতে থাকি। অবশেষে একদিন শেষ রাত্রে আরবী খালাসীরা বয়লারে আগুন দিতে লাগিল এবং প্রত্যুষে নঙ্গর তুলিয়া আমরা যাত্রা

করিলাম। পাছে কুট্-এল্-আমারায় তুর্কী তোপখানার অবস্থান আমরা দেখিতে পাই, সেজন্য ষ্টীমার খানিকে ক্যানভাসের পর্দ্দায় ঢাকিয়া লওয়া হইল এবং পর্দ্দার ধারে ধারে বন্দুকধারী তুর্কী সিপাহীরা দাঁড়াইল যাহাতে আমরা পর্দ্দা তুলিয়া কিছু না দেখিতে পারি। কুট-এল-আমরা দেখিবার আগ্রহ মোটেই ছিল না এবং আমরা আগ্রহের সহিত বিনিময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

ক্রমে ষ্টীমার ম্যাগাসিস্ (Magasis) এর নিকট আসিয়া নঙ্গর করিল ও কিছু পরেই একখানি বৃটিশ ষ্টীমার পূর্ব্বোক্তরূপে পর্দ্দায় পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। উক্ত ষ্টীমারটী আমাদের ষ্টীমারে লাগিলে সিড়ি ফেলিয়া দেওয়া হইল। দুটী ষ্টীমারের উপরই সাদা নিশান উড়িতেছিল। আমরা লক্ষ্য করিলাম যে ম্যাগাসিসের নিকট আসিয়াছি এবং পরপারে বৃটিশ ট্রেঞ্চ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে বৃটিশ বাহিনী কুটের অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নদীর বাম তীর হইতে একজন বৃটিশ ও একজন ভারতীয় অফিসার দূরবীন দিয়া আমাদের দেখিতেছিল।

আমরা ষ্টীমার বদল করিলাম এবং প্রসন্ন বদনে তুর্কীরাও বৃটিশ ষ্টীমার হইতে তুর্কী ষ্টীমারে আরোহণ করিল। উভয় পক্ষীয় অফিসারেরা পরস্পরের নিকট বিদায় লইলে ষ্টীমার দুইটিই পরস্পর বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। আমরা মুক্ত হইলাম। আমরা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, ষ্টীমারটির প্রধান মেডিক্যাল অফিসার আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত মান্দ্রাজ হস্পিট্যাল্ শিপের অ্যাড্জুটাণ্ট। তিনি আমাদিগকে চিনিতে পারিয়া এক রাশ সিগারেট দিয়া গেলেন। আমরা সকলেই ভাল রুটি ও দুম্বার কোর্ম্মা পাইলাম। বেলা দ্বিপ্রহরে সেখ সাআদ নামক স্থানে পৌঁছিলাম ও তথায় অবস্থিত সিকির ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া আলি গরবী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

মিকিয়ে লেফ্‌টেনেণ্ট সরকারের সহিত আমরা পরিচিত হই। ইনিও পরোটা ও কোর্ম্মা আহার করাইলেন। ইনি ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুস্পুত্র।

আলি গরবীতে দুইদিন অপেক্ষা করিয়া আমরা আর একখানি ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া বস্‌রা অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। আলি-আল গর্‌বীতে তখন মিরাট ডিভিসনের ছাউনি পড়িয়াছিল। এই ডিভিসনটি ফ্রান্স হইতে মেসোপটেমিয়ায় আসিয়াছে। অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। দেশী সিপাহীরাও র‍্যাসনে চিনি পাইতেছে, বরফ, সোডাওয়াটার প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে এবং সিপাহীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য গ্রামোফোন, বায়স্কোপ, ওয়াই, এম্‌, সি, এর তাঁবু প্রভৃতি বহুবিধ বিধানের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে।

পর দিন বিকালে আমারায় পৌঁছিয়া ষ্টীমারের কমাণ্ডারের অনুমতি লইয়া নীচে নামিয়া গেলাম এবং আমাদের পুরাতন ষ্টেশনারী হস্পিটালে ঠিক একবৎসর পর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে দলটি চলিয়া গিয়াছে এবং সে স্থলে একটি বৃটিশ হস্পিটাল স্থাপিত হইয়াছে।

বেঙ্গল হস্পিটালের স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্থানের সম্মুখস্থ নদী তীরকে বেঙ্গল হোয়ার্ফ নামে অভিহিত করা হয়। আমাদের পুরাতন আবাস প্রভৃতি ঘুরিয়া বাজারে যাইতেছি এমন সময় একদল ছোট বালক বালিকা সিয়েন সিয়েন (Sen) বলিয়া দৌড়াইয়া আসিল। দীর্ঘ একবৎসর পরও ইহারা একজন স্বল্প পরিচিত বিদেশীকে চিনিতে পারিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহাদিগকে সে সময় পরম আত্মীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নাসিরুদ্দিনের সহিত দেখা করিয়া আমরা চলিয়া আসিতেছি, এমন সময় একজন বাঙ্গালী কমিসারিয়েটএর বাবু পোষাক দেখিয়া, বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিয়া আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন এবং কমাণ্ডারকে বলিয়া রাত্রে ষ্টীমার হইতে ডাকিয়া লইয়া আহার করাইলেন। বহুদিন পরে ভাত মাছের ঝোল খাইলাম।

আমারা সহর আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে দেখিলাম। আমাদের সেই খালটির পরপারে বহুবিস্তীর্ণ চাটাইয়ের নির্ম্মিত কুটীরের সহর বসিয়া গিয়াছে। ইহার অধিকাংশই হাঁসপাতাল ও প্রতি হাঁসপাতালেই বহুসংখ্যক ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় নার্স নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আমারায় পৌঁছিয়া আমাদের পুরাতন ড্রিল শিক্ষক বাঘ সিংএর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে পরম আহ্লাদে আমাদের আলিঙ্গন করিতে লাগিল। আমরা তাহাকে হাবিলদার খুবি সিংহের মৃত্যুর কথা বলিলাম। খুবি সিং, চম্পটী প্রভৃতির জন্য বহু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বাঘ সিং চলিয়া গেল। ইহার কয়েক মাস পরেই বাঘ সিং ভারতীয় কমিশন ও জমাদারের পদ পাইয়াছিল। বাঘ সিং প্রভৃতি শিক্ষকদের যত্নে আমাদের ড্রিল প্রভৃতির শিক্ষা অতি উত্তম হইয়াছিল এবং ইহার পর বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্সের লোকেরা যে কোন সামরিক বিভাগে যোগদিয়াছিলেন তাহাতেই উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, বেঙ্গল টেরিটোরিয়াল ফোর্স, (১১।১৯ হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্ট) প্রভৃতিতে ইহারা অনেকেই ভারতীয় ও রাজকীয় কমিশন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতে আমারা পরিত্যাগ করিয়া দুদিন পর বস্‌রায় পৌঁছিলাম ও ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর নিকট টেলিগ্রাফ্ করিলাম যে আমরা আসিতেছি। বস্‌রায় দুদিন অপেক্ষা করিবার পর আমরা ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া পাঁচদিন পরে বম্বে পৌঁছিলাম এবং তথায় আমাদের নিজ কার্ণেল নটের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

বৃদ্ধ কার্ণেল তখন বোম্বাইয়ের একটি বৃহৎ হাঁসপাতালের চার্জ্জে ছিলেন। তাঁহার নিকট আমারা ত্যাগের পর হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ মুখে মুখে দিলাম। কার্ণেলের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং তিনি আমাদের ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর প্রেরিত নূতন এক এক প্রস্থ ইউনিফর্ম্ম দিলেন যাহাতে আমরা কলিকাতায় ভদ্রবেশে

প্রবেশ করিতে পারি এবং জনপ্রতি পাঁচ টাকা করিয়া হাত খরচ দিলেন।

রয়াল ইয়াট্ ক্লাবে কার্ণেল হেনেসি, কাপ্তেন কিং প্রভৃতি অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও লর্ড সিংহের জামাতা প্রমুখ বম্বে প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তিনদিন পর কলিকাতা যাত্রা করি এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬, আমরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

ইহার কয়েক মাস পরই সেনাপতি ষ্টান্‌লী মড্ (Stanley Maude) নুরুদ্দিন পাশা ও খলিল পাশার অধীনস্থ তুর্কী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া সমগ্র মেসোপটেমিয়া দখল করিয়া লয়েন। ইহা এক্ষণে "ইরাক" রাজ্য নামে পরিচিত ও বৃটিশ ম্যানডেটের অধীনস্থ দেশ।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

(১)

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কার্য্য সম্বন্ধে কার্ণেল হেনেসীর অভিমত।

(তুর্কী ফৌজের সহিত বিনিময়ে বাগদাদ্ ত্যাগ করিবার কিছুপূর্ব্বে কার্ণেল হেনেসী এই চিঠি খানি লেখকের হস্তে দিয়াছিলেন)

A detatchment of the Bengal Ambulance Corps, thirtyseven strong under Havilder Champati joined No. 2 Field Ambulance for duty early in October at Kutel-amara from Amara. On the 6th of October they accompanied the 16th Brigade en-route to Aziziah, a trying march of seventy miles in three days, which they performed creditably, few only having fallen out. Whilst at Aziziah from October to November 15th, their work consisted of Field Hospital duties which were cheerfully and effeciently carried out.

At the battle of Ctesiphon on the 22nd November and for three subsequent days they were employed with the Bearer division of the ambulance at the firing line and their work which was splendid will not be easily forgotten. During the retirement of the force at Kut six of their number who were sick fell in to the hands of the enemy. The river mehalla in which they were having stuck in the river. During the siege of Kut they were distributed amongst the various hospitals and each commanding

officer spoke highly of their good work. Their discipline was excellent and the spirit of devotion to duty and willingness was marked.

Whilst in Baghdad they have carried on their work in the hospital in a manner worthy of all praise.

Sd/. J. HENNESY,
Lt. Col., R.A.M.C.,
Officer Commanding No. 2 Field Ambulance.

Baghdad,
13-7-16.

পরিশিষ্ট

(২)

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরে কার্য্যোপলক্ষে যাঁহারা মেসোপটেমিয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের গৌরবময় নামাবলী ঃ—

হাবিলদার—অমরেন্দ্র চম্পটী।

লান্স নায়ক—প্রবোধ কৃষ্ণ ঘোষ।

প্রাইভেট—সুশীল চন্দ্র লাহা।

,, শৈলেন্দ্র নাথ বোস।

,, প্রিয় নাথ রায়।

,, যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

,, অমূল্য কুমার চট্টোপাধ্যায়।

,, ম্যাথিউ জেকব।